BAGHBAZAR
২২৭

দেবী দুর্গা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম. এ.

নাভা থিয়েটারে অভিনীত,

থম অভিনয়—শুক্রবার, ১৮ই অক্টোবর, '১৯৩৯

াবষ্ঠী

প্রাপ্তিস্থান
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—
মহেন্দ্র গুপ্ত
২৮ কালাচাঁদ পতিতুণ্ডী লেন,
পাইকপাড়া কলিকাতা

—এক টাকা—

মুদ্রাকর—
শ্রীপুলিনবিহারী দে
ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪৩ এ, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট্, কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় নাট্য-পরিচালক

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ, বি, এস-সি,

করকমলেষু

মহেন্দ্র গুপ্ত

মেধস্ মুনির উপদেশে, সুরথ রাজ্য-কামনায় এবং সমাধি মুক্তি-কামনায় শ্রীদুর্গা পূজা করেছিলেন। ফলে, সুরথ পেলেন রাজ্য ও সমাধি পেলেন বাঞ্ছিত মুক্তি। সেই থেকে বসন্তকালে দেবী পূজার প্রচলন হ'ল।—এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে "দেবী দুর্গা" রচিত হয়েছে।

এ নাটকের গানগুলি সবই রচনা করেছেন এবং সুর দিয়েছেন—গীত-সুন্দর কাজী নজরুল ইসলাম। দেবী দুর্গার রূপকার আমি···আর লাবণ্য দিয়েছেন তিনি।

"দেবী দুর্গার" অভিনয়ে এমন ক'জনা নূতন শিল্পীকে সাধারণের দরবারে উপস্থিত করা হয়েছে...আশা হয়...যাঁদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বাংলার মুমূর্ষু রঙ্গালয়ে এঁরাই হয় তো একদিন নূতন প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চার করতে পারেন...অবিশ্যি যদি সুযোগ ও উৎসাহ পান। আমার এই নাটকের অভিনয়ে...নূতনের দাবী মেনে চলা হয়েছে...তাই আমি আনন্দিত। ইতি—

নাট্যকার

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ—

সত্বাধিকারী	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহম্মদ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক	নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
কর্ম্মসচীব	আমেদ হোসেন
মঞ্চশিল্পী—	এম, জান
সুরশিল্পী	কাজী নজরুল ইস্‌লাম
নৃত্যশিল্পী	ব্রজ বল্লভ পাল
স্মারক	প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য
শিল্পীসঙ্ঘ তত্বাবধায়ক	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যন্ত্রী সঙ্ঘ—লালবিহারী ঘোষ; জিতেন ঘোষ; রতন দাস; মন্মথ ঘোষ; বিজয় ঘোষ; নিত্যানন্দ ঘোষ।

ঋতুপর্ণ—রজনী ভট্টাচার্য্য
সুরথ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাধি—অরুন চট্টোপাধ্যায়
সুষেণ—কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জি
ভট্টারক—জীবন মুখোপাধ্যায়
মেধস্—বিজয় নারায়ণ মুখার্জ্জি
চন্দ্রাপীড়—মিহির মুখার্জ্জি
অগ্নিবর্ণ—জ্যোতিপ্রসাদ কড়ুই
দেবল—সুনীল মুখোপাধ্যায়
জয়ধ্বল—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শাতকর্ণি—কানাই মণ্ডল
অষ্টক—পান্নালাল মুখার্জ্জি
মংরু—খগেন দাস
বিষণ—অমৃত রায়
কবিরাজ—হারাণ মিত্র
মুক্তি—শেফালিকা (বোদা)

আনন্দ—বলাই চ্যাটার্জ্জি
সামন্তরাজ, কিরাত, সৈন্য, প্রহরী ইত্যাদি
মুকুন্দ, কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ, হরিপদ, যতীন, মধু-শীল, মাণিক, সন্তোষ মুখোঃ, অমূল্য মিত্র, নরেন মুখোঃ ইত্যাদি।
শ্রীদুর্গা—করুণাময়ী
যমুনা—নিভাননী
মিত্রবিন্দা—ছায়াদেবী
সৈরভী—ফিরোজাবালা
বিপাশা—ইন্দুমতী
মায়া—উমা মুখার্জ্জি
কিরাত কন্যা—রাধারাণী
সখিসঙ্ঘ: রেণু (সুখ), গৌরী, রেণুকা, প্রভা, সুশীলা, পটল, ইন্দু, মুক্তা, আশা, দেবলা, কমলা, শেফালিকা (বোদা)।

চরিত্র পরিচয়

মেধস — — মুনি

ঋতুপর্ণ — — কর্ণাটরাজ

অগ্নিবর্ণ — — ঐ সেনাপতি

সুরথ — — চৈত্রপুরের যুবরাজ

দেবল — — ঐ সচীব

সুষেণ — — ঐ জ্ঞাতি ভ্রাতা

চন্দ্রাপীড় — — ঐ সেনাপতি

ভট্টারক — — সুষেণের বিদুষক

সমাধি — — বৈশ্য

মুক্তি — — ঐ পুত্র

মংরু, বিষণ — — কিরাত নায়ক

অষ্টক, শাতকর্ণি, জয়দ্বল } — — মেধসের শিষ্য

সামন্ত রাজগণ, কিরাতগণ, সৈন্য, প্রতিহারী ইত্যাদি।

শ্রীদুর্গা

মায়া, কিরাত কন্যা } দেবীর অবিদ্যা ও বিদ্যামূর্ত্তি

যমুনা — — সমাধির স্ত্রী

মিত্রবিন্দ্যা — — কর্ণাটের রাজকন্যা

বিপাশা — — ঐ সখী

সৈরভী — -- কিরাত রাণী

নর্ত্তকীগণ, মায়াকন্যাগণ, কিরাতকন্যাগণ ইত্যাদি।

দেবী দুর্গা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেধস মুনির আশ্রম। বেদ গান হইতেছে

বেদ গান

উষো ভদ্রে ভিরা গহি দিবিশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহং তরুণপ্সব উপত্বা সোমিনো গৃহম্॥

হে উষা!

অরুণিত আকাশ হ'তে এস' শোভন পথে॥
যজমান আলয়ে আসুক তোমারে লয়ে।
অরুণ বরণ কিরণ সুখ-কর-রথে॥
নন্দন নন্দিনী হে দেব কুমারী,
তুমি চির পবিত্রা মন্দাকিনী বারি।
তিমির কারারুদ্ধা ধরণী উর্দ্ধে চাহে,
মুক্ত করি' তা'রে আনো উদার আলোতে॥

মেধস ও সমাধির প্রবেশ।

সমাধি—গুরুদেব, তা হ'লে আজই আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন ?

মেধস্—হ্যাঁ বৎস, বহুদিন অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, পরিশ্রান্ত মন বড় অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। তাই এবার ইচ্ছা করেছি, কিছুকাল প্রব্রজ্যার ব্রত গ্রহণ ক'রে, ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন ক'রে ফিরব।

সমাধি—তা হ'লে বেশ দীর্ঘকালের জন্যেই আমাদের ত্যাগ ক'রছেন বলুন। আমার কথা ছেড়ে দিন্……আমি না হয় দু'দিন এসেছি…কিন্তু এই আশ্রম যে আপনারই হাতে গড়া ঠাকুর। একে ছেড়ে থাকতে পারবেন আপনি ?

মেধস্—সমাধি !

সমাধি—আপনার যাবার কথা শুনে, আশ্রমবাসীদের মুখ শুকিয়ে গেছে দেখলুম। মৃগ শিশুগুলি কচি দূর্ব্বাঘাস খেতে খেতে, কেমন যেন বিমনা হ'য়ে প'ড়ছে। এদের জন্যে আপনার দুঃখ হয় না ? এই দেখুন না, এই যে হরিতকি আর আমলকীর ডালে পাতায় জড়াজড়ি করে নবমালতীর লতাগুলি পর্য্যন্ত আপনার যাবার পথ আগ্‌লে রাখ্‌তে চায় ! পারবেন ঠাকুর, এদের মায়ার বাঁধন কাটিয়ে ফেলে যেতে ?

মেধস—মায়া ! সংসার-ত্যাগী তাপস আমি, মায়া-মুক্তির জন্যেই বিন্ধ্যারণ্যে এসে আশ্রম স্থাপন করলুম……না আবার নূতন ক'রে মায়ার সংসার পেতে বসলুম ! এই মায়ার দুচ্ছেদ্য

বন্ধনকে বড় ভয় করি বলেই তো আরও দূরে চ'লে যেতে চাচ্ছি সমাধি !

সমাধি—ঠিক বলেছেন গুরুদেব ! মায়ার গেরো বড় শক্ত গেরো, ছিঁড়তে চাইলেও ছেঁড়ে না, কাঁঠালের আঁঠার মত জড়িয়ে ধরে ! নইলে, আমিও তো স্ত্রী, পুত্রের মায়া কাটাব ব'লেই আপনার পায়ে শরণ নিতে এসেছি। আবার দেখুন না, আমিই আপনাকে আমার মায়ায়, এই আশ্রমের মায়ায় কেমন ভুলিয়ে রাখতে চাইছি ! না, না, আপনি তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করুন গুরুদেব। শুধু যাবার আগে বলে দিয়ে যান, আমার উপায়টা কি হবে !

মেধস—তোমার উপায় !

সমাধি—সিন্ধুক থেকে টাকা নিয়ে রোজ গরীব দুঃখীদের দিতাম, গিন্নীর আর ছেলের তা প্রাণে সইল না। তা'রা চায় যখের ধন আগ্‌লে রাখ্‌তে। তা কি হয় কখনও ! মায়ের সংসারে বিচার আছে তো ? যেমন গরীব দুঃখীদের বিলুতে দিলি নে, তেমনি একদিন রাজার লোকেরা এসে সিন্ধুক শুদ্ধ টেনে তুলে নিয়ে গেল।

মেধস—সে আমি জানি সমাধি ! সুষেণের অনুচরেরা তোমার সর্ব্বস্ব লুঠ ক'রেছে !

সমাধি—তা'রা লুটবে কেন ঠাকুর ? লুঠ করালেন তো মা জগদম্বা। গিন্নীর আর ছেলের সব রাগ পড়ল' কিন্তু আমার ওপর। তা'দের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে—শেষে আপনার পায়ে শরণ নিলুম ; এখন আপনিও আমায় ত্যাগ করে চ'লে গেলে—আমি দাঁড়াই কোথা বলুন তো ?

মেধস—কেন, মা রইলেন, তাঁর সেবা ক'রো! প্রতিদিন যেমন ক'রছিলে তেম্‌নি ক'রেই মায়ের পূজার ফুল জুগিয়ো।

সমাধি—ফুল জোগাব! কিন্তু, আপনি চ'লে গেলে, মায়ের পূজা ক'রবে কে?

মেধস—সে জন্যে ভেব না সমাধি! জগতের কল্যাণ কামনায় কৈলাস-বাসিনী মা আমার, সত্যই যদি এই পাপ-পূর্ণ ধূলার ধরণীতে তাঁর বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-চরণ-যুগল স্পর্শ ক'রে থাকেন……যুগে যুগে নিপীড়িত মানব আত্মার বক্ষদীর্ণ হাহাকার শ্রবণ করে'—সেই অসুর-ঘাতিনী দশ-প্রহরণ-ধারিণী, মহাশক্তি মা আমার সত্যিই যদি আবির্ভূতা হ'য়ে থাকেন—তা হ'লে এক পূজারী যায় যাক্‌……আবার নূতন পূজারীকে তিনি নিজেই ডেকে আন্‌বেন। মাতৃপূজায় কখনও পূজারীর অভাব হবে না সমাধি…….. আমরা আজও বেঁচে আছি শুধু এই আশায়—এই পুণ্য বলে!

সমাধি—ঠিক বলেছেন ঠাকুর, মায়ের পূজা কখনো না হয়ে পারে! মায়ের পূজা-মন্দিরে দীপ জ্ব'লবে না, আরতি হবে না; এত বড় অকল্যাণ মা কি কখনও হ'তে দিতে পারেন?…… আবার পূজারী আস্‌বে। যাই, তা হ'লে আমি মায়ের পূজার জন্যে বেছে বেছে ফুল তুলে আনিগে।— [প্রস্থান।]

মেধস প্রস্থানোদ্যত হইলেন, এমন সময় সুরথ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরথ—গুরুদেব!

মেধস—কে…সুরথ! করধৃত সুদীর্ঘ কার্মুক,

পৃষ্ঠে তূণ পূর্ণ শরজালে,
কৃপাণ পিধানে জ্বলে তীব্র খরসান—
তা হ'তে শাণিত দ্যুতি—বিঘূর্ণিত রক্তিম নয়নে !
সুরথ,—কি হ'য়েছে ? কোথা চলিয়াছ—?

সুরথ—সুষেণে ভেটিতে যাব চৈত্রপুরী মাঝে !

মেধস—চৈত্রপুরে ? অকস্মাৎ কি কারণ ?

সুরথ—নহে অকস্মাৎ ঋষি ! বহুদিন, বহুবার
চৈত্রপুরী প্রবেশিতে, এ অন্তরে জেগেছে কামনা ;
কিন্তু, তুমি মোরে ক'রেছ নিষেধ !
গুরু বলি', পূজ্য বলি'······জীবনের একমাত্র
ইষ্টদেব বলি'—মানি তোমা ঋষিবর ;
নির্ব্বিচারে বারম্বার শুনেছি নিষেধ।
কিন্তু, আর নয়,······প্রত্যাহার করো গুরু,—
দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় নিষেধ তোমার।
আজ্ঞা দাও—আজ্ঞা দাও—
চৈত্রপুরে প্রবেশিয়া একবার ভেটিব সুষেণে !

মেধস—স্থির হও হে সুরথ ,
অবশ্য আদেশ দিব,—
যদি বুঝি, যোগ্য লগ্ন এসেছে তাহার।

সুরথ—যোগ্য লগ্ন !
স্বেচ্ছাচারী, মদোন্মত্ত, লম্পট সুষেণ,
লোক মুখে শুনি যারে—আকারে মানব,
আর স্বভাবে দানব—

সেই পশু প্রকাশ্যে ঘোষিত হবে,
চৈত্রপুরে স্বাধীন সম্রাট—
লক্ষ কোটী মানবের
ভাগ্যের বিধাতা হ'বে উদ্ধত বর্ব্বর —
তবু লগ্ন আসে নাই গুরু ?

মেধস—সুষেণ ঘোষিত হ'বে—স্বাধীন সম্রাট !
প্রজাগণ, রাজভৃত্যগণ,
সিংহাসনে বসাবে সুষেণে ?

সুরথ—স্বচক্ষে দেখি নি কভু কেমন সুষেণ !
এই বনে এসেছিল বার্ত্তাবহ তা'র !
কিরাত পল্লীর মাঝে করিল ঘোষণা—
প্রতি গৃহ হ'তে,—সুলক্ষণা ব্যাধ কন্যাগণে
প্রেরণ করিতে হ'বে
কামাচারী সুষেণের প্রমোদ ভবনে।
অন্যথায়······

মেধস—অন্যথায় ?

সুরথ—অন্যথায় কি ঘটিবে—
উচ্চারিতে অবকাশ পায় নি সে
পশুর কিঙ্কর !
স্কন্ধচ্যুত করি' শির নয়ন নিমেষে
বর্শার ফলকে গুরু আবদ্ধ রেখেছি।
সেই মুণ্ড সঙ্গে ল'য়ে যাবো চৈত্রপুরে ;—
দূত মুখে অসমাপ্ত যাহা,

শুনিব তা সুষেণেরই মুখে।
নির্য্যাতিত কিরাতের কিবা প্রত্যুত্তর,—
তাহাও জানাব তা'রে
এই তীক্ষ্ণ কৃপাণের মুখে।

মেধস—শস্ত্রপাণী, অযুত সেনানী
চৈত্রপুরী প্রাসাদের দ্বার রক্ষা করে।
তা'র মাঝে, একক সাধিবে বাদ সুষেণের সনে?
ছিঃ সুরথ···অবোধ বাতুল সম
চাহিও না আমন্ত্রিতে নিশ্চিত মৃত্যুরে!

সুরথ—উপক্রুতা মাতা, আর লাঞ্ছিত জাতির
ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে নিতি
তিলে তিলে সহিতেছি যে গুরু যাতনা—
তা হ'তে অনেক শ্রেয়ঃ
অত্যাচারী পশু সনে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আত্ম-বিসর্জ্জন।
জান না ব্রাহ্মণ,
কিরাতের মর্ম্ম জ্বালা কত না ভীষণ!
কত অত্যাচার······কত অবিচার,
জর্জ্জরিত করিতেছে দীন দুঃখী অনার্য্যের দলে,—
যুগে যুগে পুঞ্জীভূত মর্ম্মান্তিক কী বেদনা তা'র
বুঝিবে না, বুঝিবে না কেহ তাহা
একমাত্র অনার্য্যের বংশধর বিনা!

মেধস—না বৎস, সে বেদনা বুকে ধরি',—
নিখিল-লাঞ্ছিত যত অভাগার সনে

কিরাত পল্লীতে আর শ্মশানে মশানে,
অনাদি অনন্তকাল কাঁদিয়া ফিরিছে—
ভারতের আদি দেব—
আর্য্য-শ্রেষ্ঠ পাগল শঙ্কর !
শুনি তাঁ'র ডমরুর ধ্বনি···
আর্য্য বংশে কত রাজা সাজিল বিবাগী !
কত রাজা নিপীড়িত প্রজার কারণে—
বেদীমূলে দিল আত্ম বলি !
আর্য্য রাজা অনার্য্যের বেদনায় কত না বিহ্বল—
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র দেখিতে সুরথ
নিহত না হ'ত যদি—পুণ্যশ্লোক নৃপতি সৌবল !

সুরথ—নৃপতি সৌবল ! কেবা সেই গুরুজন ?
কহ মোরে কে বধিল তা'রে ?

মেধস—বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে
ঘটেছিল ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ;
চৈত্রপুর শক্তি সনে কর্ণাটের দারুণ সংগ্রাম !
তারই ফলে, চৈত্রপুর অধিশ্বর
পুণ্যশ্লোক সম্রাট সৌবল হত হ'ল সমর অঙ্গনে।
দিকে দিকে ওঠে আর্ত্তনাদ,
দিকে দিকে রক্তের প্লাবন।
একদিন সেই স্রোত মুখে, পুষ্প কলিসম—
পঞ্চম বর্ষিয় শিশু হেরিনু নয়নে।
বক্ষে তুলে ল'য়ে তা'রে

লুক্কায়িত রাখিলাম বনপ্রান্তে করিাত পল্লীতে !

সুরথ—বিচিত্র কাহিনী গুরু !
কহ ত্বরা—কোথা সেই শিশু ?

মেধস—যদি বলি, সেই শিশু—
পঞ্চবিংশ বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের বেশে—
এই দণ্ডে উপস্থিত···
না—না, একি কহিতেছি আমি !

সুরথ—কহ গুরু.—
এই দণ্ডে উপস্থিত যুবা···?

মেধস—স্থির হও······হয়ো না চঞ্চল।
বিংশতি বৎসর যাহা ছিল লুক্কায়িত
আরো কিছু দিন বৎস,—
থাক তাহা রহস্য আড়ালে !

সুরথ—গুরুদেব ! গুরুদেব !
উৎসুক অধীর হিয়া শুনি তব অজ্ঞাত ইঙ্গিত !
আর কিছু নাহি বল...
যুক্ত করে জানাই মিনতি—
জন্মাবধি নাহি জানি···
কেবা পিতা···কে আমার মাতা...
শীঘ্র কহ—কিবা মোর বংশ পরিচয় ?—

মেধস—বৎস,
উচ্চ বংশোদ্ভব তুমি !

সুরথ—গুরুদেব, গুরুদেব !

মেধস—না—না, অনুরোধ ক'রো না আমারে।
কোন প্রশ্ন শুধায়ো না আর।
কাল পূর্ণ নাহি হ'লে,
এক বর্ণ আর আমি নাহি প্রকাশিব।
ভুলে যাও বংশ কথা, মনে কর,—
সত্য শুধু যাহা বর্ত্তমান!

সুরথ—বর্ত্তমান! কি সে বর্ত্তমান ঋষি?
যে দিন লভিনু জ্ঞান,
সেই হ'তে দেখি, জীবন বেষ্টিয়া মোর
দৈন্য, দুঃখ, অতি রূঢ় উলঙ্গ রিক্ততা!
গৃহে গৃহে হাহাকার,
নির্য্যাতিত কিরাতের রোদনের রোল!
শুধু ব্যথা, শুধু অশ্রু, শুধু দীর্ঘশ্বাস—
এই কি জীবন ঋষি?
বেঁচে র'ব নিয়ে এই প্রবঞ্চনা গুরু অভিশাপ!

মেধস—না, না, কভু নহে;
এই অশ্রু তোমারে মোছাতে হবে।
এই অভিশাপ মস্তকে ধরিয়া পুত্র,
সংগ্রাম করিতে হ'বে তাহাদের সাথে—
মানবের জন্ম অধিকার
হরণ করিছে যা'রা বর্ব্বর পেষণে!
তা'রি লাগি কর ত্বরা শক্তি উজ্জীবন।

সুরথ—শক্তি কোথা?

মেধস—শক্তি ! (মন্দিরদ্বার খুলিয়া)

ঐ মহাশক্তি মাতা।

তৃপ্তা কর জননীরে, করহ জাগ্রত !

সুরথ—আমি !

মেধস—হাঁ সুরথ, তুমি !

দুর্ব্বল রক্ষণ হেতু মাতৃ আবির্ভাব,

দুর্ব্বলের প্রতিনিধি,—

তুমি, তুমি শুধু মাতৃপূজা যোগ্য অধিকারী।

এ ভারতে তোমা হ'তে মাতৃপূজা হবে প্রচলিত।

সুরথ—গুরুদেব ! গুরুদেব !

মেধস—আর নয়, যাত্রালগ্ন সমাগত মোর।

বাসন্তী পঞ্চমী তিথি, না হ'তে অতীত—

তোমারে দানিব পুত্র,—মহাপূজা মন্ত্র ও বিধান।

যত দিন না ফিরি আশ্রমে

মুক্তি-কামী ভক্ত মোর রহিল সমাধি।

তারই দত্ত পুষ্পদলে ভক্তি-মন্ত্রে পূজিও মায়েরে।

স্মরণ রাখিও বৎস, মম অসাক্ষাতে,

জননীর সর্ব্বভার অর্পিণু তোমারে !— [প্রস্থান।]

সুরথ—(মূর্ত্তির নিকটে যাইয়া)

শক্তিরূপা মা আমার,—

মরি মরি, একি মূর্ত্তি ভয়াল সুন্দর !

অতসী কাঞ্চণবর্ণ, পৃষ্ঠদেশে দোলে

শ্রাবণ জলদ সম কুঞ্চিত কুন্তল,

ত্রিনয়নে বহ্নি দ্যুতি, ওষ্ঠে মৃদু হাস,
দশকরে ধৃত চক্র, খড়্গ, ধনু, পাশ!
দনুজ-মর্দ্দিনী মাতা, জাগিবি কি পুনঃ
আর্ত্তজন রক্ষা হেতু সুরথের পূজা উপচারে?
জাগিবি কি রে অভয়া, নিষ্পেষিত ভারতের
রক্ত-সিক্ত হৃদি-পদ্মদলে!

কিরাতিনীর প্রবেশ।

কিরাতিনী—সুরথ…সুরথ!

সুরথ—একি, কে তুমি বালিকা!

কিরাতিনী—বাঃ, বেশ তো মানুষ তুমি! আমায় ডেকে এনে চিন্‌তে পারছ' না?

সুরথ—তোমায় ডেকে এনেছি আমি! কৈ আমার তো স্মরণ হয় না…

কিরাতিনী—যে আমায় কখনো ডেকেছ; কেমন? আচ্ছা, আমি অম্নিই এসেছি। কিন্তু এ কথাটাও কি মনে নেই, যে তুমি আর্ত্তজনকে রক্ষা করবার ব্রত নিয়েছ?

সুরথ—সত্য, দুঃখ…ক্লিষ্ট ভারতের……

কিরাতিনী—থাক্, ভারত উদ্ধার ক'রো পরে। আগে ঐ এক বেচারাকে তার ছেলে বউএর হাত থেকে উদ্ধার করতো, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা?

সুরথ—কি ব'লছ তুমি?

কিরাতিনী—টাকা গো টাকা! মাগপুত ফেলে লোকটা সংসার ছেড়ে এসেচে। এখন মাগপুত খেতে পাচ্ছে না, তাই টাকা

টাকা ক'রে লোকটার মাথার চুল শুদ্ধ উপড়ে ফেল্‌ল। ওকে তুমি বাঁচাও না!

নেপথ্যে সমাধি—বাবাগো মলুম, ওরে ছাড় ছাড় আমায়···

নেপথ্যে স্ত্রী, পুত্র—আগে টাকা দাও, আমাদের টাকা দাও······

সুরথ—একি! এ যে সমাধি! কি ক'রে ওকে ওর স্ত্রী পুত্রের হাত থেকে রক্ষা করি! আমার যে কিছু নেই!

কিরাতিনী—নেই কেন? ঐ তো তোমার হাতে সোনার কবচ রয়েছে! ঐটী দিয়ে দাও না!

সুরথ—কবচ!—　　(কিরাতিনীর ছুটিয়া প্রস্থান।)

পুষ্পপাত্র সহ সমাধির প্রবেশ···সঙ্গে তাহার স্ত্রী, পুত্র।

স্ত্রী, পুত্র—টাকা দাও···আমাদের টাকা দাও, নইলে ছাড়বো না!

(কোলাহল আরম্ভ করিল।)

সুরথ—সমাধি, আমার এই স্বর্ণ কবচ বিক্রয় ক'রলে কিছু টাকা পাবে... তোমার স্ত্রী-পুত্রকে এইটী দাও ভাই!—

(সমাধিকে কবচ দান)

স্ত্রী, পুত্রের কাড়াকাড়ি এ বলে 'আমায় দাও' ও বলে 'আমায় দাও'।

সমাধি—দোহাই তোদের, থাম থাম। তবু কাড়াকাড়ি! তবে, এ তোদের কাউকে দেব না। এই ফুল পাতার সঙ্গে মাকেই, এ কবচ উচ্ছুগ্যে ক'রে দিলাম।—

ফুল সহ কবচ মূর্ত্তির পায়ের কাছে ঢালিয়া দিল। স্ত্রী, পুত্র ফুল পাতা সরাইয়া কবচ খুঁজিতে লাগিল।

স্ত্রী, পুত্র—কোথায় গেল? কোথায় গেল কবচ?

কবচ সহ কিরাতিনীর পুনঃ প্রবেশ।

কিরাতিনী—কবচ আমার হাতে······

সকলে—একি! কোথায় পেলে তুমি?

কিরাতিনী—বাঃ রে, সমাধি আমায় দিয়েছে, আমায় দিয়েছে—

(ছুটিয়া প্রস্থান।)

স্ত্রী, পুত্র—চোর, চোর, ধর, ধর,··· (পিছনে পিছনে গেল।)

সমাধি—ওরে, চোর নয়...জগদম্বা মা আমার কিরাতিনীর বেশে পালিয়ে যায়। ওরে, ধর, মাকে তোরা ধর!— [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চৈত্রপুর—রাজসভা। শূন্য সিংহাসন।

সুষেণ সুরা পান করিতেছিল, চারিপার্শ্বে সামন্ত রাজগণ আসীন। বিচিত্র আলোক সম্পাতের মধ্যে তরুণী নর্ত্তকীর মৌন-নৃত্য—চারিদিকে মাদকতা সৃষ্টি করিতেছিল। একটু পরে বাইরে কোলাহল শোনা গেল।—

সুষেণ—একি, এ কোলাহল কিসের?

(ভট্টারকের প্রবেশ।)

ভট্টা—মহারাজ, ভীষণ সংবাদ! আমি আড়াল থেকে কান পেতে শুনে এলাম···সীমান্ত প্রদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নাগরিকেরা

একেবারে তুমুল কোলাহল আরম্ভ ক'রে দিয়েছে! তা'রা নাকি চৈত্রপুরের ভাবী সম্রাট—মানে—আপনাকে দেখতে চায়!

সুষেণ—ভাবী-সম্রাট ভোজ্য-বস্তুও নন্ কিম্বা পানীয় দ্রব্যও নন্ যে তাঁর দর্শন লাভ ক'র্‌লে দুর্ভিক্ষ পীড়িতেরা তৃপ্ত হ'বে ভট্টারক!

ভট্টা— ওঃ-হ্যাঁ, সে আমি বুঝে নিয়েছি মহারাজ! যাই, ওদের তা হ'লে সেই কথাই বুঝতে ব'লে আসি।—ওরা বরং আপনার কাছে না এসে—রাজ ভাণ্ডারের দিকে যাক—

সুষেণ—আজ বিশ বৎসর ধ'রে যে রাজ-ভাণ্ডার নানা কৌশলে পুষ্ট ক'রে এসেছি,—তা ব্যয় ক'র্‌ব দুর্ভিক্ষ পীড়িত নর নারীর সাহায্যে!

ভট্টারক...তুমি জান, রাজ ভাণ্ডারের সৃষ্টি কেন?

ভট্টা—আজ্ঞে, আমি আর জানি নি মহারাজ! যে দিন মহারাজ সৌবলের পুত্র জন্মাল—

সুষেণ—থাম মূর্খ—

ভট্টা—বুঝিছি—বুঝিছি—আর ব'ল্‌তে হ'বে না।—রাজ-ভাণ্ডারের সৃষ্টি কেবল ভোজন আর হজম করবার জন্য—উদ্গার কর্‌বার জন্য নয়। ওদের তাহ'লে সেই কথাটাই—

সুষেণ—যাও—প্রাসাদ দ্বার রুদ্ধ ক'রে এসো।

ভট্টা—সে আমি বুঝে নিয়েছি— (প্রস্থান)

সুষেণ—(নর্ত্তকীদের) তোমরা ততক্ষণ— (ভট্টারকের পুনঃ প্রবেশ।) ফির্‌লে যে?—

ভট্টা—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রাসাদ দ্বার রুদ্ধ করব' ওদের বাইরে রেখে—না ওরা ভেতরে ঢুক্‌লে পর?

সুষেণ—মূর্খ,—ওদের কোলাহল আমার শান্তি ভঙ্গ ক'চ্ছে—

ভট্টা—তা হ'লে বাইরে রেখে? (নর্ত্তকীদের) এই, সব আমার সঙ্গে এসো—এসো!

সুষেণ—ভট্টারক!

ভট্টা—এরা এখুনি কোলাহল আরম্ভ ক'র্‌বে মহারাজ—তা'তে আপনার শান্তি ভঙ্গ—

সুষেণ—অপদার্থ,—আমি এদের কথা বলি নি····· !

ভট্টা—ওঃ—(সহাস্যে) সে আমি বুঝে নিয়েছি— (প্রস্থান)

সুষেণ—(নর্ত্তকীদের প্রতি ফিরিয়া)—তোমরা গান কর, অভিষেকের শুভলগ্ন যতক্ষণ উপস্থিত না হয় আমায় আনন্দ দান কর—

নর্ত্তকীদের **গীত**

ঢালো মদিরা মধু ঢালো, (ঢালো আরো)
মদ রঞ্জিত হোক্ পান্‌সে চাঁদের আলো।
সারা দিনমান গেল বিফল কাজে;
জাগে হৃদয়ে আনন্দ তৃষ্ণা সাঁঝে,
চাহে পরাণ বিধুর সুরা আর সুর,
আর অনুরাগ রাঙা দুটী নয়ন কালো।

(গান শেষে ভট্টারক পুনঃ প্রবেশ করিল।

ভট্টা—চুপ-চুপ! মহারাজ, ভীষণ দুঃসংবাদ। ওদিকে হয়ে গেছে!

সুষেণ—কি ?

ভট্টা—আপনার অভিষেকের সময় হ'য়ে গেছে—মন্ত্রী দেবল আস্‌ছেন !

সুষেণ—অপদার্থ,—সেই তোমার দুঃসংবাদ !

ভট্টা—আমার কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে—সুসংবাদ ব'ল্‌তে দুঃসংবাদ বলে ফেল্লাম !—যতক্ষণ না অভিষেকটা শেষ হয়—

রাজমুকুট হস্তে মন্ত্রী দেবল ও সামন্তগণের প্রবেশ।

সুষেণ—আসুন…আসুন মহাসচীব !

দেবল—সামন্তগণ, আজ আমাদের জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় দিন ! চৈত্রপুরীর সিংহাসনে আজ নবীন সম্রাট সুষেণের অভিষেক।

সেনাপতি চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করিয়া দেবলের ঘোষণা মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় শুনিতে লাগিল।

দেবল—আজ তবু বার বার মনে পড়ে, সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস। কর্ণাট-রাজ ঋতুপর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে, সেদিন আমাদের দানব্রতী রাজাধিরাজ সৌবল নিহত হয়েছিলেন। সেই হ'তে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে কর্ণাটের করদ-রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হ'য়েছিলাম। রাজ্যের প্রধান পৌর-নায়কদের সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে, এতকাল আমি চৈত্রপুরীর রাজকার্য্য পরিচালনা ক'রে এসেছি। এই বিশ বৎসর বহু দুঃখ, বেদনার ভিতর দিয়ে, নব সেনাদল, নব অর্থবল সংগ্রহ ক'রে, আজ চৈত্রপুরী আবার তার হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই স্বাধীন সাম্রাজ্যে আমি পৌরসভার অনুমোদনে মহারাজ সৌবলের একমাত্র বংশধর,—তাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্র

কুমার সুষেণকে সম্রাট রূপে অভিষিক্ত ক'র্‌ব স্থির ক'রেছি……

সামন্তগণ—সাধু—সাধু—

দেবল—এস সুষেণ,—তুমি সিংহাসনে উপবেশন কর; আমি তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিই!

চন্দ্রা—দাঁড়াও!

দেবল—একি! সেনাপতি চন্দ্রাপীড়, শুভকার্য্যে বাধা দান ক'র্লে!

ভট্টা—ব্যাপারটা কি রকম মানে বিশ্রী হ'চ্ছে—সে আপনি বুঝতে পাচ্ছে'ন না; অভিষেকটা তাড়াতাড়ি হ'তে দিন,—তারপর—

চন্দ্রা—আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা ক'রবেন মহামন্ত্রী। অভিষেক আপাততঃ স্থগিত থাক্। আমি তা'র আগে জানতে চাই,—আজ সুষেণের হস্তে, চৈত্রপুরীর শাসন-রশ্মি তুলে দেবার এমন কি প্রয়োজন হ'ল?

দেবল—তুমি বল কি চন্দ্রাপীড়! কর্ণাট রাজকে আমরা করদান বন্ধ ক'রেছি। অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে কর্ণাটের শক্তি পরীক্ষা নিশ্চিত। তা'র পূর্ব্বে সুষেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'রতে না পার্‌লে—

ভট্টা—সিংহাসন খালি পেয়ে কর্ণাটরাজ ওতে লাফিয়ে উঠে ব'সবে। বুঝে দেখুন, সেটা কত বিশ্রী ব্যাপার হ'বে,—আমরা কর্ণাট-রাজের শত্রুতায়—

চন্দ্রা—কর্ণাটরাজের শত্রুতা! কিন্তু এ শত্রুতার জন্য দায়ী কে? কা'র চক্রান্তে তাকে আমাদের শত্রুরূপে রূপান্তরিত ক'রে চৈত্রপুরীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়েছিল?

সুষেণ—আপনারা শুনুন সামন্তরাজগণ……সেনাপতি চন্দ্রাপীড়ের কথার গূঢ় অর্থ একবার ভেবে দেখুন! "কার চক্রান্তে!" আপনারা সকলেই জানেন, কর্ণাটরাজ ঋতুপর্ণের সঙ্গে আমাদের সম্রাট সৌবলের সর্ত্ত হ'য়েছিল যে ঋতুপর্ণের কন্যা জন্মালে তা'র সঙ্গে মহারাজ সৌবলের পুত্রের বিবাহ দিবেন। মহারাজ সৌবলের শিশুপুত্র ছিল কন্দর্পতুল্য, কিন্তু কর্ণাটের রাজকন্যা জন্মান্ধ হ'ল বলেই, মহারাজ সৌবল সে বিবাহে অস্বীকৃত হন। তা'রই ফলে যুদ্ধ, তারই ফলে মহারাজ সৌবলের মৃত্যু এবং চৈত্রপুরীর স্বাধীনতা অপহৃত!

চন্দ্রা—মিথ্যা কথা, সে জন্যে নয়।

দেবল—চন্দ্রাপীড়!

চন্দ্রা—কর্ণাটকন্যা জন্মান্ধ ব'লে, মহারাজ সৌবল নিজ পুত্রের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ তা'র সঙ্গে বিবাহ দিতে ইতঃস্তত ক'রেছিলেন সত্য, কিন্তু তবু তিনি ছিলেন ধর্ম্মভীরু! সর্ত্ত-ভঙ্গের ভয়েই তিনি কর্ণাট দূতকে প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারেন নি! এক রাত্রি ভেবে—কর্ত্তব্য স্থির ক'রে, প্রভাতে তিনি অভিমত প্রকাশ ক'রবেন, এই উদ্দেশ্যে কর্ণাটদূতকে সে রাত্রি চৈত্রপুরীর প্রাসাদে বিশ্রাম ক'রতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কর্ণাটদূতকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে—ঘুমন্ত অবস্থায়…… বল, বল সুষেণ,…ঘুমন্ত অবস্থায় কে তা'কে হত্যা ক'রেছিল!

ভট্টা—মহারাজ!

সামন্তগণ—সে কি! সে কি!

ভট্টা—সে কি নয়! কর্ণাট দূতকে—আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে—তাই মহারাজকে ডাক্‌ছি!—

দেবল—চন্দ্রাপীড়·····চন্দ্রাপীড় !—

চন্দ্রা—ভাবী অভিষেকের আনন্দে উল্লসিত ঐ সুষেণ আজই প্রভাতে প্রমোদ গৃহে ব'সে সুরাপান ক'র্‌তে ক'র্‌তে সঙ্গী ভট্টারকের কাছে—তা'র অন্তরের সমস্ত গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত ক'রেছিল ! রাজ্যসীমান্তে কিরাত রমণীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ ক'রতে আমি গিয়েছিলুম সুষেণের প্রমোদ গৃহে ! দ্বারপথে অলক্ষ্য হ'তে শুনে এসেছি, সেই বিশবৎসর পূর্ব্বেকার গুপ্ত-হত্যার ইতিহাস !

ভট্টা—হাঁ।—সব শুনেছেন ! কতটুকুই বা বলেছি,—মহারাজ সৌবলের মৃত্যু কথাটা তো···

সুষেণ—ভট্টারক !

ভট্টা—বুঝেছি—বুঝেছি—আর ব'লতে হ'বে না !

দেবল—চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রাপীড়,—সুষেণের বিরুদ্ধে তোমার এ কি ভীষণ অভিযোগ ?

সুষেণ—না, না, কিসের অভিযোগ ? আমি স্বীকার করি না এ অভিযোগ। এ তোমাদের ষড়যন্ত্র,—চন্দ্রাপীড়ের ষড়যন্ত্র ! আমি তা'কে হত্যা করি নি,—মহারাজ সৌবল নিজে তা'কে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছিলেন !

১ম সামন্ত—হাঁ্যা, হাঁ্যা, আমরাও তাই শুনেছি !

চন্দ্রা—আপনারা শুনেছেন, আমি শুনেছি, সমস্ত চৈত্রপুরী শুনেছে, এমন কি কর্ণাটও শুনেছে ওই মিথ্যা কাহিনী।

[সুষে]ণ—মিথ্যা নয়। কারণ তা'কে হত্যা করায় আমার কোন স্বার্থ ছিল না

ভট্টা—হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিকই তো—কেমন হ'ল' ত! চলুন মহারাজ, এ সব বিশ্রী ব্যাপার আলোচনা না করে—আমরা প্রমোদ গৃহে যাই।

চন্দ্রা—চুপ্ কর ভট্টারক! স্বার্থ ছিল না! অপুত্রক সম্রাট সৌবলের বৃদ্ধ বয়সে যে পুত্র জন্মাল, সে হ'ল তোমার ভাবী সম্রাটত্বের প্রতিবন্ধক! সে যদি কর্ণাট কন্যাকে বিবাহ ক'রত,·· তা হ'লে তা'র রাজশক্তি হ'ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী,—তাই কর্ণাট দূতকে নিহত ক'রে, তুমি দুই রাজ্য মধ্যে রক্তের স্রোত প্রবাহিত ক'রেছ, তোমার হীন অভিসন্ধি সার্থক ক'রেছ!—

দেবল—চন্দ্রাপীড়, আমার অনুরোধ, যা অতীত···তা সত্য হোক মিথ্যা হোক্, তাকে স্মরণ ক'রে কোন লাভ নেই। মনে রেখো, দৈবের বিধানে ঐ সুষেণ ব্যতীত আজ আর মহারাজ সৌবলের সিংহাসনে অন্য কেউ অধিকারী নেই। তুমি সুষেণের অভিষেকে বাধা দিও না সেনাপতি!

ভট্টা—না হয়···কর্ণাট দূতকে আমরাই হত্যা ক'রেছি—

সুষেণ—ভট্টারক—

ভট্টা—না হয়···তা'কে আমরা হত্যা না-ই ক'র্লাম,—কিন্তু মহারাজ সৌবলের যখন আর কোন উত্তরাধিকারী নেই, তখন মহারাজের অভিষেক হ'তেই হ'বে।—

চন্দ্রা—কর্ণাট-দূতকে মহারাজ সৌবল নিহত ক'রেছিলেন, একথা সত্য ব'লে প্রচারিত হ'লেও যেমন সত্য নয়···তেমনি এও তো হ'তে পারে—যে সুষেণ ব্যতীত মহারাজ সৌবলের অন্য কোন উত্তরাধিকারী নাই, একথাও মিথ্যা।

সুষেণ—এর অর্থ কি! তুমি কি ব'ল্‌তে চাও?

চন্দ্রা—যা অনুমান ক'রেছ সুষেণ,—আমি তাই ব'লতে চাই।

দেবল—সে যে অসম্ভব! মিথ্যা আশায়, আমরা এই বিশ বৎসর ধ'রে —নগরে নগরে, গ্রামে, গ্রামে তা'র অনুসন্ধান ক'রেছি ;— কিন্তু আজ পর্য্যন্তও……

সুষেণ—তা'কে পাবে না। সে যে জীবিত নেই একথা সুনিশ্চিত! ঐ-ঐ ভট্টারককে জিজ্ঞাসা কর…কর্ণাট-সেনা যখন প্রাসাদ আক্রমণ করে—ও নিজের চোখে দেখেছে—প্রতিহিংসায় অন্ধ কর্ণাটরাজ ঋতুপর্ণ স্বহস্তে সেই পাঁচ বৎসরের শিশুকে হত্যা ক'রেছে!

দেবল—বৃথা, বৃথা তা'র আশা চন্দ্রাপীড়! এস,—আমরা সুষেণকে অভিষিক্ত করি।

চন্দ্রা—না, না—আমি বিশ্বাস করি না। সুষেণের অনুচর ভট্টারকের কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ অভিষেক আমি হ'তে দেব না!

সুষেণ—চন্দ্রাপীড়! চন্দ্রাপীড়!—তোমার উদ্দেশ্য কি?…তুমি পথ ছাড়বে কি না?—

চন্দ্রা—না!

সুষেণ—না!

দেবল—একি! আত্মদ্বন্দ্ব! সুষেণ…সুষেণ,…চন্দ্রাপীড়…তুমি চ'লে এস!

চন্দ্রা—যাচ্ছি! কিন্তু তা'র আগে, সুষেণকে স্থান ত্যাগ ক'রতে ব'লুন।

ভট্টা—ও বাবা! ব্যাপার যে ক্রমঃশই ঘোরাল হচ্ছে! কেউ না ব'ল্লেও

আমিই স্থান ত্যাগ ক'রলুম—শিব শম্ভু—শিব শম্ভু—

(প্রস্থান।)

দেবল – চন্দ্রাপীড় ! চন্দ্রাপীড় !……

চন্দ্রা—শুন হে দেবল মন্ত্রী,

শোন শোন সমবেত সামন্ত ও নাগরিকগণ,—

স্বাধীন এ চৈত্রপুরী মাঝে

মহারাজ সৌবলের রাজ সিংহাসনে,

একমাত্র অধিকারী নন্দন তাঁহার।

সে যদি জীবিত থাকে,

মেঘ-মুক্ত সূর্য্য সম পুনঃ ফিরে আসে,

সম্রাট বলিয়া তা'রে প্রণতি জানাব।

আর…আর মৃত যদি সৌবল-নন্দন,

সিংহাসন র'বে শূন্য।

এই বিশ বর্ষ কাল চ'লেছে যেমন,

সেইরূপ পুনরায় গণ-তন্ত্র করিয়া স্থাপন—

চৈত্রপুরী প্রজা মোরা নিজ নিজ অদৃষ্ট শাসিব।

দেহ মাঝে এক বিন্দু থাকিতে শোণিত,

অত্যাচারী মাতালেরে সিংহাসনে বসিতে দিব না।

সুষেণ—অত্যাচারী ! মাতাল ! এত স্পর্দ্ধা তোর—

(আক্রমণে উদ্যত)

সহসা কিরাত কন্যার ছুটিয়া প্রবেশ ও দু'জনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, নেপথ্যে শব্দ।

নেপথ্যে—চোর—চোর—চোর—

কিরাত কন্যা—না, না—আমি চুরি করি নি—চুরি করি নি!

দেবল—কে এই রমণী— (প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী—ওই ব্যাধের মেয়ে কা'র সোনার কবচ চুরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'র্‌তে এসেছিল! ওকে ধ'র্‌তে আমরা পেছনে ছুটে এসেছি ...কিন্তু ও যেন বাতাসে ভর ক'রে ছুট্‌ল! সব প্রহরীর হাত এড়িয়ে শেষে রাজ সভায় উপস্থিত হ'ল! ঐ—ঐ ওর হাতে সেই কবচ!

দেবল—দেখি বালিকা, কা'র কবচ?—(কিরাত কন্যা দেবলের হাতে কবচ দিল) একি! আশ্চর্য্য—কিরাত কন্যা,—তুমি এ কবচ কোথায় পেলে?

কি-কন্যা—আমি চুরি করি নি—বিন্ধ্যারণ্যে সে আমায় দিয়েছে......

দেবল—কে, কে সে? সত্য বল নইলে ছাড়ব না, তোমায় ছাড়্‌ব' না!

কি-কন্যা—ও বাবা, তোমরা আমায় ধ'র্‌বে নাকি। পালাই, আমি পালাই!

(ছুটিয়া প্রস্থান।)

দেবল—কিরাত কন্যা...কিরাত কন্যা! কি আশ্চর্য্য, যাদুকরী কিরাত-কন্যা যেন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম! কিন্তু এই কবচ, এতো স্বপ্ন নয়...এতো স্বপ্ন নয়!

চন্দ্রা—কি হ'ল মহাসচীব, আপনি অমন ক'র্‌ছেন কেন? আপনার সারা দেহ কাঁপ্‌চে কেন?

দেবল—কাঁপ্‌ছি! চন্দ্রাপীড়, ইচ্ছা হয় আনন্দের উন্মাদনায় সমস্ত আকাশ আজ চীৎকার ক'রে কাঁপিয়ে তুলি! দেখ চন্দ্রাপীড়,

বিশ বৎসর পর আমরা কোন্ হারামণির সন্ধান পেয়েছি!
(কবচ প্রদান।)

চন্দ্রা—একি! এ যে চক্র চিহ্নিত কবচ…চৈত্র পুরীর রাজবংশধরের নিদর্শন কবচ!

সামন্তগণ—তবে কি…তবে কি মহারাজ সৌবল-নন্দন সত্যই এখনো……

দেবল—জীবিত! জীবিত! ঐ বিন্ধ্যারণ্যে নিশ্চয়ই সে আত্মগোপন ক'রে রয়েছে!

চন্দ্রা—মহামন্ত্রি, সামন্তগণ, তা হ'লে আর কাল বিলম্ব নয়। চলুন, আমরা এই মুহূর্ত্তে বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা করি! কিরাত কন্যাকে না পাই…সে এখনও জীবিত, এ সংবাদ যখন পেয়েছি, সমস্ত বিন্ধ্যারণ্যে অনুসন্ধান ক'রে আমরা তা'কে বা'র ক'রব…ঐ অরণ্যরাজ্যে ব'সে তার অভিষেক করব!

দেবল—তাই চল সামন্তগণ…চৈত্রপুর সম্রাটের জয়ধ্বনি ক'রে চল আমরা বিন্ধ্যারণ্যে অগ্রসর হই।

সকলে—জয় চৈত্রপুর সম্রাটের জয়!—(সুষেণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

ভট্টারকের প্রবেশ।

ভট্টা—যাক্…বাঁচা গেল! চলুন…চলুন মহারাজ, আর এখানে দাঁড়িয়ে কোন ফল নেই!

সুষেণ—ভট্টারক! সত্য বল, তুমি কা'র রক্ত দেখিয়ে সেদিন আমায় প্রতারিত ক'রেছিলে?—

ভট্টা—হাঁ, ও কথা যে আমায় জিজ্ঞেস করবেন—সে আমি বুঝে নিয়েছি, —তা ও সব কথার আর আলোচনা নাই কর্‌লেন।

সুষেণ—যদি মৃত্যুর ভয় থাকে তো সত্য বল!

ভট্টা—তা হ'লে যথা ধর্ম্ম ব'ল্‌ছি মহারাজ! সেই পাঁচ বৎসরের শিশুকে —আমার হাতে তুলে দিয়ে গোপনে হত্যা ক'র্‌তে ব'লে—ছিলেন। নিষ্ফল হলে,—ব'লেছিলেন, আমার শাস্তি মৃত্যু! কিন্তু বিন্ধ্যারণ্যে নিয়ে গিয়ে, যেম্‌নি শিশুর মাথার ওপরে তলোয়ার তুলেছি,—সাম্‌নে দেখি, এক ভীমা-ভৈরবী মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি মনে হ'লে এখনও আমায় হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হ'য়ে যেতে চায়! সেই মূর্ত্তি দেখে আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌লাম!—

সুষেণ—কিন্তু, সেই শিশু? শিশুর কি হ'ল?

ভট্টা—মূর্চ্ছা অন্তে দেখি, ভৈরবী নেই, শিশুও নেই। তাই—তাই, আপনার ক্রোধাগ্নি হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্যে······

সুষেণ—বন্য পশু বধ ক'রে, সেই রক্ত দেখিয়ে আমায় প্রতারিত ক'রেছ!

ভট্টা—আপনি বুঝেছেন মহারাজ,—নিরুপায় হ'য়েই···আমি এ কাজ—

সুষেণ—কিন্তু, এ কথা কেন জানাওনি মূর্খ? জান না তা'কে জীবিত ছেড়ে দিয়ে, কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ অপদার্থ!

ভট্টা—মহারাজ—

সুষেণ—কিন্তু, কিরাত কন্যা? কবচ দান ক'রে কোথায় গেল সেই কিরাত কন্যা?...কেন, ওরা আমার সঙ্গে শত্রুতা-সাধন ক'র্‌তে চায়! অভিষেক উৎসব উপলক্ষে আমার আদেশ অনুসারে যে কিরাত-কন্যাগণ আমার প্রমোদ-গৃহে এসেছে এ কিরাতকন্যা কি তাদেরই কেউ?

ভট্টা—উৎসবে কিরাত-কন্যাগণ আসে নি। শুন্‌তে পাই, এক কিরাত-নায়ক আমাদের ঘোষণকারীকে মেরে ফেলেছে!—

সুষেণ—হত্যা ক'রেছে…হত্যা ক'রেছে ! শুধু আমার [illegible] হত্যা ক'রেই তা'রা নিবৃত্ত হয়নি ; জীবিত সৌবল-পুত্রের।অভিজ্ঞান-কবচ মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে. আমার চরম শত্রুতা সাধন ক'রেছে ! না, না, উদ্ধত কিরাতের এ স্পর্দ্ধা আমি সহ্য ক'র্‌ব না। এখনও পঞ্চশত সৈন্য আমার আজ্ঞাবহ। ভট্টারক, শীঘ্র চল ঐ কিরাত পল্লীর উদ্দেশ্যে ! যে কিরাত-কন্যা ঐ কবচ বহন ক'রে এনেছিল, সে যদি আমার কাছে আত্ম-সমর্পন ক'রে…আমায় সেই সৌবল নন্দনের সন্ধান দেয় তা হ'লে উত্তম—আর যদি তা না করে, তা হ'লে সমস্ত কিরাত পল্লীতে আমরা আগুণ ধরিয়ে দেব'—আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত বিদ্রোহী কিরাতকে সেই অগ্নিকুণ্ডে আমরা আহুতি দান ক'র্‌ব !—

কিরাতকন্যার পুনঃ প্রবেশ।

কি-কন্যা—না না, তা ক'রো না, তা'দের ধ্বংশ ক'রো না !

সুষেণ—একি ! কিরাত কন্যা—

কি-কন্যা—ওরা নির্দ্দোষ, আমিই তোমার কাছে আত্মসমর্পণ ক'র্‌লুম !

সুষেণ—কিন্তু, তাহ'লে সত্য করে বল—কোথায় পেলে সেই কবচ ?

কি-কন্যা—ব'ল্‌লুম যে, বিন্ধ্যারণ্যে একজন আমাকে দিয়েছে।

সুষেণ—তুমি তা'কে চেন ?

কি-কন্যা—চিন্‌ব' না ! সে যে আমায় মা ব'লে ডাকে…… ?

সুষেণ—তাকে আমায় চিনিয়ে দিতে হবে।

কিরাত কন্যা—বেশ তো, এসো আমার সঙ্গে।

সুষেণ—চল। ভট্টারক, সামন্তদের নিয়ে মন্ত্রী দেবল ও চন্দ্রাপীড়

বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা ক'রেছে···আমার আজ্ঞাবাহী সেনাসহ, বায়ুগামী অশ্বে বিন্ধ্যারণ্যে অগ্রসর হও · কিছুতেই তা'রা যেন অরণ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে না পারে,—এসো কিরাত কন্যা।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

মেধস্‌ মুনির আশ্রম সান্নিধ্য।

অষ্টক—বলি, ওহে শাতকর্ণি ভায়া, আর কেন? গুরু দেব ত সুরথ ব্যাধের ওপরে দেবী পূজার ভার দিয়ে দেশত্যাগী হলেন··· এবার আমরাও আশ্রম ত্যাগী হই।

শাতকর্ণি—ঠিক ব'লেছিস্‌ অষ্টক,···গুরুদেবের এ ভারী অবিচার! নইলে আমি বেচারা সেদিন নগরে গিয়ে এক ঈষৎ-উদ্ভিন্ন-যৌবনা নাগরিকাকে দেখে কিঞ্চিৎ চাপল্য প্রকাশ ক'রে ছিলাম—তা'তেই গুরুদেব আমায় রেগে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন···। আমার অপরাধ · আমি অনাচারী। আর এখন···? বলি···ব্যাধের ওপর দেবী পূজার ভার দিয়ে গুরুদেব অনাচার ক'র্লে'ন না?

অষ্টক—ঠিকই তো—আমরা এই সব ব্রাহ্মণ সন্তান থাকতে ব্যাধ ক'রবে দেবীর পূজা ?—

শাতকর্ণি—হ'লই বা যুবতী রমণী দেখে আমাদের একটু চিত্ত-চাঞ্চল্য... কিন্তু তা ব'লে আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান তো ?

অষ্টক—অবিচার...অবিচার—

পুঁথি মুখস্থ করিতে করিতে—জয়দ্বলের প্রবেশ।

জয়দ্বল—"এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পুর্ব্বেনে"......

অষ্টক—ও কি হ'চ্ছে জয়দ্বল ?

জয়দ্বল—যা—যা-দিক্ করিস্‌নে—মন্ত্র মুখস্থ করতে দে "এহি প্রেত"...

অষ্টক—ওটা কিসের মন্ত্র ?

জয়দ্বল—প্রেত আবাহন মন্ত্র। "এহি প্রেত সৌম্য"—

শাতকর্ণি—ওতে কি হবে ?

জয়দ্বল—এটা প'ড়লে প্রেত আসবে—তারপর তোমাদের মত গোমুখ্খুর ঘাড় মট্‌কাবে—আর কি হবে ?

সকলে—হাঃ হাঃ হাঃ—

জয়দ্বল—ও...বিশ্বাস হ'চ্ছে না! বটে! আচ্ছা, দেখ্‌বি তবে মন্ত্রের জোর? বোস্ বোস্—পশ্চিম মুখো হয়ে বোস্ সবাই! বসেছিস্? এইবার নৈঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত রেখা টানিয়া—টেনেছিস্ ?...রেখা টানিয়া বায়ু কোণের সঙ্গে সংযুক্ত কর—। কেমন, গাটা এখন একটু ছম্ ছম্ ক'চ্ছে না ? আসবে...আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রেত বাপ্ বাপ্ বলে এখুনি নেমে আসবে...দেখ্ না! এইবার এই ত্রিভুজের ওপর তো'রা কুশ গুচ্ছ বিস্তৃত ক'রে দে, আমি মন্ত্র পাঠ

ক'চ্ছি। "এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বেনেভ্যং"...

একজন শিষ্য কুশ গুচ্ছ আনিতেছিল...এই সময় ভট্টারক আসিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেই—সে সভয়ে পলাইল—অন্যান্য শিষ্যেরও তথা করণ—। ভট্টারক এইবার জয়দ্বলের সম্মুখে আসিল।

ভট্টা—ওহে, ঠাকুরকে সংবাদ দাও—আমি এসেছি!

জয়দ্বল—(সভয়ে) আজ্ঞে, সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি; কিন্তু কেন এলেন দয়াময়? আমি তো সত্যি সত্যিই ডাকিনি—একটু পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছিলাম মাত্র।

ভট্টা—তুমি কি ব'ল্‌ছ! আমাদের তো কেউ ডাকেনি! আমরা নিজের প্রয়োজনে এসেছি।

জয়দ্বল—আপনি ছলনা কচ্ছে'ন দয়াময়,—এই কুশ পুত্তলিকা ভেঙ্গে ফেল্‌ছি, এবার বিদায় হোন্ তা হ'লে...

ভট্টা—তা'র মানে! বলি—ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না তুমি?

জয়দ্বল—আজ্ঞে, গুরুত্বটা আগে বুঝি নি...তাই আপনাকে মন্ত্র পড়ে ডেকেছিলাম। এখন জল-জ্যান্ত আপনাকে সাম্‌নে দেখে গুরুত্বটা হাড়ে হাড়েই বুঝ্‌ছি! দোহাই বাবা,—আমার ঘাড় মট্‌কিও না বাবা—আমি ছেলেমানুষ নাবালিকে—তোমার বিধবা কন্যা বাবা, পায়ে পড়লাম, আমায় ছেড়ে দাও এইবারটি।

ভট্টা—মহারাজের সঙ্গে এসে এ তো আচ্ছা বিপদে পড়লাম। বনের মধ্যে পথ হারিয়ে এ আবার কার খপ্পরে পড়লাম! বলি ওহে, এটা তো মেধস মুনির আশ্রম?

জয়দ্বল—আজ্ঞে না—আপনি ভুল ক'রেছেন,—আশ্রম নয়, এটা—দস্তুর মত গোশালা—

ভট্টা—গোশালা! পাগল নাকি! দেখ্‌তে হ'ল—(ভিতরে চলিয়া গেল।)

জয়দ্বল—তবু বিদায় হ'ল না! গোশালার নাম শুনে ও শালা যেন আরো বেশী ক'রে পেয়ে বসল! নিশ্চয় গো-ভূত হ'বে তা হ'লে! ও ওর বাছুর-ভূতকে হারিয়েছে...তাই বোধ হয় তাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে! কিন্তু, গো-ভূত হ'লে শিঙ গেল' কোথায়? আর ন্যাজই বা কোথায়? ওই যে ন্যাজ নাড়ছে তো? ইস্—একটা নয়···দুটা নয়—পাঁচ সাতটা ন্যাজ! না, না ন্যাজ নয়...তলোয়ার হাতে সেপাই—ও বাবা!—

সৈনিকের প্রবেশ।

১ম-সৈনিক—ওহে চৈত্রপুর রাজসুহৃদ্ ভট্টারক···যিনি তোমার সঙ্গে এইমাত্র কথা কইছিলেন...কোথায় গেলেন তিনি?—

জয়দ্বল—তিনি...তিনি চৈত্রপুর রাজসুহৃদ ভট্টারক! তবে আমি যা ভেবেছি তিনি তা নন্?—

১ম-সৈনিক—কি নন্?

জয়দ্বল—বল্‌ছি কি—তিনি কি জীবিত?

১ম-সৈনিক—জীবিত নন্! কী সর্ব্বনাশ...কে তাঁ'কে বধ ক'র্‌ল!

সকলে—গুপ্তহত্যা···গুপ্তহত্যা...একে বধ কর...বধ কর···

জয়দ্বল—বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি ..আমি তাঁ'কে বধ করিনি...বধ করিনি......

ভট্টা—থাম...থাম...(প্রবেশ করিল)

সকলে—এই যে প্রভু এসেছেন......

ভট্টারক—চল...মহারাজের সন্ধান পেয়েছি,—তিনি কিরাত-কন্যার সঙ্গে ঐ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন!

জয়দ্বল—দাঁড়াও প্রভু,—আমার একটা প্রশ্ন আছে!

ভট্টা—কি ?—

জয়দ্বল—ব'ল্‌ছিলাম যে·· আমি প্রেত আবাহন মন্ত্র প'ড়্‌ছিলাম···এমন সময় আপনি উদয় হলেন...তাই জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছি যে...আপনি জ্যান্ত মানুষ হয়ে এলেন কি ক'রে? আর এরাই বা আপনার পেছু পেছু কেন এলেন! শাস্ত্রে লেখা মন্তর···এ কে উপেক্ষা করাটা কি ভাল হ'ল!—দু'দিন সবুর ক'রে কি মরে আসা যেত না...তা হলে তো প্রেত আবাহন মন্ত্রের এ অপমানটা হ'ত না—!

সকলে—খবর্দ্দার—!

ভট্টা—আর ওর সঙ্গে কথা কয়ে কাজ নেই! ওটা একেবারে গেছো-দিগ্‌গজ...(প্রস্থান।)

জয়দ্বল—গেছো-দিগ্‌গজ নই মশাই! এইবারে ঠিক্ বুঝেছি; মন্ত্রটা আমার ভাল ক'রে মুখস্থ হয়নি কিনা,—তাই আপনারা মরবার দু'চার দিন আগেই এপথে পা বাড়িয়েছেন। যদি সত্যি সত্যি মুখস্ত ব'ল্‌তে পার্‌তাম—তা হ'লে, একেবারে মরেই সোজা আস্‌তেন—[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

মেধস আশ্রম

অদূরে পম্পা সরোবর তীরে—ভবানী মন্দিরের কিয়দংশ
দেখা যাইতেছে।

মন্দিরের মধ্যে দেবীমূর্ত্তি

ঋষি কুমারীগণের আরতি নৃত্য

পরমা প্রকৃতি দুর্গে শিবে,
গৌরী নারায়ণী লহ প্রণতি।
লহ মা আনন্দে নৃত্যের ছন্দে
উদার বন্দনা সন্ধ্যা আরতি।
ঝরণা ধারায় নদী সিন্ধু-তরঙ্গে
মৃদঙ্গ বাজে নিতি মধুর বিভঙ্গে।
অসীম অম্বর মন্দির-তলে
জ্বলে রবি চন্দ্রে আরতি দীপ-জ্যোতিঃ॥
প্রসীদ শরণাগত দীন-তারিণী,
চির মঙ্গলময়ী দুর্গতিহারিণী,
জয় মহাকালী, জয় মহালক্ষ্মী,
জয় চণ্ডিকে মহাসরস্বতী॥

[সকলের প্রস্থান]

অপর দিক হইতে মিত্রবিন্দ্যা ও সহচরী বিপাশার প্রবেশ।

মিত্রবিন্দ্যা—বিপাশা!

বিপাশা—রাজকন্যা!

মিত্র—এ আমরা কোথায় এসেছি বিপাশা?

বিপাশা—বোধ হয় কোন ঋষির আশ্রমে; সম্মুখে দেবীর দেউল।

মিত্র—মন্দিরে ভবানী মূর্ত্তি?

বিপাশা—হ্যাঁ, রাজকন্যা……

মিত্র—পম্পার ওপারে সেই বনদেবী ব'লেছিলেন, আজ দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষে ভবানীপূজা ক'রলে, মনস্কামনা সিদ্ধ হয়…না বিপাশা?—

বিপাশা—তাই ব'লেছিলেন। কিন্তু তিনি বনদেবী নন্ রাজকন্যা, এক কিরাত কন্যা!

মিত্র—কিরাত কন্যাও বনদেবী হয় বিপাশা; পুরাণে শুনেছি, বাঘ ছাল্ পরা—শ্মশানচারী শঙ্করের ভাল লাগ্‌তো ব'লেই গিরিরাজ নন্দিনী পার্ব্বতী রত্নকণ্ঠি পরিত্যাগ করে' মনের সুখে সাজ্‌তেন কিরাতিণীর বাঘ ডম্বুরী শাড়ি আর পাখীর পালক দিয়ে—

অগ্নিবর্ণের প্রবেশ।

অগ্নিবর্ণ—মা! আপনি স্বপ্নে দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে পম্পাতীরের কুমারী তীর্থে স্নান ক'রতে এসেছিলেন! স্নান তো হ'ল মা! এইবার আপনার দেবী প্রণাম করা হ'লে আমরা রাজধানীতে যাত্রা করি!

মিত্র—কিন্তু, আমি যে মানস ক'রেছি সেনাপতি। আজ দেবী পক্ষে দেবীর পূজা ক'রব!

অগ্নিবর্ণ—লগ্নের তো এখনও অনেক বিলম্ব মা! তা ছাড়া এ মন্দির এখন আর আমাদের কর্ণাট রাজ্যের সীমার মধ্যে নেই মা। এ স্থান বিদ্রোহী চৈত্রপুরীর অন্তর্গত!

মিত্র—দেবী মন্দিরের সীমা নির্ণয় ক'রছ সেনাপতি?

অগ্নিবর্ণ—কিন্তু স্বার্থপর মানুষ যে নিজেদের স্বার্থের দৃষ্টি দিয়েই সব কিছু বিচার করে মা!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী—সেনাপতি! বোধ হ'চ্ছে, এই বন-সন্নিকটে কা'দের যেন গুপ্ত সেনা সন্নিবেশ হ'চ্ছে!

অগ্নিবর্ণ—গুপ্ত সেনা! মা, আপনি অন্ততঃ ঐ সরোবর তীরের ছাউনিতে চলুন। এখানে অপেক্ষা ক'রবেন না! তারপর যদি সম্ভব হয়, দেবীপক্ষের শুভলগ্ন উপস্থিত হ'লে—এখানে এসে মায়ের পূজা দেবেন। চৈত্রপুরী আমাদের শত্রুর রাজত্ব মা!

মিত্র—বেশ, তবে চল সেনাপতি······(সকলের প্রস্থান।)

অপর দিক হইতে সমাধি ও তাহার পত্নী যমুনার প্রবেশ।

যমুনা—বলি, ব্যাপারখানা কি? শেষে কি সত্য সত্যই সংসার ত্যাগ ক'রবে নাকি?

সমাধি—আমি সংসার ত্যাগ ক'রতে চাইলেও সংসার আমায় ত্যাগ করে কই! তোমরা মায়ে পুতে কেন যে অমন মার মুখো হ'য়ে এখানে ছুটে এসেছো, সেকি আমি জানিনা!

যমুনা—জানবে আবার কি? এসেছি তোমার নাকে দড়ি দিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে!

সমাধি—আমায় ফিরিয়ে নিয়ে কি হবে? তোমরা তো আমার জন্যে আমায় চাও না, চাও আমার টাকা, টাকা, শুধু টাকার জন্যে! কিন্তু সত্যি ব'লছি, এক কাণাকড়িও আমার ট্যাঁকে নেই।

যমুনা—তোমার ট্যাঁকে যে নেই, সে তো জানাই আছে। আমরা খেতে পাই না শুনে সুরথ ব্যাধ দয়া ক'রে, তা'র হাত থেকে তোমায় সোনার কবচ খুলে দিলে, সে কবচ দিলে না—এমনি হতচ্ছাড়া তুমি—

সমাধি—কেন দেব? একদিক থেকে ছেলে এক হাত ধ'রে টেনে বলে, "আমায় দাও"···আর এক দিক থেকে ছেলের মা আর এক হাত ধরে বলে "আমায় দাও"। তাই তো আমার মাথায় রাগ চ'ড়ে গেল। ভাবলুম···দূর ছাই,—সোনা-দানাই যত অনর্থের মূল! তাই, কবচ তোকেও দিলুম না, তো'র ছেলেকেও দিলুম না—স'পে দিলুম সে কবচ, মা ভবানীর পায়। ওঃ—দু'জনে মিলে ফুল পাতা সরিয়ে সেকি তন্ন তন্ন খোঁজা? ওরে গোমুখ্যু বৌ, মাকে উচ্ছুগ্যো করা জিনিষ বুঝি আবার ফিরে পাওয়া যায়! খেলি কেমন কঁচু···অ্যাঁ? হাঃ···হাঃ···হাঃ···

যমুনা—রাখ, তোমার হাসি দেখে গা জ্ব'লে যায়। মা দুর্গা ধেই ধেই ক'রে নেমে এসেছেন আর কি তোমার দান গ্রহণ ক'রতে!

তুমি সেই ব্যাধের মেয়েটাকে দিয়েছ কবচ! একবার বাড়ী চল, তারপর বুঝবে মজা!

সমাধি—ইস্, সে পোড়া সংসারে আমি আর ফিরলে তো। প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, এই আশ্রমেই থাকব'।

যমুনা—আশ্রমে থাকবে! আমরা খাব কি?

সমাধি—সে আমি কি জানি? ছেলে বউ দিয়েছেন মা…তিনিই তোদের দেখ'বেন!

মুক্তি ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

মুক্তি—মা, মা, শিগ্‌গীর এস, টাকা, টাকা, অনেক টাকা—এই দেখ…

যমুনা—একি রে মুক্তি, কোথায় পেলি?

মুক্তি—ওই সরোবরের তীরে, এক রাজকন্যা আমাদের দুঃখের কথা শুনে দিয়েছে। আমি নিয়েছি, এবার তোমাকেও দেবে—শিগ্‌গির চল—খুব কান্নাকাটি ক'র মা, তাহ'লে অনেক দেবে!

সমাধি—কেমন গিন্নী, দেখলে—মায়ের...ভার মা নেন কি না? মা আমার রাজকন্যা সেজে এসেছেন।

যমুনা—থাক্ হয়েছে! ছেলেটা তবু বুদ্ধি ক'রে কিছু আয়ের সংস্থান ক'রেছে...আর উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের বড়াই কর্চ্ছেন। চল বাবা, আমরা দান নিয়ে আসি। ওরা দুই ব্যাধ আর বৈশ্য মিলে—দেবীকে ওদের পবিত্র হাতের ছোঁয়া পূজো দিক্, দেবী তা'তে তৃপ্তা হয়ে ওদের উদ্ধার করবেন।—

[উভয়ের প্রস্থান]

সমাধি—সুরথ বনচারী ব্যাধ, আর আমি সংসার তাড়িত বৈশ্য। আমাদের হাতের জল যদি অশুচি হয়, আমাদের চোখের

জল তো অশুচি নয় মা। সেই জলেই যে নিত্য তোকে স্নান করাই ভবানী! [প্রস্থান]

সুষেণ ও কিরাত কন্যার প্রবেশ।

সুষেণ—ওই···ওই খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তি?

কিরাতকন্যা—হ্যাঁ···আমার আধ্-খ্যাপা ছেলে ও...নিজের হাতে কবচ আমার পায়ে রেখে দিয়ে ব'ললে—"মা, এ কবচ তোকেই দিলুম।" ওকি! তুমি অমন বাঘের মত হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছ' কেন! ওকি, তলোয়ারে হাত দিচ্ছ' কেন! ওমা, ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ছে! আমি পালাই—পালাই······ [ছুটিয়া প্রস্থান।]

সুষেণ—কিরাতকন্যা! কিরাতকন্যা! কোথায় ছুটে গেল? ওর মনে কি দুষ্ট অভিসন্ধি আছে! ও কি চায়, এই সংবাদ চন্দ্রাপীড় ও দেবলের কাছে বলে,—কিন্তু তার পুর্ব্বে...এই যে পুষ্পপাত্র হস্তে এই দিকেই আস্ছে!

(মন্দির পশ্চাতে আত্মগোপন করিল।)

সমাধির প্রবেশ।

সমাধি—মজা মন্দ নয়! মায়ের ওপর ভরসা করলে আর পরিশ্রম ক'রে ফুল পর্য্যন্ত তুল্তে হয় না······মা নিজেই জুগিয়ে দেন! আমার হাতে এই ফুলের থালা দিয়ে ওরা বল্লে,—"রাজকন্যা, মাকে এই ফুল পাঠিয়েছে।" অনেক সুন্দর ফুল, এ দিয়ে দেবীপক্ষে আজ চমৎকার পূজা হবে মা'র···সুরথ ..সুরথ!

সোপানে উঠিতেছিল—পিছন হইতে সুষেণ তাহার শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি তুলিল। সুরথ পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছিল, পিছন হইতে হাত ধরিল।—

সুষেণ—কে ?

সুরথ—সুরথ আমার নাম ; বনচারী ব্যাধ—

সুষেণ—বর্ব্বর নিষাদ !

সুরথ—বর্ব্বর নিষাদ ! সত্য বটে—
নিষাদ অসভ্য জাতি, নিতান্ত বর্ব্বর !
বর্ব্বর বলিয়া তাই
মানব সমাজ হ'তে, সসম্মানে দূরে সরে থাকি।
বন্য পশু সহ বাস, বন্য পশু সহ মোর,
দন্তে দন্তে, নখরে নখরে
মল্ল-যুদ্ধ প্রমোদ-কৌতুক !
বর্ব্বর নিষাদ শুধু খোঁজে জানোয়ার,
পশুরে দানিতে শাস্তি জনম আমার—
মানুষেরে কিছু নাহি বলি !—

[সুষেণ অস্ত্র কুড়াইয়া লইল।]

সম্মুখে বিগ্রহরূপা ভবানী জননী...
দেবীপক্ষ লগ্ন সমাসীন।
হও পশু কিম্বা হও পশুর অধম—
এ সময়ে কেশস্পর্শ করিব না তব !
ফিরে যাও, মাতৃভক্ত সমাধির প্রতি এই
অহেতুক আক্রোশ ত্যজিয়া।

পুনঃ যদি চাহ আক্রমিতে…এই মত
লৌহ বাহু পাশে তবে করিয়া বেষ্টন—
ভয় নাই, প্রাণে মারিব না তোমা,
শুধু মাত্র বিষদন্ত উপাড়িয়া লব।

[সুরথের সবলবাহু বেষ্টন হইতে সদ্য-মুক্ত সুষেণ কাঁপিতে লাগিল। এই সময় সুরথকে পশ্চাৎ হইতে সৈন্যগণ আক্রমণ করিল।]

একি! গুপ্ত আততায়ী!
সমাধি—সমাধি, শীঘ্র যাও কর পলায়ন—
তুমি যাও…যাও ত্বরা থেক না হেথায়……

সমাধি—কেমন ক'রে যাবো তোমায় একা ফেলে!

সুরথ—ফিরে যাও…ফিরে যাও…রক্ষ নিজ প্রাণ—

সমাধি—কে আছ',—দস্যুর হাত হ'তে আমাদের রক্ষা কর—[প্রস্থান।]

সহসা সুরথ আহত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

সুষেণ—ধর, ধর, পালিয়ে গেল…বন্দী কর…বন্দী কর—

(সুরথকে ফেলিয়া তাহারা সমাধিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।)

সুরথ—ওঃ—পারলাম না, সমাধিকে রক্ষা ক'রতে পারলাম না, একা,… একা আমি, ওরা অসংখ্য…ওঃ…ভবানী…ভবানী, জল, জল!

মিত্রবিন্দা, বিপাশা ও অগ্নিবর্ণের প্রবেশ।

মিত্রবিন্দা—ঐ, ঐ, জল জল ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রছে!—বিপাশা! বিপাশা!—

বিপাশা—একি! রক্তাক্ত…আহত…এক নিষাদ!

মিত্র—নিষাদ ..নয়! বনদেবতা, বনদেবতা! ওগো, জাগো, জল গ্রহণ করো……কথা বলে না কেন বিপাশা?

অগ্নিবর্ণ—নিষাদ মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে মা!

মিত্রবিন্দ্যা—সেনাপতি ওকে তুলে নিয়ে চল!

অগ্নিবর্ণ—কোথায়?

মিত্রবিন্দ্যা—কর্ণাটে…আমার প্রাসাদে……

অগ্নিবর্ণ—কিন্তু, এক অজ্ঞাত কুল শীল নিষাদকে আপনার প্রাসাদে?

মিত্রবিন্দ্যা—চুপ্! আহতের জাতি নাই।

অগ্নিবর্ণ—কিন্তু সম্রাট যখন শুনবেন, এই শত্রুর রাজ্যের এক প্রজাকে আপনি সঙ্গে ক'রে .....

মিত্রবিন্দ্যা—আমার অনুরোধ, এ সংবাদ তুমি কর্ণাটে দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর ক'র্‌বে না! এমন কি আমার পিতারও না…! আর, আর এই বনপথে যদি কেউ আমাদের দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে,—সত্য পরিচয় গোপন রাখ্‌বে সেনাপতি! ব'ল্‌বে…ব'ল্‌বে আমি কর্ণাটের শ্রেষ্ঠী-কন্যা—

অগ্নিবর্ণ—বেশ, তাই হবে মা! চলুন……

[সুরথকে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

সুষেণ প্রভৃতির সমাধিকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

সুষেণ—কই, সেতো এখানে নেই! তুমি…তুমি সত্য বল সমাধি, এ কবচ ঐ সুরথ তোমাকে দিয়েছিল!

সমাধি—হঁা! আমার স্ত্রী, পুত্র টাকা চায়,—তাই সুরথ আমাকে হাত থেকে কবচ খুলে দিয়েছিল!

সুষেণ—তোমার কথা সত্য বলেই বোধ হয়; অমন অমানুষী শক্তি সৌবল পুত্রেরই সম্ভব! তোমরা শীঘ্র সন্ধান কর; আহত

অবস্থায় সে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি, হয় তো নিকটেই কোথাও মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে!

সমাধি—হুঁ; ধ'র্‌তে চাইলেই ধ'র্‌তে পার্‌বে কি না! মায়ের ছেলেকে মা-ই রক্ষা ক'র্‌বেন! হাঃ হাঃ হাঃ-আজ দেবীপক্ষে মা আমার জাগ্রতা যে!

সুষেণ—কে জাগ্রতা! ঐ ভবানী মূর্ত্তি!

সমাধি—হ্যাঁ...যা চাইবে মায়ের কাছে, ঠিক্ আজ তাই মিল্‌বে!

সুষেণ—উত্তম! ভট্টারক,—তোমরা যাও; চন্দ্রাপীড়, দেবল, রাজমুকুট নিয়ে হয় তো এতক্ষণ অরণ্যে প্রবেশ ক'রেছে...তা'রা মন্দির সন্নিকটে যেন আস্‌তে না পারে,—আমার সৈন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত হও, তা'দের বাধা দান কর—! তা'রা আসবার পূর্ব্বে যে ক'রে হোক্—ঐ সুরথকে বন্দী কর...বন্দী কর।

ভট্টা—যথা আজ্ঞা— [সকলের প্রস্থান।]

সুষেণ—আমিও যাই, দেখব' কেমন আজ দেবীপক্ষের জাগ্রতা ভবানী!......

সমাধি—তুমি দেবী পূজো করবে...ঐ তলোয়ার নিয়ে?

সুষেণ—হ্যাঁ সমাধি! তোমরা কেঁদে কেটে আজও তাঁ'কে তৃপ্তা ক'র্‌তে পার নি। আমি দেখব' আজ বীরের পুষ্পার্ঘ্যে—তিনি পরিতৃপ্তা হন কিনা?

সমাধি—বেশ তো, মা আমার জগজ্জননী। তুমিও যখন তাঁ'রি সন্তান, তখন তোমারও ডাক্ তিনি নিশ্চয়ই শুন্‌বেন। তবে দেখিস্ মা,-সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধরিস্ তুই,—অস্ত্রের ঝন্ ঝনায় জেগে উঠে আবার যেন বিশ্বের অমঙ্গল ডেকে আনিস্ নে!—[প্রস্থান।]

সুষেণ মন্দিরে উঠিতেছিল, এমন সময়ে মায়া আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল।

মায়া—তুমি কোথায় যাচ্ছ'— ?

সুষেণ—ঐ মন্দিরে...দেবীর অর্চ্চনা ক'র্‌তে।

মায়া—দেবীর অর্চ্চনা ক'র্‌তে !

সুষেণ—শুন্‌লাম, আজ দেবীপক্ষে দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় !

মায়া—কিন্তু,—তোমার মনস্কামনা তো চৈত্রপুর-রাজ্য অপহরণ ?

সুষেণ—রমণী ! তুমি আমার অন্তরের অভিলাষ কি ক'রে জান্‌লে ?

মায়া—যে ক'রেই জানি...তুমি তো চৈত্রপুরের রাজমুকুটই প্রার্থনা ক'র্‌তে এসেছ' !

সুষেণ সম্মতি জানাইল।

মায়া—কিন্তু, তাকিয়ে দেখ' ওই শ্রীদুর্গা মূর্ত্তির পানে,—দশ-করে দশ অস্ত্র তোমার পানে তাকিয়ে যেন ঝল্‌মল্ করে উঠেছে ! ঐ শক্তি...ও তো পর-রাজ্য অপহরণ ক'র্‌তে সাহায্য করে না সুষেণ ! ওকে জাগালে, ও যে তোমার ধ্বংশ সাধন ক'র্‌বে। দেখ্‌ছ না, বিগ্রহের চোখে ঐ আগুনের শিখা !

সুষেণ—সত্যাই তো !

মৃত্যুরূপা সর্ব্বনাশী করালী ভৈরবী,
অট্টহাসি হাসে ওকি চাহি মোর পানে !
করধৃত তীক্ষ্ণধার দশ প্রহরণ,
যেন মনে হয়,

আমারি ধ্বংশের লাগি' বিচ্ছুরিছে বিজলীর ছটা !
একি ভ্রান্তি ! একি মোহ মোর !
এই রাক্ষসীরে আমি জাগাতে এসেছি ?

মায়া—কি কাজ জাগায়ে ত'ারে ?
বল বীর, রাজ্য চাহ ?
এস, আমি তোমা রাজত্ব দানিব ।

সুষেণ—তুমি !

মায়া—প্রত্যয় হয় না বুঝি ?
একবার ভাল করি' চাহ মোর পানে,
দেখ চেয়ে এই বর-তনু—
ভুবন-বিজয়ী শক্তি নাহি কি ইহাতে ?

সুষেণ—সুন্দরী !

মায়া—চন্দ্রালোক ফুল্ল এই মাধবী নিশীথে,
বিকচ কুসুম গন্ধে উত্তাল্ত এ দক্ষিণ সমীরে,
বেণী-বন্ধ হ'তে শুধু একটী কোরক যদি দিই উপহার,
তুচ্ছ নর, ত্রিংশকোটি দেবসহ···দেবেন্দ্র বাসব—
বাণ-বিদ্ধ পাখী সম লুটাবে না চরণে আমার ?

সুষেণ—দাঁড়াও...দাঁড়াও বালা,
ফিরায়ো না গ্রীবা মনোহর !
কি আশ্চর্য্য ! অন্ধ আমি,
এতক্ষণ হেরি নাই এই চারু ছবি !
রূপ-জ্যোৎস্না-মাতোয়ারা,
নৃত্য-মগ্ন ঐ দুটী খঞ্জন-নয়ন

তদুপরি বঙ্কিম ভ্রু-যুগ যেন কামের কার্ম্মুক !
পীনোন্নত বক্ষ আর সঘন-জঘন,
ওষ্ঠ পুটে কিংশুকের রাগ রক্ত ছটা !
ভুবন মোহিনী বালা,—
তুমি কি সে তিলোত্তমা ত্রিদিব বন্দিতা ?
অথবা উর্ব্বশী সেই সু-চির যৌবনা ?···

মায়া—আমি মায়া, বিশ্ব-বিজয়িনী···

সুষেণ—মায়া !

মায়া—ইচ্ছামাত্রে শুধু—
দীনেরে সম্রাট করি, সম্রাটে ভিখারী,
অমৃতেরে করি আমি তীব্র হলাহল,
হলাহলে পুনর্ব্বার অমৃত নির্ঝর !
সেই মায়া কামরূপা কুহকের রাণী
আজি হ'তে সহায় তোমার।
দুর্গাপূজা অভিলাষ দেহ বিসর্জ্জন ;
আমারি সাহায্যে তব পূর্ণ হ'বে সর্ব্ব অভিলাষ।—

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

নেপথ্যে—জয় চৈত্রপুর সম্রাটের জয়···

সুষেণ—একি···জয়ধ্বনি !
পঞ্চশত সেনা মোর বিদলিত করি'
রাজভক্ত প্রজাগণ আসে বুঝি চন্দ্রাপীড় দেবলের সনে
সৌবল নন্দনে তা'রা দিতে চায় রাজ সিংহাসন ;
মম করে লৌহের শৃঙ্খল !

একাকী—বান্ধব হারা…কি উপায় করি!
আত্মরক্ষা করিব কেমনে!—
দুর্ব্বার অরাতি অই উপনীত আশ্রম নিকটে!

মায়া—ভয় কি সুষেণ, স্বপক্ষে তোমার এই মায়া স্বরূপিনী।
আমারে বিশ্বাস করো, কার্য্যসিদ্ধ করিব তোমার!

সুষেণ—বাড়াও মৃণাল বাহু অয়ি বিশ্বরমে,
অকূল সাগর মাঝে—
সম্পূর্ণ বিশ্বাস তোমা' করিনু মোহিনী!
সমস্ত চৈতন্য মোর মোহাচ্ছন্ন পরশে তোমার!

নেপথ্যে—(পুনঃ জয়ধ্বনি)
অই…অই তা'রা অতি সন্নিকট!
হে মোহিনী,—মায়া বলে
বিভ্রান্ত করহ তুমি চন্দ্রাপীড়ে, সচীব দেবলে।
শৃঙ্খল পরা'তে এসে মায়ামুগ্ধ যত পৌরজন
শৃঙ্খল ত্যজিয়া যেন,
চৈত্রপুরী রাজার মুকুট
মমহস্তে করে সমর্পণ!

মায়া—আমার সঙ্গিনীগণ, অই আসে
মায়ার সঙ্গীত তানে মোহিতে সবারে!
এস' অন্তরালে বীর,
মায়ার শকতি মোর এখনি দেখিবে।—[উভয়ের প্রস্থা

[নেপথ্য হইতে মায়া-কন্যাগণের স্তিমিত গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিল।… সেই সুরের দুর্ণিবার আকর্ষণে মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় সচীব দেবল স্খলিত চরণে অগ্রসর হইলেন।]

দেবল—কে! কে তোমরা কুহকিনী,
আকর্ষণ করিছ আমারে!
কিবা প্রয়োজন মোরে?
কী…কী চাহ, রাজার মুকুট?
না, না, দিব না, দিব না কভু;
এ মুকুট সৌবল পুত্রের।
একি হ'ল! একি তন্দ্রা, একি মোহ
অবশ শিথিল দেহ
হ'তে চায় ধরণী লুণ্ঠিত!
না, না, প্রাণ যায়, যাক্ প্রাণ
তবু আমি ছাড়িব না,
সৌবলের পুত্রের এই সুবর্ণ মুকুট!

(তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।)

মায়া কন্যাগণের প্রবেশ—

গীত

আয় ঘুম আয়!
সাপিনীর দংশনে যেমন অবশ তনু
তেমনি ঢলিয়া পড় মায়া-নিদ্রায়॥
সংসার অহিফেন বিষ পিয়ে হায়
যেমন অচেতন জীব অসাড়ে ঘুমায়—
যেমন পাতাল তলে ঘুমায় দৈত্যদলে
তেমনি ঘুমাও জড় পাষাণের প্রায়॥

[প্রস্থান।]

[অপর দিক হইতে সুষেণের প্রবেশ।]

সুষেণ—দেবল,

দেব—[তন্দ্রাঘোরে] কে! সু-ষে-ণ ?

সুষেণ—সুষেণ নহিক আমি,
মোহাচ্ছন্ন হে সচীব,
ভাল করি' চাহ মোর পানে!
বল দেখি, কেবা আমি ?

দেবল—তুমি···তুমি···সু···সু···সু···

সুষেণ—সুরথ!

দেবল—সুরথ!

সুষেণ—সুরথ! সুরথ আমার নাম···
মহারাজ সৌবল নন্দন;
হ্যাঁ-হ্যাঁ, চক্ষু মেলি' চাহ পুনর্ব্বার!
বনচারী সৌবল নন্দন আমি,
রাজবংশধর চিহ্ন দেখ' সর্ব্ব দেহে!

দেবল—রাজবংশধর···সুরথ!
হৃতরাজ্য বনচারী···সম্রাট সুরথ!

সুষেণ—মন্ত্রীবর,
সেনাদলে দেখিলাম বিদ্রোহ সূচনা!
শীঘ্র দাও মম করে রাজার মুকুট!
রাজারূপে নেহারি' আমারে······
শান্ত হ'বে সেনাগণ···হ'বে উল্লসিত!

দেবল—সত্য ! সত্য !—তাই ভাল,
　　এই নাও রাজা, এই তব পিতার মুকুট !
　　শান্ত কর মতি-ভ্রষ্ট অশান্ত বাহিনী !
　　তোমারে অর্পিয়া ইহা, হে সম্রাট,
　　মুক্ত হ'ল, মুক্ত হ'ল দাসানুদাস !—(চরণে প্রণাম)
　　　　[সুষেণের মুকুটাদি লইয়া ছুটিয়া প্রস্থান]

চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ।

চন্দ্রা—মহামন্ত্রী, মহামন্ত্রী,
　　অকস্মাৎ সেনাদলে দারুণ বিদ্রোহ !
　　কহে তা'রা, সুষেণে করিবে দান...
　　একি হে সচীব !
　　কোথা গেল রাজার মুকুট !
　　কোথা সেই রাজ চিহ্ন চয় !

দেবল—কেন ?
　　অর্পিয়াছি মহারাজ সৌবল-নন্দনে !

চন্দ্রাপীড়—মহারাজ সৌবল নন্দন !
　　কোথায় লভিলে তা'রে ?
　　স্বপ্নাচ্ছন্ন তুমি মন্ত্রীবর !

দেবল—স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! না, না,—

নেপথ্যে—"জয়...মহারাজ সুষেণের জয়।"

চন্দ্রাপীড়—মহারাজ সুষেণের জয় !—
　　কি আশ্চর্য্য হে সচীব,—

সেনাদল বিশ্বাস ঘাতক—
পৌরজন ভাঙ্গিল বিশ্বাস !

দেবল—বিশ্বাস ঘাতক সেনা···বিশ্বাস ঘাতক প্রজা !
আর······আরও এক বিশ্বাস ঘাতক—
চন্দ্রাপীড়,—কি শাস্তি লভিবে সে বিশ্বাস ঘাতক ?—

চন্দ্রাপীড়—মহামন্ত্রী !

দেবল—শত্রু আসে, শীঘ্র বল.. কোন্ শাস্তি তা'র ?

চন্দ্রাপীড়—মৃত্যুদণ্ড......মৃত্যুদণ্ড—

দেবল—মৃত্যুদণ্ড !

নেপথ্যে—জয়...মহারাজ সুষেণের জয় ।

চন্দ্রাপীড়—ঐ···ঐ আসে দুর্ব্বার অরাতি !
কি আশ্চর্য্য মন্ত্রীবর,
রাজার মুকুট হেরি সুষেণের শিরে ?
তা'রে হেরি' উল্লসিত মম সেনাগণ ।

দেবল—শীঘ্র যাও চন্দ্রাপীড়,—অবিলম্বে ছুটে যাও কর্ণাটের পানে··
বলিও কর্ণাট রাজে...
সুরথ...সৌবল পুত্র জীবিত এখনো ;
সুষেণের ষড়যন্ত্রে হৃতরাজ্য মাঝে
পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিতে তা'রে। যাও—শীঘ্র যাও......

চন্দ্রাপীড়—তুমি !

দেবল—বিশ্বাস ঘাতকে এক পেয়েছি কবলে,
আমি তা'রে শাস্তি দিয়ে আসিব পশ্চাতে ।
যাও...যাও······ [চন্দ্রাপীড়ের প্রস্থান ।]

স্বসৈন্যে সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ—কে পালায়! বন্দী কর······বন্দী কর—

দেবল—সাবধান!

সুষেণ—একি...মন্ত্রীবর!···হাঃ হাঃ হাঃ!

স্বহস্তে দিয়েছ' মোরে চৈত্রপুরী রাজার মুকুট;
পুনরায় অবিশ্বাসী, রাজদ্রোহী সম—

দেবল—রাজদ্রোহী নহি আমি, নহি অবিশ্বাসী!—

এসেছি দেখাতে তোমা' রাজভক্তি নিদর্শন আজ।
যে যুগল বাহু মম চৈত্রপুরী রাজছত্র ধরেছিল
মহারাজ সৌবলের শিরে,—
দীর্ঘকাল যেই বাহু নিযুক্ত রেখেছি আমি
পুণ্যশ্লোক সৌবলের আদেশ পালনে—
সেই মোর দুর্দ্দিন বান্ধব-বাহু···দুর্ব্বলের পরম আশ্রয়···
অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তেরে পরা'ল মুকুট!
বাহু অবিশ্বাসী হোক্—এই শির, এই বক্ষ,··
এই বক্ষ মাঝে মোর জাগ্রত জীবন—
অবিশ্বাসী নহে তবু—নহে অবিশ্বাসী। (বক্ষে ছুরিকাঘাত)

সকলে—মহামন্ত্রী···মহামন্ত্রী···!

দেবল—এই নাও...এই নাও অত্যাচারী,—

রাজভক্ত সচীব দেবল—দানবী-পূজায় তব
রক্ত জবা দিল উপহার!

রক্তের অঞ্জলী দিতে গিয়া টলিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রমোদ উদ্যান।

এক পার্শ্বে অতিথিশালা।

জন্মান্ধ রাজকন্যা মিত্রবিন্দ্যার সখীগণ গান গাহিতেছিল।

সখীগণের

সই, চাঁদ কত দূরে।
ফাল্গুণ সন্ধ্যার রজনীগন্ধা সম
পথ চেয়ে রই, আঁখি ঝুরে।
সন্ধ্যা মালতীর কলি
ফুটিতে গিয়া নিরাশায় পড়িয়াছি ঢলি,
বাজিয়া শ্রান্ত হয়ে থামিয়াছে সুর ভ্রমর নূপুরে॥

গান শেষ হইলে রাজ-পরিচ্ছদধারী সুরথের প্রবেশ।

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা—

মিত্র—একি…তুমি! কেন উঠে এলে! আমি হাত বুলিয়ে দেখেছি, তোমার ক্ষত স্থান এখন' শুকোয় নি। এখন' তো সম্পূর্ণ-সুস্থ হ'তে পার নি তুমি!

সুরথ—সুস্থ ..সুস্থ আমি শুন লো কল্যাণী,
সর্ব্বগ্লানী-হরা তব চন্দন পরশে
ক্ষত অঙ্গ মাঝে আর বিন্দুমাত্র
নাহি দুর্ব্বলতা!

তোমার সেবায় দেবি, যেন মনে হয়,
নব-জন্ম লভিয়াছি ;
মত্ত বারণের বল—
লভিয়াছি বাহুতে—হৃদয়ে !

মিত্র—মেধস-আশ্রম মাঝে,
মূর্চ্ছাগত প'ড়েছিলে তুমি।
শুনিলাম সখি মুখে, রক্ত-সিক্ত নিষাধের বেশ,
সর্ব্বঅঙ্গে আঘাত লেখন ;
তাই তোমা আনিলাম আপন ভবনে।
সেবা পরিচর্য্যা করি
সাধিয়াছি কর্ত্তব্য নারীর !

সুরথ—কেবল কর্ত্তব্য দেবী, আর কিছু নয় ?
সেই প্রীতি, সেই সেবা, সেই তব
অনন্ত মমতা...শুধুই সে
অতি শুষ্ক কর্ত্তব্য সাধন !
তাই হ'বে ;—বনের নিষাদ আমি
প্রাপ্য শুধু করুণা সবার !

মিত্র—না, না, নহ তুমি নিষাদ কখন !

সুরথ—নিষাদ...নিষাদ আমি।
বন্য পশু সহ বাস,
বন্য পশু সম তাই ঘৃণ্য আমি
অভিজাত মানব সবার !

মিত্র—মিথ্যা কথা !

অন্তর কহিছে মোর—
অতি উচ্চ বংশ মাঝে জনম তোমার।

সুরথ—উচ্চ বংশে জনম আমার!
অই একই কথা ব'লেছিল মহর্ষি মেধস!

মিত্র—ব'লেছিল মহর্ষি মেধস!

সুরথ—মুনির ইঙ্গিত শুধু—
জন্মাবধি কোন এক অন্ধকার
রহস্যের জালে, নিয়তি রেখেছে
মোরে আবৃত করিয়া!
গভীর বিজন বন,
বরাহ, শার্দ্দূল, সিংহ ফিরে চারিভিতে;
তা'র মাঝে একাকী মানব শিশু—
পলে পলে হ'য়েছি বর্দ্ধিত!
কে বলিবে, জন্মদাতা পিতা কেবা!
কে আমার আছিল জননী!
সত্য কহি তোমারে কুমারী,
দ্বিজ হই, ক্ষত্র হই, কিম্বা হই অতি ঘৃণ্য
নিষাদ তনয়,—
কোন ক্ষোভ মানি না অন্তরে।
যদি শুধু জনিতাম কিবা—
মোর বংশ পরিচয়...
সেই দৃঢ় ভিত্তি' পরে স্থাপিয়া চরণ
আর্য্য অনার্য্যেরে আমি—
এক বক্ষ মাঝে তবে করিতাম

সবলে বেষ্টন !
এক মানবত্ব-ধর্ম্ম শিখাতাম সমগ্র ভারতে।
কিন্তু ওই…ওই…জন্ম রহস্যের স্রোতে—
একা ভেসে চ'লে যাই তৃণ খণ্ড প্রায় ;
কাহারে বাঁধিব আমি, কে বাঁধে আমায় !

মিত্র—সুরথ, সুরথ, কাজ নাই
সে কথা স্মরিয়া, ক্লান্ত তুমি,
যাও এবে...করগে বিশ্রাম।

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা,
আজও তো দিলে না মোরে তব পরিচয় !

মিত্র—কি হইবে মম পরিচয়ে ?
তুমি পরিচয় হীন,
মনে কর, আমিও তেমনি ;
অতীত আঁধারে তব, আঁধারেই
ঢাকা মোর সমস্ত জীবন।—

[সুরথ নীরবে প্রস্থান করিল।]

বিপাশার প্রবেশ।

বিপাশা—দেবী !

মিত্র—আমায় নিয়ে চল !… [উভয়ের প্রস্থান।]

ঋতুপর্ণ ও কর্ণাট মন্ত্রীর প্রবেশ।

ঋতু—চৈত্রপুরীর এ ঔদ্ধত্য আমি কিছুতেই ক্ষমা ক'র্‌ব না। আজই সসৈন্যে চৈত্রপুরীতে অভিযান কর। চৈত্রপুরী যেন ধরার পৃষ্ঠ হ'তে লোপ পায়, এই আমার আজ্ঞা !

মন্ত্রী—সম্রাটের আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হ'বে—

অগ্নিবর্ণের প্রবেশ।

অগ্নি—চৈত্রপুর সেনাপতি চন্দ্রাপীড় সম্রাটের দর্শন প্রার্থী !...

ঋতু—চন্দ্রাপীড় আমার দর্শন প্রার্থী ?

অগ্নি—ব'ল্‌লেন, বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন !

ঋতু—বেশ, তাঁ'কে এইখানেই নিয়ে এস !

অগ্নিবর্ণের প্রস্থান...পুনঃ চন্দ্রাপীড়কে লইয়া প্রবেশ।

চন্দ্রা—সম্রাট জয়তু !

ঋতু—বিদ্রোহী চৈত্রপুরীর সেনাপতি আমার প্রাসাদে...

চন্দ্রা—মহারাজ সৌবল আপনার সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, সেই অধিকারে আজ আমি আপনার কাছে উপস্থিত !—

ঋতু—মহারাজ সৌবল আমার সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তার প্রতিদান দিয়েছিলেন; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে,—আমার দূতকে গুপ্তহত্যা ক'রে !—

চন্দ্রা—না সম্রাট ! গুপ্ত হত্যাকারী সৌবল নয়—গুপ্ত হত্যাকারী সুষেণ !—

চন্দ্রা—মহারাজ সৌবলের অজ্ঞাতে, আপনার দূতকে গুপ্তহত্যা করে, চৈত্রপুরী আর কর্ণাটের মাঝে সমরানল প্রজ্জলিত ক'রেছিল সুষেণ !

ঋতু—সে কি !

চন্দ্রা—হ্যাঁ, সম্রাট,—সুষেণেরই চক্রান্তে, চৈত্রপুর প্রাসাদ মধ্যে আপনার দূত ঘুমন্ত অবস্থায় নিহত হয়—তারই ফলে যুদ্ধ, তারই ফলে চৈত্রপুর ও কর্ণাটের মধ্যে হয়েছিল মৃত্যু ফেণিল রক্তস্রোত প্রবাহিত !

ঋতু—কিন্তু মহারাজ সৌবল তো এ গুপ্তহত্যার প্রতিবাদ করেন্ নি!

চন্দ্রা—কি ক'রে ক'র্‌বেন! রাজপ্রাসাদ মধ্যে গুপ্তহত্যা…হত্যাকারী কে, কেউ জানে না! কাজেই নিরুপায় হয়ে, মহারাজ সৌবলকে এ গুপ্তহত্যার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল!

ঋতু—এত দিন পরে এ রহস্য কি ক'রে প্রকাশ পেল?

চন্দ্রা—সুষেণ নিজমুখেই তার অপরাধ স্বীকার ক'রেছে সম্রাট!

ঋতু—চন্দ্রাপীড়—চন্দ্রাপীড়!—

চন্দ্রা—কত বড় দুর্বৃত্ত সেই সুষেণ, সে আপনি ধারণাও করতে পার্‌বেন না—সম্রাট!—শুধু আপনার দূতকে গুপ্তহত্যা ক'রেই সে ক্ষান্ত হয় নি! এমন কি চৈত্রপুরী রাজ্যময় সে প্রচার ক'রেছে, সৌবলের শিশুপুত্র আপনারই কবলে প'ড়ে মৃত্যু বরণ ক'রেছে!

ঋতু—মৃত্যু বরণ ক'রেছে…আমারই কবলে পড়ে। সবাই এ কথা বিশ্বাস ক'র্ল!

চন্দ্রা—বিশ্বাস ক'রেছিল। কিন্তু বিশ বৎসর পরে নিয়তি তা'র রহস্য দ্বার অপসারিত ক'রেছে; আমরা জান্‌তে পেরেছি মহারাজ সৌবল নন্দন এখনও জীবিত!

ঋতু—জীবিত! সৌবল পুত্র জীবিত!—কোথায় চন্দ্রাপীড়?—

চন্দ্রা—বিন্ধ্যারণ্যে!—সংবাদ পেয়ে তাকে চৈত্রপুরী সিংহাসনে স্থাপন্ ক'র্‌বো বলে আমরা সকলে বিন্ধ্যারণ্যে মেধস্ আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হই। কিন্তু তা'র পূর্ব্বেই সুষেণ স্বসৈন্যে উপস্থিত হ'য়ে কৌশলে চৈত্রপুরীর রাজমুকুট হস্তগত ক'রে, নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণ করে! সমস্ত চৈত্রপুরী আজ তা'র করায়ত্ব!

ঋতু—অগ্নিবর্ণ!

অগ্নি—সম্রাট!—

ঋতু—সমস্ত বাহিনী সজ্জিত কর। আমি এখুনি বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা ক'র্‌ব! সমস্ত বিন্ধ্যারণ্য অবরোধ করে...প্রতি উপত্যকা, প্রতি গিরি-গহ্বর অন্বেষণ ক'রে...যে ক'রে হোক...সৌবল পুত্রের সন্ধান পাওয়া চাই-ই চাই। যাও, মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না। আর চন্দ্রাপীড়, যদি তোমার সংবাদ সত্য হয়, তা হ'লে··· তা হ'লে···না না···অগ্নিবর্ণ, যতক্ষণ চন্দ্রাপীড়ের সংবাদের সত্যতা নির্ণয় না হয়—চন্দ্রাপীড় আমাদের বন্দী! আশা করি চন্দ্রাপীড়, এ বন্দীত্ব তুমি আমাদের আতিথ্য ব'লেই গ্রহণ ক'র্‌বে!

চন্দ্রা—নিশ্চয় সম্রাট!— [অগ্নিবর্ণ ও চন্দ্রাপীড়ের প্রস্থান।]

মিত্রবিন্দা ও বিপাশার প্রবেশ।

মিত্র—তুমি যুদ্ধ আয়োজন ক'র্চ্ছ বাবা?

ঋতু—হ্যাঁ মা, যুদ্ধ,···আমার জীবনের পরমতম শত্রুর সঙ্গে, এই হয় ত আমার শেষ যুদ্ধ।

মিত্র—সে কি বাবা?

ঋতু—বল্‌বো মা, যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে, তোকে আজ সব কথা জানিয়ে যাবো! শোন্ মা,—আজ হ'তে বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমি মত্ত হস্তির ন্যায় বলশালী যুবা পুরুষ!···চৈত্রপুর রাজ, মহারাজ সৌবলের সঙ্গে সর্ত্ত হ'য়েছিল—আমাদের পরস্পরের পুত্র কন্যা জন্মালে, তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ক'র্‌বো! সৌবলের জন্মেছিল এক দেবকান্তি পুত্র! ঠিক্

তা'র পাঁচ বৎসর পরে, আমার গৃহে এলি তুই···আমার স্বর্ণ-কমলিনী মা জননী!—সর্ত্ত অনুসারে তোর সেই জন্ম দিনেই, আমি চৈত্রপুরীতে দূতসহ বার্ত্তা প্রেরণ ক'রেছিলাম। কিন্তু··· লোকমুখে শুন্‌লাম······

মিত্র—বুঝেছি বাবা! আমি জন্মান্ধ ব'লে,—তোমার দূতকে তিনি প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেন।

ঋতু—দূত এলো না,—লোকমুখে শুন্‌লাম, আমার দূতকে নির্ম্মম মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, সে আমার সর্ত্ত প্রত্যাখ্যান ক'রেছে। সে প্রত্যাখ্যান আমি সইতে পার্‌লুম না মা! নির্ম্মম দেবতার চক্রান্তে, যদি আমার এমন সোনার কমল পৃথিবীর আলো দেখ্‌তে পেলে না, মানুষও কি তাকে উপেক্ষা ক'র্‌বে? ইচ্ছা ক'র্‌লে······ইচ্ছা ক'র্‌লে কি সৌবল তোকে গ্রহণ ক'রে জগৎ বিধাতার এই মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে পার্‌ত না?—

মিত্র—বাবা!—

ঋতু—আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। তোর সৃষ্টিকর্ত্তাকে পাই নি;—কিন্তু সেই সর্ত্তভঙ্গকারী-চৈত্রপুরেশ্বর সৌবলের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। সমস্ত কর্ণাট বাহিনী সাজিয়ে দুর্ব্বার মৃত্যুর মত চৈত্রপুরীর ওপর ঝাপিয়ে প'ড়ে, আমার সেই বাল্যবন্ধু সৌবলকে বধ ক'রেছি!—

মিত্র—তুমি তোমার বন্ধুকে স্বহস্তে বধ ক'রেছ বাবা?······

ঋতু—যুদ্ধক্ষেত্রে তা'কে সম্মুখে দেখে কেন জানি না মা,—আমার বুকের ভিতরটা সহসা দুলে উঠ্‌লো। কতদিনের···কত বিস্মৃত কৈশোর দিনের ছবি যেন তার সেই চোখদুটিতে এককালে ফুটে উঠল! আমি সব শত্রুতা ভুলে তাকে আলিঙ্গণ

কর্‌লাম ! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল···তার রক্তসিক্ত দেহ মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ল !

মিত্র—তোমার আলিঙ্গণ মধ্যে কে তাকে বধ ক'র্‌লে বাবা ?

ঋতু—তা তো জানিনে মা!-কিন্তু যেই ক'রুক···আমি...আমিই তার মৃত্যুর কারণ ! হয় ত তাকে আলিঙ্গণে নিষ্পেষিত ক'রে··· হয় ত কেন···নিশ্চয়ই আমিই তাকে স্বহস্তে হত্যা ক'রেছি !

মিত্র—না বাবা,—তুমি নও !—

ঋতু—আমি। আমার আবাল্য সুহৃদের মৃত্যুর অপরাধ আমি আর কারো-স্কন্ধে চাপাতে পারব না ! সেই হত্যার পর···প্রাসাদের প্রতি কক্ষ সন্ধান করেও যখন তা'র সেই পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রকে উদ্ধার কর্‌তে পারলাম না, তখন ভেবেছিলাম, বুঝি সেই শিশু, তা'র পিতার রক্তস্রোতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ভেসে গেছে ! কিন্তু সংবাদ পেলাম আজ···বিংশতি বৎসর পরে···

মিত্র—কি, কি বাবা !

ঋতু—যদি চন্দ্রাপীড়ের কথা সত্য হয়···সে আজও জীবিত ঐ বিন্ধ্যারণ্যে···

মিত্র—বিন্ধ্যারণ্যে !

ঋতু—তাই আজ আমার স্বসৈন্যে অভিযান ঐ বিন্ধ্যারণ্য পানে ! বৃদ্ধ হ'য়েছি সত্য—কিন্তু, তবুও এ বাহুতে আজ এমন শক্তি আছে যে একবার যদি তার সন্ধান পাই, তা হ'লে তা'কে বন্দী ক'রে এনে—

মিত্র—বাবা,—সংবাদ পেয়েছ' যে সে বিন্ধ্যারণ্যে জীবিত ! বিন্ধ্যারণ্যের কোথায় বাবা—?

ঋতু—কোথায় জানি না...হয় তো মেধস্ আশ্রমে !—

মিত্র—মেধস্ আশ্রমে··· তাঁ'র নাম ?—

ঋতু—হয় তো বন্দী চন্দ্রাপীড় জানে...কিন্তু এ সব কথা তুই কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্ মা ?

মিত্র—তুমি যাও বাবা,—চন্দ্রাপীড়কে জিজ্ঞাসা কর—চন্দ্রাপীড়কে জিজ্ঞাসা কর...

ঋতু—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি মা,···যাচ্ছি ! —(প্রস্থান ।)

মিত্র—বাবা তার সন্ধান পেলে তাকে বন্দী ক'রতে চান । আর, আর সে যদি জান্‌তে পারে যে আমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এসে মহারাজ সৌবল নিহত হয়েছিলেন···তখন ?···না, না, কেন আমি সুরথকে কর্ণাটে নিয়ে এলাম ! আর যদি জান্‌তাম··· মূর্খ জ্ঞান হীনা বালিকা আমি···কেন তাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে...

সুরথের প্রবেশ ।

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা—মিত্রবিন্দ্যা !

মিত্র—সুরথ !

সুরথ—চুপ ! মিত্রবিন্দ্যা শুনিতেছ'—
বায়ুস্তরে ভেসে আসে করুণ ক্রন্দন !

মিত্র—ক্রন্দন ! কা'র ?

সুরথ—কাহার জানিনা দেবী,
তবু মোর অন্তর আকুল ।
যেন' মনে হয়,
কিরাত-পল্লীর মাঝে অসহায় কিরাত সকল

আমারে স্মরণ করি,
আর্ত্তকণ্ঠে করিছে ক্রন্দন !
বড় প্রয়োজন,
কিরাত নগরে মোর
আজ যেন বড় প্রয়োজন।
মিত্রবিন্দ্যা, আসি তবে—দাও গো বিদায় !—

মিত্র—দাঁড়াও, দাঁড়াও বীর,
চলে যেও, রাখিব না ধ'রে।
তার পূর্ব্বে—আছে মোর একটী মিনতি !

সুরথ—জীবন-দায়িনী দেবী,
কহ ত্বরা কি প্রার্থনা তব ?
তোমারে অদেয় মোর
কিছু নাই, এ তিন ভুবনে !

মিত্র—সুরথ,
মনে কর, আজি যদি
পাও তব পিতৃ পরিচয় !

সুরথ—মোর, পিতৃ পরিচয় !

মিত্র—মনে কর, এই দণ্ডে নয়ন সম্মুখে তব
দেখ' সেই জনে, যা'র করে,
কিম্বা যার নীরব ইঙ্গিতে,—
পিতা তব নিহত হ'য়েছে ?—

সুরথ—তা হ'লে জানিও দেবী,
দ্বিতীয় পলকে আর না পড়িতে নয়ন পল্লবে,
পিতৃঘাতী অরাতির তপ্ত রক্ত ধারে—

রঞ্জিব এ তীক্ষ্ণ তরবারি !
জান কি, জান কি তুমি,
সত্যই কে পিতৃঘাতী মম ?

মিত্র—না, না, কল্পিত কাহিনী শুধু…
শান্ত হও তুমি।
আর এক কথা, যদি…যদি জানো
সর্ত্তভঙ্গ ক'রেছিল জনক তোমার !

সুরথ—সর্ত্তভঙ্গ !—

মিত্র—হ্যাঁ, পণরক্ষা সম্পূর্ণ না করি,
যদি তাঁ'র মৃত্যু হয়ে থাকে ?—

সুরথ—নিজে আমি পিতৃ-সত্য করিব পালন।

মিত্র—যদি তাহা হয় ক্ষতি কর !

সুরথ—তুচ্ছ ক্ষতি ! হ'লে প্রয়োজন,
আপন জীবন দানে—পিতৃসত্য করিব পালন।

মিত্র—সুরথ ! সুরথ !—

সুরথ—একি দেবি, কাঁপিতেছ তুমি ?
কহ সত্য, কি রহস্য লুক্কায়িত অন্তরে তোমার ?

মিত্র—না, না, রহস্য মরিয়া যাক্,
মুছে যাক্ সমস্ত অতীত !
হে সুরথ, মনে কর,
তুমি আমি যুগ যুগ
মহাশূন্যে এসেছি ভাসিয়া।
আত্মীয় বান্ধব নাই—

নাহি কোন বংশ পরিচয়।
বৃন্তহীন পুষ্প আমি, অন্ধচোখে
নাহি পশে ধরণীর আলো ;
কাঁদি শুধু…আলো দাও, আলো দাও…
কে আছ সুন্দর…

সুরথ—দেবি...দেবি,...পরিচয় হীন সেই অন্ধকার মাঝে
আমার জীবন-দীপ-শিখার পরশে
পারিতাম যদি তোমা এতটুকু
শুধু—এতটুকু আলো দেখাইতে…
সারা হৃদি উৎকণ্ঠা অধীর,
একনিষ্ঠ ভক্ত সম জ্বালায়ে প্রদীপ
নত নেত্রপাতে আমি দাঁড়াতাম
তোমারি সম্মুখে !

মিত্র—সুরথ,…সুরথ…আর বার,
বল আর বার !
তোমার মুখের কথা শুনিতে শুনিতে
যেন মনে হয়—
পশ্চাতে ফেলিয়া এই ধূলির ধরণী,
কোন্ দূর দুরান্তরে স্বপ্নলোকে গিয়াছি চলিয়া !
সেথা আমি অন্ধ নহি,
দুই চোখে মোর
ফাল্গুনী পূর্ণিমা যেন বুলায় জ্যোছনা !
মুখে নাহি কোন কথা,
দুই জনে শুধু

চেয়ে আছি নির্নিমেষ দু'জনার পানে ;
দুটীপ্রাণ কাঁপিতেছে, থর থর প্রণয় পুলকে !
এই স্বপ্ন, হে সুরথ, ভয় হয়—
এই স্বপ্ন যাবে না ত মুছে।

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা… জীবন-বাঞ্ছিতা,…
না, না, নহে অশ্রু,
স্মীত হাস্তে মুখ তোল দেবী !

নেপথ্যে-ঋতু—মিত্রবিন্দ্যা…মিত্রবিন্দ্যা !—

মিত্র—[চমকাইয়া উঠিয়া] পিতা !

নে-ঋতু—পরিচয় লভেছি তাহার…সুরথ…সুরথ !—

সুরথ—কে, কে কহিছে মম পরিচয় ?

মিত্র—শুনো না, শুনো না তুমি—
হে সুরথ,
নাম মিথ্যা…বংশ মিথ্যা…মিথ্যা পরিচয় !
এ মুহূর্ত্তে সত্য শুধু তুমি আর আমি।
তুমি স্বামী, আমি বধু,
দাসী যে তোমার !

নে-ঋতু—সুরথ—সুরথ !

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা— !

মিত্র—কথা নয়, কথা নয়,
মুহূর্ত্ত হেথায় নয়।
শোন না কি ডাকে তোমা অসহায় আত্ম বন্ধু তব !
ডাকে তোমা নিরাশ্রয় নিষাদ নিষাদী !

লহ এই অঙ্গুরীয়, পৃষ্ঠ দ্বারে অশ্ব দ্রুতগামী, শীঘ্র যাও
কিরাত পল্লীতে।
যাও, যাও...জীবন সম্মুখে পড়ি'—
দেখা হবে দোঁহে পুনরায়। (সুরথের প্রস্থান।)

ঋতুপর্ণ প্রবেশ।

ঋতু—মিত্রবিন্দা, সুরথের পরিচয়...একি...কে...
কেবা ওই দ্রুত অশ্বারোহী?

মিত্র—সুরথ—

ঋতু—সুরথ!—অগ্নিবর্ণ...অগ্নিবর্ণ...

অগ্নিবর্ণের প্রবেশ।

সকলে—মহারাজ!

ঋতু—প্রাসাদ দ্বার বন্ধ কর। ওকে ধর...ধর...

মিত্র—না, না, ওকে ধরতে পারবে না...আমি ধরতে দেব না।

ঋতু—মিত্রবিন্দা!

মিত্র—সুরথ আমার স্বামী।

ঋতু—স্বামী!!

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কিরাত পল্লী।

ভট্টারক।

ভট্টা—কিরাত পল্লীটা কি সাঙ্ঘাতিক জায়গা বাবা! চরিত্তির সুস্থ রেখে এখানে বসবাস করা দুর্ঘট দেখ্‌ছি।—আশে পাশে

ঝোপে ঝাড়ে কেবল কিরাত ছুঁড়ীদের কাজল টানা চোখের চোখা চোখা বান ছুটছে! চরিত্তির অক্ষত রাখাই বিপদ্! মহারাজের সঙ্গে এলাম সুরথের খোঁজে···কিন্তু কোথায় সুরথ?—মহারাজ থেকে সেপাই সান্ত্রী পর্য্যন্ত সবাই বুক চাপ্ড়াচ্ছে—আর ডাগর চোখের তীরের খোঁচায় "হাহতোহস্মি" ক'চ্ছে!—ইস্—দেখ' দেখ'— ঐ যে আর এক ঝাঁক পিয়াল বনে ঢুক্‌ল! আমিও ঢুকে পড়ব নাকি? দেখাই যাক্ না—

সৈরভীর প্রবেশ।

সৈরভী—বলি, ওগো কত্তা—

ভট্টা—কে!

সৈরভী—আমি কিরাতদের রাণী—আমার নাম সৈরভী।

ভট্টা—তাই ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি একটা কাল মোষ রুকে এল! তা বাবা,—সৈরভীই হও—আর ছিন্নমস্তা ভৈরবীই হও—আমায় কেন বাবা?—

ভৈরবী—আড়াল থেকে শুন্‌লাম তুমি কিরাত মেয়েদের রূপে পাগল হ'য়েছ—তাই ত' ভরসা ক'রে এগিয়ে এলাম—

ভট্টা—তার মানে?—

সৈরভী—তার মানে—তার মানে, আমি তোমার চাঁদপানা মুখ দেখে··ছিঃ বল্‌তে সরম লাগে—

ভট্টা—ইস্—অশ্লীল···অশ্লীল—! আমি পালাই······

সৈরভী—তা কি হয়?—অবলার পরাণ বধি, কোথায় যাবে গুণনিধি,—তোমায় যেতে দিবক্ নি।

এস' আমার রসরায়, পিয়ালবনে অই নিরালায়
মাথা খাও, তোমায় আমি যেতে দিবক্ নি !!

ভট্টা—দোহাই বাবা, থামাও বুক্‌নি…
বুকে আমার ধুক্ ধুকুনি।
খুকী নও, নও খুকিণী ;
তুমি যে গো উগ্রচণ্ডা,
ইয়া মোটা, ইয়া ষণ্ডা,
তোমার জুড়ি শুধুই তিনি—
হিড়িম্বার দাদা যিনি—
(কারণ দেবী,—তুমি সাক্ষাৎ)
—হিড়িম্বারই দিদিমণি !

সৈরভী—বটে ! আমি কিরাতের রাণী গরবিণী সৈরভী, আমার রূপের ঝাঁজে—কিরাত রাজা রাতদিন মাছ ভাজা হ'চ্ছে—আমার প্রেম-গদগদ বুলি শুনে…সারা কিরাতরাজ্য টইটুম্বর-টইটুম্বর ক'র্চ্ছে,—আর সেই—আমার অপমান! এখনি হাঁক ছাড়ি তো—

ভট্টা—দোহাই বাবা রক্ষা চণ্ডী, তুমি রাগ ক'রো না !—আমি তোমার দাস !

সৈরভী—(ফিক্ করিয়া হাসিয়া) না রাগ হবে কেন ?—বল অনুরাগ—। গান শুন্‌বে রসরায় ?……

ভট্টা—না-না, আমায় আগে যেতে দাও—তারপর গান ধ'র—

সৈরভী—হুঁ…পালাবার মতলব ! গান না শুনিয়ে পালাতে দিচ্ছি না !
ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ রে !
দেখে যা আমার রসরায় পালায় রে !

ও আবাগীর ভূত, ও আঁটকুড়ীর পুত !
ও আমার সোনামণি যাদুমণি,
সৈরভীর সাথে গোপন পিরীত করে
ঠ্যাঙানী না খেয়ে কোথায় পালাবি রে !

কিরাতগণের লাঠি লইয়া প্রবেশ।

মংরু—কে রে আমার রাণীর সাথে পিরীত করে রে !—কোদাল মেরে তোর দাঁত উপড়ে নেব রে ! সরলা অবলার ওপর অত্যাচার !
—[সৈরভীর প্রস্থান।]

ভট্টা—আজ্ঞে না, সরলা অবলা প্রবলা হয়ে লম্বা দিয়েছেন।—সরলা অবলা হয়ে আমিই এখন প'ড়ে আছি—আমায় মের না বাবা !

বিষাণ—সর্দ্দার, এ যে রাজার লোক,—

মংরু—কি, রাজা সুষেণের লোক ! কিরাত পল্লীতে আবার এসেছ' তোমরা কিরাত মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতে !

ভট্টা—না বাবা,—আমার বড় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে—তাই টোট্‌কা দাওয়াই দিয়ে জ্বর সারাতে এসেছিলাম।

মরু—বটে !—কোবরেজ—কোবরেজ—

বৃদ্ধ কবিরাজের প্রবেশ।

কবি—সর্দ্দার !

মংরু—দেখতো, এ ব্যাটার জ্বর না ধাপ্পাবাজী !

কবি—ধাপ্পা দিয়ে বদন কবরেজের কাছে রেহাই নেই বাবা ! হুঁ হুঁ—নিদান মিলিয়ে নিচ্ছি ! জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং !—সত্য জ্বর হ'লে জবাকুসুমের মত চক্ষু রক্ত বর্ণ হবে। হ্যাঁ—তা হ'য়েছে ! "জবাকুসুম ,সঙ্কাশং"...সঙ্গে কাশি থাকবে—! কাশি আছে ?—

ভট্টা—(কাসিয়া) আজ্ঞে…

কবি—কিরূপ কাশি…আস্তে না মহাক্রুতং ?

ভট্টা—আজ্ঞে

কবি—কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—

ভট্টা—আজ্ঞে…(জোরে কাসিয়া)

কবি—হুঁ ! মহাক্রুতং ! নিদান মিল্‌ছে তো—

মংরু—মিল্‌ছে ! তবে মিছে বলে নি—এ ব্যাটাকে তা হ'লে ওষুধ দিয়ে বিদেয় কর ।

কবি—ওষুধ ! শোনো বাছা, "ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতস্মি দিবাকর—" আমি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী—!…

ভট্টা—তা তো বুঝে নিয়েছি বাবা। এখন ওষুধটা কি তাই বল—আমিও পগার পার হই !—

কবি—আমি একটুও মিছে ব'লব না।—ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং…আমি ধন্বন্তরী…সর্ব্ব পাপকে ঘেন্না করি—সত্য করে ব'লছি—এ রোগে অন্য ওষুধ নাই…এক মাত্র ওষুধ হ'ল—"প্রণতোহস্মি দিবাকর…" আমাকে প্রণাম করে দান কর—এবং প্রস্থান কর—!

ভট্টা—ও বাবা। শেষ পর্য্যন্ত ট্যাঁকে হাত—!

মংরু—দাও ব'লছি যা আছে—নইলে ট্যাঁক ছেড়ে ঘাড়ে হাত পড়বে !

ভট্টা—দোহাই বাবা ! এই নাও দিচ্ছি !—(টাকা প্রদান।) শিবশম্ভু—শিবশম্ভু…

(প্রস্থান)

মংরু—অনেকগুলি টাকারে ভাই সব,—অনেক টাকা পেয়েছি ! এ টাকা দিয়ে এখন…

১ম কিরাত—চল সর্দ্দার, সবাই মিলে ফুর্ত্তি করি—আমরা আজ খুব ফুর্ত্তি করব···   (প্রস্থানোদ্যত)

বিষাণ—আর ফুর্ত্তি ক'রতে হবে না সর্দ্দার—ওদিকে সর্ব্বনাশ !—

মংরু—কি—রে ?

বিষাণ—রাজা সুষেণের লোকেরা কিরাত পল্লীতে সুরথকে খুঁজে না পেয়ে—ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। ঘর দোর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে...ছেলে বউকে ধ'রে নিচ্ছে—

মংরু—অ্যাঁ—বলিস কি ! চল···চল ভাই সব,—কিরাতদের ওদের হাত হ'তে বাঁচাতে হবে—বাঁচাতে হবে—

(সকলের প্রস্থান।)

আনন্দের প্রবেশ

গীত

জাগো দেবীদুর্গা, চণ্ডিকা মহাকালি,
মধুকৈটভ মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশিনী
প্রলয়ঙ্করী করালি॥
ভারত-শ্মশানে শবের মাঝে শিব জাগাও
তাথৈ তাথৈ নৃত্যে পাষাণের ঘুম ভাঙাও
রক্ত-রাগে মাগো দশ দিক রাঙাও রাঙাও
দৈত্য কারাগারে আগুন জ্বালি (কালি)॥
যুগে যুগে তুমি আসি—দৈত্য-ভীতি বিনাশি'
সন্তানে দিয়াছ অভয় ক'রুণা প্রকাশি'
আবার ধরণীতে হও অবতীর্ণা শ্রীচণ্ডী
বরাভয় শিবশক্তি নৃমুণ্ডমালী॥

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

কিরাত পল্লীতে সুষেণের বস্ত্রাবাস।

নেপথ্যে রণভেরিনাদ, বহুকণ্ঠের সমবেত আর্ত্তনাদ।

সুষেণ ও ভট্টারক।

সুষেণ—সুরথ! সুরথ!—সমস্ত কিরাত পল্লী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এখনও তোমরা সুরথের সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লে না! তোমাদের এই বাহুবল…এই কার্য্য দক্ষতার ওপর নির্ভর ক'রে, আমাকে সাম্রাজ্য শাসন ক'র্‌তে হবে ভট্টারক—

ভট্টা—হরি হরি,—আপনি যে কেবল মার্‌-মুখো হয়েই আছেন! একবার বুঝে দেখুন মহারাজ, খামোকা অতটা উত্তেজিত হওয়া আপনার উচিত হ'চ্ছে না!—

সুষেণ—উত্তেজিত হব না! আমার রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এসে ব্যর্থকাম চন্দ্রাপীড় রাজ্যসীমা ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে! সামন্ত, সৈন্যাধ্যক্ষ, নাগরিক, রাজ্য মধ্যে যারা আছে—তা'রা সবাই সন্ত্রাসিত চিত্তে আমায় চৈত্রপুরীর সম্রাট ব'লে অভিবাদন ক'র্চ্ছে! কিন্তু, এই রাজ্য সীমান্তের কিরাতদল—এরা না ক'চ্ছে সুরথকে আমার হস্তে সমর্পণ—না ক'র্চ্ছে আমার বশ্যতা-স্বীকার! বিস্মিত হ'চ্ছি—এদের এ স্পর্দ্ধা হ'ল কি ক'রে!—

ভট্টা—আজ্ঞে, ওরা ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পাচ্ছে না! হয় তো বুঝবে তখন…যখন ওরা কঁচু কাটা হ'য়ে ভুঁয়ে লোটাবে। ওরা কি বলে শুনেছেন মহারাজ? বলে, সুরথ কিরাত পল্লীতে নেই! আর থাক্‌লেও—

সুষেণ—ওরা তাকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'র্বে না? ভট্টারক,—আমি দেখবো ওদের অত্যাচার সহন ক্ষমতা। প্রতি পল্লীতে কিরাত মুণ্ড স্তূপীকৃত কর—প্রতি প্রান্তরে কিরাত রক্তের প্লাবন বইয়ে দাও! দ্বিগুণ অত্যাচার কর···দ্বিগুণ অত্যাচার কর—

ভট্টারক প্রস্থানোদ্যত—মায়ার প্রবেশ।

মায়া—না—না—আর অত্যাচার কর' না—

সুষেণ—মায়া!

মায়া—বিদ্রোহী কিরাতকে বশ কর্‌বার অস্ত্র তোমার জানা নেই বন্ধু! ব্যর্থপ্রয়াস ক'র্চ্ছ শুধু ওদের শাস্তি দিতে! তাই এবার নূতন অস্ত্র প্রয়োগ ক'রব আমি......

সুষেণ—নূতন অস্ত্র!

মায়া—জান না, সাপের চেয়ে ক্রূর তুমি।···তোমায় বশ ক'রেছি যে অস্ত্রে......

ভট্টা—সাপকে শুধু বশ কর নি···সাপকে ব্যাঙ বানিয়ে ছেড়েছ'!......

সুষেণ—ভট্টারক—!

ভট্টা—মহারাজ!—(নিজের নাসিকা কর্ণ সভয়ে মর্দ্দন।) ——

মায়া—রক্ত-চক্ষুর শাসন নেই, পীড়ন নেই...অথচ ওরা ছুটে আসবে তোমার কাছে, পুলকিত আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে। তারপর ইচ্ছা হয়, ওদের দিয়ে পদলেহন করাও, ইচ্ছা হয়, পদাঘাতে দূর ক'রে দাও। ওদের করে রাখ্‌বো আমি নিরীহ, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ! জান না আমার শক্তি...আমার অমিত ঐশ্বর্য্য!

ভট্টা—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি যে ভাবে আমাদের মহারাজকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছ'—ওদেরও তেম্‌নি ক'রে—হাঃ হাঃ হাঃ·····

সুষেণ—ভট্টারক—! মায়া,—সুরথকে এনে দেবে তুমি?

মায়া—তাকেও পাবে বন্ধু! দেহে নয়...কিরাত জাতির জীবন শক্তির মূলে অস্ত্র, সন্ধান করেছি! সুরথ না এসে পারবে না!—ওই মায়া কন্যাগণ গান গেয়ে আসছে···আমি যাই, কিরাত পল্লীর গৃহে গৃহে আমার মায়ার ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে দিয়ে আসি... কিরাতের মৃত্যু ফাঁদ পেতে আসি।— [প্রস্থান।]

সুষেণ—ভট্টারক,—তুমি যাও, মায়ার অনুসরণ কর···দেখ, সুরথকে পাও কিনা!

ভট্টা—হুঁ...সুরথকে পাও কিনা! খাসা চেহারার মেয়েগুলো এখানে নাচতে নাচতে আস্‌ছে...আর আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'চ্ছে!...আমি...আমি যাব না মহারাজ!—

মায়াকন্যাগণের প্রবেশ।

সুষেণ—ভট্টারক, তা হ'লে তুমি সুন্দরী দেখে ম'জেছ?

ভট্টা—শ্রীবিষ্ণু...শ্রীবিষ্ণু! ও জাতকে যত এড়িয়ে চ'ল্‌তে পারি...ততই মঙ্গল! আমি কি নিজের জন্যে ব'ল্‌ছিলুম?···তবে চল্‌লুম... সাবধান মহারাজ,—একা রইলেন! ঐ দেখুন···কেমন ক'রে চাইছে ওরা আপনার দিকে...গিলে খাবি নাকি লা ছুঁড়ী!··· [প্রস্থান।]

মায়াকন্যাগণ মায়ানৃত্য আরম্ভ করিল। দলে দলে কিরাত নরনারী অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিতে

লাগিল। মায়াকন্যাগণ তাহাদের সুরা পরিবেশন করিতে লাগিল।—

লহ লহ লহ মোহিনী মায়া আবরণ।
মায়া সুন্দর এই নাও আভরণ॥
ব্যর্থ-জীবন কা'র অর্থ বিনে,
সংসারে লাঞ্ছিত অভাবে ঋণে
লহ মোহ মদিরা কাম কাঞ্চন॥
ষড়ৈশ্বর্য্য এই ষড় রিপু লহ গো
মায়ার খেলা ঘরে এসো সুখী হও
যশঃখ্যাতি লও যাহা প্রয়োজন॥

মংরু—অনেক পোষাক পেয়েছি!

বিষাণ—অনেক মদ খাচ্ছি—!

মংরু—জীবন ভোর এত স্ফূর্ত্তি কখনও হয় নি। মহারাজ,—গহনা, কাপড়, মদ, সবই ত পেলাম, কিন্তু একটা সোনার ধুচুনী ত পেলাম না!

বিষাণ—সোনার ধুচুনী!—

মংরু—হুঁ, সব পেয়েছি, বাকী শুধু ঐ সোনার ধুচুনী! বরাহ মাংস কেটে, সেই সোনার ধুচুনীতে ক'রে মহারাজকে ভেট পাঠাব —পাব না মহারাজ?—

সুষেণ—পাবে, প্রচুর পুরস্কার পাবে! তোমাদের আনন্দিত করবার জন্যে, আমি আমার রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করবার আদেশ

দিয়েছি। এই ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্ণালঙ্কার...এর পরিবর্ত্তে তোমরা আমায় কি দেবে বন্ধু?

সকলে—আমরা আপনার শ্রীচরণের দাসানুদাস হ'য়ে থাক্‌ব!

সুষেণ—হাঃ হাঃ হাঃ! প্রতিহারী, যাও ..সমস্ত কিরাত-পল্লীব্যাপী উৎসবের আয়োজন কর!— [প্রতিহারীর প্রস্থান।]

সকলে—জয় মহারাজ সুষেণের জয়!—(নৃত্য চলিতে লাগিল।)

ভট্টারকের প্রবেশ।

ভট্টা—মহারাজ! এদের নাচতে নিষেধ ক'রুন! নইলে আর একটু বাদে আপনাকে শুদ্ধ নাচতে হবে।

সুষেণ—আমায় নাচতে হবে! ব্যাপারটা কি ভট্টারক?

ভট্টা—সে এসেছে মহারাজ।

সুষেণ—কে?

ভট্টা—এই...যার নাম নিতে নেই···মানে···মানে···আপনার ভাসুর ঠাকুর!

সুষেণ—রহস্য রাখো ভট্টারক···কে এসেছে শীঘ্র বল!

ভট্টা—আজ্ঞে···সুরথ!

সুষেণ—সুরথ! এসেছে! কোথায়?

ভট্টা—কিরাত পল্লীব্যাপী এই উৎসব বন্ধ করতে চেষ্টা ক'র্‌ছে······

সকলে—না, না, সে হ'তে পারে না,—উৎসব আমরা কিছুতেই বন্ধ ক'র্‌বো না······

সুষেণ—কিছুতেই নয় বন্ধুগণ...কিছুতেই নয়!—(নৃত্য চলিতে লাগিল।)

ভট্টারক—যাও, যেখানে পাও সুরথকে শৃঙ্খলিত কর—শৃঙ্খলিত কর।

ভট্টারক প্রস্থানোদ্যত—সুরথের প্রবেশ।

সুরথ—ক্ষণেক অপেক্ষা বীর,—

এখনি পরীক্ষা হ'বে,
কে কাহারে পরায় শৃঙ্খল !

কিরাতগণ—একি ! সুরথ !

সুরথ—সুরথ…সুরথ আমি,—
হে আমার অশ্রু-আঁখি আত্মার আত্মীয়,—
তোমাদের অসহায় করুণ ক্রন্দন
বায়ুস্তরে ভেসে ভেসে—সুদূর কর্ণাটু হ'তে
আকর্ষণ ক'রেছে আমারে।
নগর সীমান্ত হ'তে হেরিনু সহসা—
কিরাত ভবন মাঝে দারুণ মত্ততা !
বিলাস পঙ্কিল পথে স্খলিত চরণে
কিরাতের ভাগ্যলক্ষ্মী কেঁদে চ'লে যায়
অন্ধকার বনানীর পথে !
এসো…এসো বন্ধুগণ,—
বিলাসের আবর্জ্জনা ফেলি'……
শীঘ্র এস, ফিরাবে মাতারে—!

১ম-কিরাত—হুঁ, তোমার সঙ্গে আমরা কোথায় যাবো ? তুমি নিজে যাও না, আমরা যাচ্ছি না !

সুরথ—শুনিবে না…শুনিবে না মম অনুনয় ?

মংরু—কেন শুন্‌ব ? তুমি দিয়েছ' আমাদের একটা কাণা কড়ি ? তোমার কথা শুনে, এতকাল পেয়েছি শুধু অত্যাচার—আর রাজার দলে এসে পেয়েছি—

সকলে—টাকা, পোষাক, মদ !

বিষাণ—আর…ও আমাদের দলের সর্দ্দার,—ও পাবে একটা সোণার ধুচুনী……

সকলে—হাঃ হাঃ হাঃ—ফূর্ত্তি কর্ ভাই, মদ খেয়ে ফূর্ত্তি কর!

সুরথ—সাবধান নির্ব্বোধের দল।

সুরা নহে…নির্য্যাতিত রে অবোধ,—
ও তোদের যুগে যুগে পুঞ্জীভূত রক্তিম শোণিত!
তরবারি স্পর্শ করি'—করি অঙ্গীকার
পুনঃ যদি পাপ সুরা পরশিবি কেহ
নিজ নিজ বক্ষ-রক্তে তোদের সবার
পূর্ণ করি পান পাত্র দিব জনে জনে।
আয়, আয় দেখি কা'র হেন সুতীব্র পিপাসা…!

সকলে—ওরে বাবা, পালিয়ে চল্, পালিয়ে চল্!

মংরু—পালাই তাতে ক্ষতি নেই, শুধু যদি একটা সোণার ধুচুনী নিয়ে পালাতে পার্‌তাম।— [কিরাতগণের প্রস্থান।]

সুরথ—চমৎকার হে রাজন্,—

বিচিত্র কৌশল তব
পশুরূপে রূপান্তর করিতে মানুষে!

সুষেণ—অর্থ চায় প্রজাগণ, দিয়েছি তাদের,

রাজধর্ম্ম ক'রেছি পালন।

সুরথ—রাজধর্ম্ম! নিপীড়িত দীন দুঃখী প্রজা—

মড়ক, দুর্ভিক্ষ আর
প্রবলের নিষ্ঠুর পেষণে—
দেহ মনে ক্ষীণ বল ক'রেছে যাদের
কতখানি দুর্ব্বল তাহারা—ভাল জান তুমি!

তাহারি সুযোগ ল'য়ে
প্রচুর ঐশ্বর্য্য আর তীব্র সুরা কাল হলাহলে
বিবেক চেতনা বুদ্ধি, নিদ্রাতুর করি'
চাহ তুমি ইহাদের পদানত দাস করিবারে!
না...না...হবে না...হবে না তাহা!
পুনর্ব্বার চলিলাম উত্তেজিত করিতে কিরাতে।
যতক্ষণ সুরথ জীবিত···কিরাত জাতির
এই মহা সর্ব্বনাশ কভু তোমা করিতে না দিব।—

[প্রস্থানোদ্যত]

সুষেণ—দাঁড়াও সুরথ!
প্রহরী-বেষ্টিত এই সুরক্ষিত শিবিরের মাঝে
রক্তচক্ষে আস্ফালন করিয়া আমারে···
বীরদর্পে কোথা ফিরে যাবে?

ইঙ্গিতে বহুসৈন্য সুরথকে বন্দী করিতে আসিল,—
মায়া আসিয়া বাধা দিল।

মায়া—ক্ষান্ত হও—

সুষেণ—মায়া—!

মায়া—নগর সীমান্ত পথে অগণন সেনা সমাগত!
শীঘ্র দেখ' বাহিনী কাহার!—

[স্বসৈন্যে সুষেণের প্রস্থান।]

(সুরথ প্রস্থানোদ্যত—মায়া—ডাকিল)

মায়া—সুরথ,—প্রয়োজন আছে কিছু তোমার নিকট!

সুরথ—কে তুমি জানি না দেবী!
মোরে তব কিবা প্রয়োজন?—

মায়া—বলিব, সকলি বলিব বন্ধু,
আছে তো সময় !
সিংহাসন, অধিকার, শুষ্ক রাজনীতি—
এখন পড়িয়া থাক্ !
আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দূর বন-গন্ধ-বহ বহিতেছে দক্ষিণ সমীর,
কত কথা থেকে থেকে ভেসে আসে মনে !
যত ব্যথা ঝঙ্কারিয়া ওঠে যেন' গীতি মুঞ্জরণে !

গীত

ভালবাসি কলঙ্কী চাঁদ মেঘের পাশে।
(মোর) ফুল আরো ভালো লাগে
ভ্রমর সে ফুলে যদি আসে ॥
ভালবাসি নিঝুম রাতি
যদি রহে সুন্দর সাথী,
সেই সুন্দর সাথী প্রিয়তম হয়
(যবে) চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রণয় পিয়াসে ॥

সুরথ—কহ নারী,—এই কি তোমার কথা !
এরি লাগি ডেকেছ' আমারে······
মায়া—না···না বন্ধু, আরো কথা আছে মোর !
কিছুই তো হয় নাই বলা !
চল বন্ধু, দুই জনে মুখোমুখি বসি ওই
মাধবী বিতানে !
সুরথ—ক্ষমা কর হে অপরিচিতা,—
কি কথা বলিতে চাহ, বল এইখানে।

মায়া—কি কথা ! নীল-স্নিগ্ধ আকাশের তারায় তারায়
কি কথা উঠিছে জেগে বল তো সুরথ ?
সমীরণ কী প্রলাপ কহে ?
অলি-গুঞ্জরিত শাখে,
নবস্ফুট মল্লিকার সলাজ অধরে,
কি ইঙ্গিত জাগে সখা, বলিতে পার না ?

সুরথ—বুঝিতে পারি না কথা,
বলিবার যাহা আছে বল স্পষ্ট করি !

মায়া—আঁখি পানে চাও বন্ধু,
মরাল নিন্দিত গ্রীবা,
দেখো এই কপোল নিটোল !
আরক্ত এ ওষ্ঠপুট ছেয়ে
কী কামনা, কী বেদনা শিহরিয়া ওঠে
বুঝিতে পার না তুমি ?
আরো তোমা প্রকাশিতে হ'বে ?
হা নিষ্ঠুর,—
জান না কি রমণীর বুক ভেঙ্গে যায়
তবু তার মুখে আর ভাষা না জুয়ায় !

সুরথ—কি আশ্চর্য্য ! একি বিলাসের ফাঁদ !
লেলিহান রূপশিখা, বহ্নি শিখা সম
আকর্ষিতে চাহে মোরে পতঙ্গের প্রায় ।
না, না, সরে যাও, সরে যাও ত্বরা মায়াবিনী ।

মায়া—হ'য়ো না নিষ্ঠুর প্রিয়,—

দিব তোমা সসাগরা ধরণীর সর্ব্ব অধিকার,
আর অধিকার দিব এই মোর
লীলায়িত বাহুবল্লরীর······ (হাত ধরিল)

সুরথ—একি স্পর্শ ! একি মোহ !
বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে শিরায় শিরায় !
রক্তে রক্তে একি চঞ্চলতা !
না, না, অশ্রুমুখী মিত্রবিন্দ্যা মম প্রতীক্ষায় !
ঐ ঐ বুঝি ডাকিছে আমায় !
ভয় নাই, ভয় নাই মিত্রবিন্দ্যা,
আসিতেছি আমি ! (মায়া সাম্‌নে দাঁড়াইল)

মায়া—প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

সুরথ—সরে যাও।
কুহকিনী, বিলাসিনী, যে হও সে হও—
সত্যের সাধক আমি, মাতৃসমা জ্ঞান করি' তোমা
ছাড় পথ, মিত্রবিন্দ্যা ডাকিছে আমায় !

মায়া—মিত্রবিন্দ্যা ! কে সে মিত্রবিন্দ্যা—
যার লাগি, মম প্রেম প্রত্যাখ্যান কর ?
সত্যের সাধক তুমি !
লজ্জা নাহি করে তব—
পিতৃঘাতী-কন্যা সনে প্রণয় করিতে ?

সুরথ—কি ! কি বলিলে—পিতৃঘাতী-কন্যা !

মায়া—হ্যাঁ···হ্যাঁ··· ! পিতা তব
চৈত্রপুর অধিশ্বর সম্রাট-সৌবল !

কর্ণাটের অন্ধ কন্যা সনে
বিবাহ দেয় নি তোমা, এই অপরাধে,
ঋতুপর্ণ পিতৃহত্যা ক'রেছে তোমার।
যার লাগি' এই হত্যা...যাহার কারণ
পিতৃরক্ত স্রোতে তব তিতিল মেদিনী—
হে সত্য সাধক বীর,...
সে কন্যারে তুমি আজ...

সুরথ—বলিও না, বলিও না, চরণে মিনতি—
এ নিষ্ঠুর সত্য হতে, হে মায়া মোহিনী,
শিরে মোর কর বজ্রাঘাত!

সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ—ভীষণ সংবাদ!
দ্বি সহস্র সেনাসহ
অকস্মাৎ সমাগত কর্ণাট রাজন!
আদেশ তাহার—সুরথেরে
অবিলম্বে করিতে অর্পণ!

সুরথ—সুরথেরে ফিরে চায় কর্ণাট রাজন!
আজ্ঞা তার সুরথেরে করিতে অর্পণ!
হে সুষেণ, ভয় নাই,—সেনাদল
বলসহ আপাততঃ কিছুকাল করহ বিশ্রাম!
মুষ্টিবদ্ধ এই হের সুরথের শাণিত কৃপাণ।
এই অস্ত্র ক'রে লয়ে একাকী চলিনু আমি
কর্ণাট শিবিরে!

পিতৃঘাতী ঋতুপর্ণে
দিব আজ পিতৃহারা সুরথের যোগ্য প্রতিদান,
আমূল বিঁধায়ে বুকে অস্ত্র খরসান—
তপ্তরক্ত ধারে তা'র—
পিতৃহত্যা প্রতিশোধ লব।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহুয়াবন।

কিরাত ও কিরাত রমণীগণের নৃত্য—গীত

মহুয়া মদ খেয়ে যেন বুনো মেয়ে
(চৈতি রাতে লো) নিশির চাঁদ ঢুলে আবেশে।
নিশুতি রাতি পেল তাহার চাঁদে গো—
আমার চাঁদ কেন বিদেশে॥
সখি, বাঁশি বাজে দূরে পাহাড়ে,
যত নেশা বাড়ে তত মনে পড়েলো তাহারে।
আমার এলো খোঁপায় দিবে দোপাটি ফুল কবে সে এসে॥
বুনো হরিণ চেয়ে আছে ঝর্ণাতীরে ;
সে অমনি ক'রে চাইত ফিরে ফিরে॥
সে মাদল বাজাবে কবে আদুল গায়ে।
আবার সখী আমার গা ঘেঁসে॥

[গীতান্তে এক একজন রমণীকে লইয়া এক একজনের প্রস্থান]

মংরু—(চক্ষু বুজিয়া) অনেক ফুর্ত্তি হয়েছে ভাই...রাজা আমাদের খুব ফুর্ত্তি ক'র্‌তে শিখিয়েছে! খাসা মদ...খাই, আর চোখ বুজে আসে···আর স্বপ্ন দেখি···যেন আকাশ ময় সর্ষে ক্ষেত···আর কেবল তা'তে হল্‌দে রঙের সরষে ফুল ফুটে আছে!—

[বিষণ মদ চুরি করিতে আসিয়াছিল, সর্দ্দারকে চোখ মেলিতে দেখিয়া পলাইল]

এই,···কে রে? বিষণ! মেয়ে মানুষ নিয়ে ভেগেছ...এখন নেশার ঘোরে আমায় মেয়ে মানুষ ঠাউরে চুরী ক'র্‌তে এসেছ! অ্যাঁ—

বিষণ—না···না সর্দ্দার, আমি তোমায় চুরি ক'র্‌তে আসি নি।

মংরু—তবে—?

বিষণ—তোমায় দিয়ে দরকার কি? যা দরকার তা'তো আগেই নিয়ে পিয়াল বনে রেখে এসেছি,—এখন একটু মদ—

মংরু—হুঁ···আরও মদ। মাতাল হ'তে চাও···

বিষণ—কথ্‌খোনো না···

মংরু—আলবৎ...তুই মাতাল হ'য়েছিস্‌—

বিষণ—না সর্দ্দার,—আমার জ্ঞান টন্‌টনে। তুমি বরং টল্‌ছ'—

মংরু—বটে! আচ্ছা, পরীক্ষা হোক্‌···কে মাতাল!

বিষণ—কি পরীক্ষা বল!

মংরু—তুই আমার জন্যে একটা মেয়ে মানুষ আন্‌তে পারিস্‌ তো বুঝব তুই মাতাল নো'স্‌!

বিষণ—এই কথা—তা তার জন্যে ভাব্‌না কি? পাঠিয়ে দিচ্ছি মেয়ে মানুষ···

মংরু—উঁহুঁ···পালাতে পার্‌বিনে,···এখানে দাঁড়িয়েই আন্‌তে হবে···

বিষণ—বেশতো···তুমি চোখ বোজ !

মংরু— বুজেছি...কৈ এল ? এলো মেয়ে মানুষ ?···ওগো মেয়ে মানুষ···

বিষণ—(চাদর দিয়া ঘোমটা টানিয়া)—উ ··

মংরু—বাঃ ! বটেই তো ! বিষণ গেল কোথায় তোমায় রেখে ?

বিষণ—তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি !

মংরু—বেশ, বোস বোস সুন্দরী, বোস ! দেখ, আমি মাতাল নই, তোমায় দেখেই মেয়ে মানুষ ব'লে ঠিক চিনেছি ! আর ভাল বেসে ফেলেছি !

বিষণ—সত্যি—আমায় তুমি ভালবাস···

মংরু—হুঁ...এবার সৈরভীকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় বিয়ে ক'র্‌ব··· তোমায় পাটরাণী ক'র্‌ব···

সৈরভীর প্রবেশ।

সৈরভী—কি ব'ল্‌লি হতচ্ছাড়া মিন্‌সে—কাকে তাড়িয়ে দিবি ?

মংরু—ও বাবা,—সৈরভী···

সৈরভী—হ্যাঁ, মাতালের নিকুচি ক'র্‌তে এসেছি। এত বড় আস্পর্দ্ধা আমায় তুই তাড়াতে চাস্‌ ? আমায় ত্যাগ করে···ঐ আবাগীর বেটীকে তুই বিয়ে ক'র্‌বি...সোহাগ কর্‌বি ?

মংরু—না, না সৈরভী, আমি রহস্য কচ্ছিলাম। বাবা সুন্দরী, তুমি একটুকাল ফুঃ হয়ে উড়ে যাও না বাবা ! না হয় ব্যাটাছেলে বনে যাও বাবা ! গিন্নী যে এখুনি আমার পিঠে শতমুখী ভাঙ্‌বেন ! যাও, গিন্নীকে গলা মোটা ক'রে বল···যে তুমি রমণী নও !

বিষণ—(ঘোমটা খুলিয়া) আজ্ঞে না, আমি রমণী নই...আমি রমণী মোহন ! [প্রস্থান]

মংরু—অ্যাঁ! আমায় মাতাল পেয়ে ফাঁকী দিয়ে সত্যিই ব্যাটাছেলে হ'য়ে গেলে সুন্দরী! উহুঁ, তোমায় ছাড়ব' না। তোমায় আবার মেয়েছেলে হতেই হবে। [প্রস্থান]

সৈরভী—পোড়ায় মুখোর কাণ্ড দেখ!—মুয়ে আগুন...মুয়ে আগুন!

[প্রস্থান]

কিরাতিনী ও সমাধির প্রবেশ।

সমাধি—ওমা, দাঁড়াও...শোনো—শোনো——

কিরাতিনী—আমায় ডাকলে?

সমাধি—হ্যাঁ মা,—দূর হ'তে দেখ্‌লাম, তুমি কেঁদে কেঁদে কিরাত-পল্লী ময় ঘুরে বেড়াচ্ছ', তাই তো তোমার কাছে ছুটে এলাম। কেন মা, কি দুঃখ তোমার—?

কিরাতিনী—কি দুঃখ! দেখ্‌ছো না,—কিরাত জাতির কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! এরা দেহে মনে একেবারে পশুত্ব লাভ করেছে। এদের এ দুঃখ দেখে আমি যে চেখের জল চাপতে পারিনে বাছা!—

সমাধি—কেঁদে কি করবি মা? ওদের মরণ বাঁচন সবই যে তোর হাতে। তুই কেন ওদের নিয়ে এ খেলা কচ্ছিস্?...

কিরাতিনী—আমি খেল্‌ছি...

সমাধি—তুই ন'স্ তো কে?—আমার চোখ্‌কে ফাঁকী দেওয়া সহজ নয় মা..! তোর ওই কিরাতিনীর বাহুমূলে বদ্ধ বন-লতার আড়ালে আমি দেখেছি দিগম্বর ভোলানাথের স্বহস্তে পরানো শঙ্খ বলয়; তোর ঐ আলুথালু রুক্ষ চুলে ঢাকা ললাটের ওপর আমি দেখেছি সেই জগন্মাতা ভবানীর তৃতীয় নয়নের আলো!

কিরাতিনী—সমাধি···সমাধি, এ কি বলছ তুমি ?

সমাধি—মিছে বলিনি মা,···আমায় স্তোক বাক্যে ভুলাতে চাস্‌নে মহামায়া !···নির্য্যাতিতের দুঃখ তুই ছাড়া আর কেউ দূর কর্‌তে পার্‌বে না মা !—

কিরাতিনী—না সমাধি ! সে দুঃখ দূর কর্‌বে সুরথ ! ঐ সুরথকে দিয়েই মর্ত্ত্যে দেবীর পূজা হবে...ঐ সুরথকে উপলক্ষ্য ক'রেই জগতে দেবী মাহাত্ম প্রচার হবে ! তাই আগে সুরথকে বিপদ হ'তে রক্ষা ক'র্‌তে হবে আমাদের···

সমাধি—সুরথের বিপদ !

কিরাতিনী—সুষেণের শিবির হ'তে সে ক্রোধান্ধ হ'য়ে ছুটেছে কর্ণাট শিবিরে ! ঋতু পর্ণের সঙ্গে তা'র যাতে এখন সাক্ষাৎ না হয়, তোমায় তাই ক'র্‌তে হবে সমাধি ।···

সমাধি—আমি কি কর্‌'ব ?

কিরাতিনী—রাজকন্যা মিত্রবিন্দ্যার সঙ্গে তুমি সুরথের দেখা করিয়ে দেবে ! জন্মান্ধ সেই রাজ কন্যা...তাকে দেখ্‌লে সুরথের ক্রোধ শান্তি হবে !...অসহায় রাজকন্যার কাতর মিনতি সে কখনও অবহেলা কর্‌তে পার্‌বে না ! মিত্রবিন্দ্যার সঙ্গে সুরথকে আগে সম্মিলিত কর্‌তে হবে ।

সমাধি—কি ক'রে হবে সে মিলন ?···

কিরাতিনী—এসো...আমি তোমায় গুপ্তদ্বার দেখিয়ে দিয়ে কর্ণাট শিবিরে পাঠিয়ে দিচ্ছি !... মিত্রবিন্দ্যাকেও চিনিয়ে দিচ্ছি ! তুমি মিত্রবিন্দ্যাকে এই দেবদত্ত আশীর্ব্বাদ-মাল্য প্রদান ক'র্‌বে ! এই মাল্য ধারণ ক'রে সে সুরথের নিকট উপস্থিত

হ'লে সুরথ যত উত্তেজিত হোক্, কিছুতেই তা'র প্রেম প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌বে না। তার ফলে···আপাততঃ যত ক্লেশই হোক্ পরিণামে ওদের মঙ্গল হবে। এসো—

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কিরাত পল্লীর সীমায়—কর্ণাট রাজার শিবির।

ঋতুপর্ণ, চন্দ্রাপীড় ও মিত্রবিন্দ্যা।

ঋতু—আমি বিস্মিত হ'চ্ছি চন্দ্রাপীড়, সুরথ এখনও কেন প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ল'না!—দ্বি-সহস্র সৈন্য নিয়ে তা'র সাহায্যে এসেছিলাম, এসে শুন্‌লাম সে—সুষেণের শিবিরে!—শিবিরে পত্র প্রেরণ কর্‌লাম—সুরথকে অবিলম্বে আমার নিকট সমর্পণ ক'র্‌তে! কিন্তু না এল সুরথ, না এল আমার পত্রের কোন উত্তর! সুষেণ কি তবে তাকে আয়ত্বে পেয়ে—

চন্দ্রা—আশঙ্কা কর্‌বেন না সম্রাট! মুষ্টিমেয় সঙ্গী নিয়ে···আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌তে কিছুতেই সে সাহস পাবে না।...

ঋতু—কিন্তু তবে সুরথ এত বিলম্ব ক'র্‌ছে কেন! আমার মন যে কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না। চল চন্দ্রাপীড়, শিবিরের বাইরে গিয়ে নিজে আমি দেখি সুরথ এল' কি না!

মিত্র—না বাবা,—সে তুমি পার্‌বে না! সুরথের সঙ্গে আমি আগে বাক্যালাপ না ক'রে কিছুতেই তোমাকে তার সাম্‌নে যেতে দেব না।

ঋতু—মা!

মিত্র—সে হয় না বাবা! সে জানে না, আমার কিম্বা তার বংশ-পরিচয়। তোমার মুখে যখন সেই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে, যখন শুন্‌বে যে তার পিতা তোমারই সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসে···না, না, আমার ভয় করে বাবা,...তোমাকে একা তার সাম্‌নে যেতে দিতে, তার পরিণাম ভাব্‌তে...আমার ভয় করে!

ঋতু—সে পরিণামকে আমি বুক পেতে গ্রহণ ক'র্‌ব মা! পিতৃঘাতী ব'লে সে যদি আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে না পারে···তার শাণিত অস্ত্র আমার লোল বক্ষে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করব! অতীতের যা কিছু পাপ আমার রক্তে ধুয়ে যাবে। তখন তো সে তোকে আর অস্বীকার কর্‌তে পারবে না। মৃত্যুর আগে তবু আমি দেখে যেতে পারব যে আমার মা-হারা মেয়ে তার স্বামীর পাশে স্থান পেয়েছে।

মিত্র—বাবা!—বাবা!

ঋতু—তাকে পরিচয় জান্‌তে দে মা! তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমায় তাকে সব কথা বল্‌তে দে। পরিচয় না জানিয়ে—কেমন ক'রে আমরা তাকে ফিরে পাব মা?

মিত্রবিন্দা—পাবে বাবা! লৌকিক আচারে বিবাহ না হ'লেও—তিনি নিজের মুখে, আমাকে তাঁর বধু বলে স্বীকার ক'রেছেন! তিনি তো আমার কাছ থেকে আর দূরে থাকতে পার-বেন না! তিনি নিশ্চয় ফিরে এসে আমায় গ্রহণ কর্‌বেন।

চন্দ্রা—কিন্তু, ঈশ্বর না করুন,—যদি সত্যই তাকে সেই দুর্বৃত্ত সুষেণ বধ ক'রে থাকে! তা হ'লে কি আর আমাদের অপেক্ষা করা সঙ্গত হবে মা?...

মিত্র—আমার মন ব'লছে সেনাপতি, সে হ'তে পারে না! তোমরা অন্ততঃ এই রাত্রিটুকু অপেক্ষা কর বাবা,—তিনি নিশ্চয়ই আজ রাত্রে ফিরে আসবেন। যদি না আসেন—কাল প্রভাতে চৈত্রপুরীর শিবির আক্রমণ কোরো!

ঋতু—বেশ, তবে তাই হোক। চন্দ্রাপীড়, এসো, তাহ'লে আর কাল বিলম্ব না ক'রে আমরা প্রভাত যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হ'য়ে থাকি!

মিত্র—আমায়ও নিয়ে চল বাবা,—শিবির সম্মুখে আমি তা'র জন্যে প্রতীক্ষা ক'রব! (সকলের প্রস্থান)

সুরথের প্রবেশ ও পরে সমাধি আসিল।

সমাধি—সুরথ!

সুরথ—একি! সমাধি তুমি এখানে!

সমাধি—তুমি আসতে পারো, আমি পারি নে বুঝি! মা, আমায় হাত ধ'রে শিবিরের পশ্চাৎ দ্বার পথে পাঠিয়ে দিলেন!

ঋতু—মা, পাঠিয়ে দিলেন!

সমাধি—ব'ললেন, তোমার মনের ভাব ভাল নয়। মিত্রবিন্দ্যা দেবীকে বলব আমি, সব সময় তোমার কাছে থাকতে—

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা! মিত্রবিন্দ্যা! তুমি আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ ক'র না সমাধি! মিত্রবিন্দ্যা নেই, সে আমার জীবনের দুঃস্বপ্ন!

সমাধি—সুরথ! তুমি উত্তেজিত হ'চ্ছ!—

সুরথ—না, না, আমি উত্তেজিত হই নি বন্ধু, তা যদি হ'তাম তা হ'লে ঋতুপর্ণের শিবির বায়ু নিহত পিতৃ আত্মার তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে

এতক্ষণে আমার কাছে বিষাক্ত বলে মনে হ'ত! সুস্থ মস্তিষ্কে এখানে দাঁড়িয়ে আমি এ বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ কর্‌তে পার্‌তাম না! উন্মত্ত জাগ্রত প্রতিহিংসার মত অস্ত্র ক'রে ধাবিত হয়ে এতক্ষণে ঋতুপর্ণের ঐ উদ্ধত শির—

সমাধি—সুরথ! সুরথ!—ঐ তো রাজকন্যা—হঁা, ওকেই তো মা দেখিয়া দিয়েছিলেন। যাই, ওকে পাঠিয়ে দিই। (প্রস্থান)

সুরথ—মা! মা! তুই একি কর্‌লি মা! একি অকূল সমুদ্র মধ্যে আমায় নিক্ষেপ ক'রে তুই আড়ালে দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখ্‌ছিস সর্ব্বনাশী!

অপর দিক হইতে মিত্রবিন্দ্যা প্রবেশ করিল।

মিত্র—ভবানী-ভক্ত সমাধির মুখে শুন্‌লাম তুমি ফিরে এসেছ আমার কাছে। তাই ছুটে এলাম এদিকে...কখন এলে?

সুরথ—এইমাত্র—

মিত্র—জানো, আমার বাবা স্বসৈন্যে এসেছেন তোমায় কর্ণাটে ফিরিয়ে নিতে,—তোমার পরম শত্রু ওই সুষেণকে শাস্তি দিতে!

সুরথ—জানি—

মিত্র—কিন্তু এ-ও জান্‌তে কি যে আমিও এসেছি এই সঙ্গে?

সুরথ—জান্‌তাম—

মিত্র—তাই তখ্‌খনি চ'লে এলে, না? আমি জান্‌তাম তুমি দেরী কর্‌বে না! কখ্‌খনো দেরী করবে না। যাবে আর অম্‌নি চলে আস্‌বে! দেখ,—তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে মনে হ'চ্ছিল-সময়ের যেন আর শেষ নেই। কিছুতেই ফুরুতে চায় না। তোমারও তেম্‌নি বোধ হ'চ্ছিল,—তাই এলে, তাড়াতাড়ি, না—?

সুরথ—না, সে জন্যে নয়।

মিত্র—নয়?

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা—!

মিত্র—একি! অমন ক'রে আমায় ডাক্‌লে কেন? তোমার ডাক্ শুনে আমার বুক এমন কেঁপে উঠ্‌ল'…বুঝি তুমি ডাক নি! এ কণ্ঠস্বর যেন তোমার নয়—! তোমার কি হয়েছে? বল, আমায় বল! ব'ল্‌বে না? বুঝেছি, কেন তোমার এ সঙ্কোচ! এর কারণ তোমার বংশ পরিচয়—

সুরথ—(চমকাইয়া) মিত্রবিন্দ্যা!—

পরে বুঝিল যাহা অনুমান করিয়াছিল—মিত্রবিন্দ্যা ঠিক সেই অর্থে কথা বলে নাই—বুঝিয়া আশ্বস্ত হইল।

মিত্র—আমি বল্‌ছি, আমি তোমার সমস্ত পরিচয় জানি। তুমি নিষাদ নও,—হীনবংশে তোমার জন্ম নয়। এক অতি গৌরবান্বিত বংশধারার সঙ্গে তোমার রক্তের সম্বন্ধ। সে বংশ পরিচয় আমি তোমায় আজ ব'ল্‌তে পার্‌বো না। তা বল্‌বার উপযুক্ত শক্তি, উপযুক্ত সাহস, এখনও অর্জ্জন করতে পারি নি আমি… পারেন্ নি আমার পিতা—তাই—তাই তাঁকে আজও তোমার কাছে আস্‌তে দিই নি। সবই তোমায় ব'ল্‌ব…সময় হ'লে সবই তোমাকে জানাবো…আমায় ক্ষমা কর, আমার উপর তুমি রাগ ক'রো না।

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা—মিত্রবিন্দ্যা—!

মিত্র—কি? বল, তুমি কথা বল। অমন চুপ্ ক'রে থাক্‌লে আমার ভয় হয়, বুঝি তোমার মনের এ দুঃখ শুধু আমারই জন্যে, আমাকে বধূ ব'লে গ্রহণ ক'রেছ ব'লেই—

সুরথ—তোমাকে বধূ বলে গ্রহণ করেছি বলে—

মিত্র—প্রভু, আমি যে জন্মান্ধ। আমার সমস্ত জীবন ব্যাপী শুধু যে অতলস্পর্শ অন্ধকার!

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা! মিত্রবিন্দ্যা!

জনম দুঃখিনী—ওগো সঙ্গিনী আমার,
চিরদুঃখী সুরথের পার্শ্বে যদি তুমি না দাঁড়াতে,
এ নিবিড় বেদনায় কে বুঝিতে তবে?
কে দানিত এই ক্ষতে চন্দন প্রলেপ?
দাঁড়ায়েছি জীবনের মহা সন্ধিক্ষণে,
কি সে সন্ধিক্ষণ, কত সে ভীষণ···
বুঝাবার নহে তা তোমারে।
উন্মত্ত প্রচণ্ড ঝঞ্চা প্রলয় তাণ্ডবে
রুদ্র ভৈরবের ন্যায়
অহর্নিশা ডাকিছে আমায়।
সে আহ্বানে ছুটিতাম কক্ষহারা উল্কার সমান
আনিতাম বিশ্বমাঝে জ্বালামুখী অনন্ত প্রলয়।
কিন্তু ওই...ওই দুটী
প্রেমের মিনতি ভরা অন্ধ আঁখি শুধু
দুশ্ছেদ্য বন্ধনে মোরে রেখেছ বাঁধিয়া।
সাধ্য নাই লো কল্যাণী,
তোমার প্রেমের ফাঁস ফেলিব ছিঁড়িয়া।

মিত্র—প্রিয়তম! প্রিয়তম!

সুরথ—যাও প্রিয়া, তোমার পিতার পাশে জানায়ো মিনতি আমার সাহায্য হেতু রণ আয়োজন

পরিত্যাগ করিতে এখনি।
স্পর্শিয়া শ্রীকর তব কহি সত্য বাণী,
তুমি বধু, তুমি মোর জীবন মানসী
তবু···তবু দেবী,···কর্ণাটের সনে
করি' মিত্রতা স্থাপন
সুরথ সাহায্য লবে কর্ণাট সেনার,
নহে ইহা দৈবের নির্দ্দেশ।
যাও, যাও দেবী,—
কোন প্রশ্ন শুধায়ো না···ক্ষান্ত কর
মম তরে রণ আয়োজন।

মিত্র—যথা অভিরুচি তব। বিপাসা—

বিপাসা আসিয়া হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

সুরথ—সত্যই কি পূর্ণ আমি!
মিত্রবিন্দ্যা-প্রেমে মোর
পরিপূর্ণ সমস্ত অন্তর!—পূর্ণ যদি
কেন তবে বারবার চকিত বিদ্যুৎসম
অন্তর বিক্ষুব্ধ হয় জ্বালার তাড়নে!
কত চাহি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে,
মুছে দিতে মর্ম্ম পট হ'তে
সেই মূর্ত্তি করাল ভীষণ।
যত মুছি ততবার ভেসে ভেসে ওঠে
রক্ত সিক্ত পিপাসিত আত্মার মূরতি!
পিতা, পিতা, হে অলক্ষ্যচারী মোর জনক দেবতা,

সম্মুখে উদিত হ'য়ে,
একবার স্পষ্ট ভাষে ব'লে যাও মোরে
কা'র বক্ষ রক্ত লাগি পিপাসা তোমার !
না না—নীরব থেকো না পিতা !
এ অন্তরে স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, নাহি দুর্ব্বলতা,
ধ'রেছি নির্ম্মম করে শাণিত ছুরিকা—

শীঘ্র কহ, চাহ তুমি ঋতুপর্ণ রাজার শোণিত ?

পশ্চাতে ঈষৎ অন্ধকার ঋতুপর্ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঋতু—সুরথ ! পুত্র !

সুরথ—কে ! পুত্র বলি' কে ডাকিল মোরে !
পিতা, তুমি মোর পিতা !

ঋতু—নহি পিতা, দণ্ড নিতে আসিয়াছি
চির অপরাধী পিতৃঘাতী ঋতুপর্ণ আমি।

সুরথ—পিতৃঘাতী ঋতুপর্ণ…পিতৃ-হত্যাকারী !
তপ্ত রক্ত, তপ্ত রক্ত দিয়ে তব
পিতৃ-হত্যা প্রতিশোধ লব।—(ছুরিকা তুলিয়া)
একি হ'ল। নিশ্চল অবশ বাহু সর্ব্বশক্তি হারা,
শিথিল এ মুষ্টি হ'তে খ'সে পড়ে শাণিত ছুরিকা !

ঋতু—পুত্র…

সুরথ—ঐ কণ্ঠ—ঐ কণ্ঠ স্বরে তব উদ্বেলিত
স্নেহ-সিন্ধু জাগায় কল্লোল।
বাৎসল্য প্লাবিত ঐ অশ্রুসিক্ত কাতর নয়ন
বিবশ করিল মোরে…ভুলাইল প্রতিজ্ঞা কঠোর !

হে মায়াবি—এত স্নেহ অন্তরে তোমার !
দাক্ষিণ্য-পূরিত এই ঋষি সম শুদ্ধ মূর্ত্তি ধরি'—
কেমনে···কেমনে বধিলে তুমি জনকে আমার ?
বল···বল একবার—জনশ্রুতি মিথ্যা শুনিয়াছি,
প্রতারিত শ্রবণ আমার—

ঋতু—বৎস, জনশ্রুতি মিথ্যা নহে,
আলিঙ্গন মাঝে মোর সৌবল নিহত !
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তরে
বিংশতি বৎসর আমি
যাপিয়াছি তোরই প্রতীক্ষায় !
এসেছিস যদি পুত্র আয়, একবার আয়
মোর বুকে। অঙ্গীকার করি পুত্র,
সুষেণে বধিয়া তোর পিতৃরাজ্যে বসাইব তোরে।

সুরথ—ক্ষমা কর কর্ণাট ঈশ্বর।
তোমার কৃপার দান
সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিল সুরথ।

ঋতু—সুরথ···সুরথ···পুত্র...

সুরথ—স্তব্ধ হও, তুমি মায়াধর,—
স্নেহ উচ্ছসিত কণ্ঠে—পুত্র বলি'
সম্বোধন করিয়ো না মোরে।
পিতৃ-রক্ত স্রোতধারা—
তোমার আমার মাঝে বয়ে যায় প্রলয় প্লাবনে।
সে বিপুল তরঙ্গ তাড়নে—
ভেসে চলিলাম আমি অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকার পানে।

পুনঃ যদি শক্তি লভি'—
আপন পৌরুষে হৃত-রাজ্য করিব উদ্ধার !
সে কারণ, পিতৃঘাতী-কর্ণাটের উপহার নাহি প্রয়োজন।

(প্রস্থান।)

ঋতু—সুরট ! সুরথ !—

(চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

চন্দ্রা—সর্ব্বনাশ মহারাজ,—
অতর্কিতে বস্ত্রাবাস আক্রমণ ক'রেছে সুষেণ !
ঋতু—যাক্ সৈন্য…যাক্ বস্ত্রাবাস,
সর্ব্বস্ব হরিয়া মোর ঐ হের…ঐ হের পলায় তস্কর ;
চন্দ্রাপীড়, ধরো ধরো সুরথেরে !—

(উভয়ের প্রস্থান)

মিত্রবিন্দ্যা ও সমাধির প্রবেশ।

মিত্র—ঐ-ঐ হের…স্বামী মোর চলে যায়
ত্যজিয়া আমারে—ধরো-ধরো—
শীঘ্রগতি ধরে আনো তারে !—
সমাধি—কোথায় তোমার স্বামী ! আমি তো দেখ্‌ছিনা !
মিত্র—আমি দেখিতেছি তারে…আমি দেখিতেছি !
অন্ধ আঁখি সম্মুখে আমার
বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী জ্বেলেছে আলোক ;
এই দেখ' সতীরাণী শঙ্করীর [illegible] তৃতীয় নয়ন !
সে আলোকে দেখিতেছি—

স্বামী মোর চলে যায় ত্যজিয়া আমারে—
আমিও পশ্চাতে যাবো, ফিরাব তাঁহারে।
স্বামী…স্বামী…

সমাধি—আমায়ও নিয়ে চল মা,…আমায়ও নিয়ে চল!—

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর—ঝড়…জল।

সুরথ ও মায়ার প্রবেশ।

সুরথ—সত্য বল, তুমি দেবী কিম্বা কোন যাদুকরী, রাক্ষসী, কিন্নরী!

মায়া—সুরথ!

সুরথ—কর্ণাট শিবির সীমা ত্যাগ ক'রে উন্মাদের ন্যায় ছুটেছিলাম নিরুদ্ধ শ্বাসে। ছুটতে ছুটতে শেষে দুস্তর সাগর তীরে এসে পেলাম বাধা। মনে ভাবলাম, কেমন ক'রে পার হব এই অকুল সাগর,—সহসা সমুদ্র মধ্যে কোথা হতে তরী নিয়ে দেখা দিলে তুমি! পার করে আন্‌লে আমায় এই নির্জ্জন দ্বীপ মধ্যে।

মায়া—তুমি তো দেশান্তরি হতেই চাইছিলে…তাইতো আনলেম তোমায় এখানে, ভাল করি নি?

সুরথ—ভালই ক'রেছ দেবী! এ স্থানে আমি শক্তির সাধন পীঠ স্থাপন ক'রব…

মায়া—সাধনা ক'রবে…এই তরুণ বয়সে! ওগো যৌবন যোগী—তোমার এ সংসার বৈরাগ্যের হেতু?

সুরথ—নারী—!

মায়া—রাগ ক'র্চ্ছ ? তা ভালই তো...। তোমায় এখানে এনে আমি তোমার তপস্যায় সাহায্য কর্‌লুম! এবার আমায় কি প্রতিদান দেবে বল ?

সুরথ—বল, কি চাই— ?

মায়া—প্রতিজ্ঞা কর—আমি যা চাইব—তুমি আমাকে তাই দেবে—

সুরথ—প্রতিজ্ঞা— ?

মায়া—হ্যাঁ, তোমার উপাস্য দেবীর নাম নিয়ে শপথ কর— !

সুরথ—বেশ, মা ভবানীর নাম নিয়ে শপথ ক'চ্ছি—তোমার এই উপকারের বিনিময়ে আমার কাছে যা চাইবে—তাই দেব তোমায়। বল—কি চাই ?

মায়া—আমার প্রার্থনা—এই দ্বীপমধ্যে আজ রাত্রে তুমি মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ—প্রাণী মাত্র প্রবেশ কর্‌তে দেবে না।

সুরথ—এতে তো আমার তপস্যারই সুবিধা হবে। আমি মা ভবানীকে সাক্ষ্য রেখে প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—কোন প্রাণীকে এ দ্বীপে আজ রাত্রে প্রবেশ কর্‌তে দেব না। বল দেবী,—তুমি তৃপ্তা ?

মায়া—তৃপ্তা! হ্যাঁ—আমি তৃপ্তা—তৃপ্তা—হাঃ হাঃ হাঃ—

(অন্তর্দ্ধান)

সুরথ—নারী! নারী! চ'লে গেল, বুঝি গেল বায়ু স্তরে মিশি!
কে এ নারী!—যে হোক্—সে হোক্—
মোর তাহে কিবা এসে যায়!
মনে পড়ে বারম্বার—সেই এক মুখ—একই ছবি শুধু!
সে আমার পিতৃ আত্মা—প্রতিহিংসা ময় !

শূন্য বায়ুচারী পিতা,
কা'র পরে প্রতিহিংসা তব ?
পথমাঝে বারম্বার শুনিলাম
কার যেন স্নেহ সম্ভাষণ—
"রে সন্তান,—রক্ত দিয়ে নাহি হয় রক্তের তর্পণ
বৃথা তোর অন্তরে আক্রোশ ;
ফিরে যা...ফিরে যা গৃহে।"
দৈববাণী !—কিম্বা মোর
দুর্ব্বল এ হৃদয়ের শুনিয়াছি
প্রতিধ্বনি শুধু ! যে হোক্ সে হোক্,
এ জীবনে ফিরিব না কর্ণাট আশ্রয়ে।
কর্ণাটের দয়া ভিক্ষা কভু করিব না।
পশ্চাতে ফেলিয়া যত প্রবঞ্চনা স্বার্থের সঙ্ঘাত,
আসিয়াছি জনহীন ভীষণ শ্মশানে,
চারিদিক তরঙ্গিত লবন সাগর ;
এ নির্জ্জন দ্বীপ মাঝে শক্তির সাধন পীঠ
করিয়া স্থাপন—শক্তি বর মাগি ল'ব
অত্যাচারী সুষেণে বধিতে।
পারি ভাল—নাহি পারি নির্ব্বান্ধব নির্জ্জন শ্মশানে
জীবন আহুতি দিব—তবু করি পণ—
কর্ণাট সীমান্ত মাঝে আর না পশিব। (প্রস্থান)

তরঙ্গিত সমুদ্রবক্ষে একখানি তরণীতে মিত্রবিন্দা ও সমাধি

সমাধি—ঐ—ঐ সেই ভৈরব শ্মশান। শ্মশান মধ্যে ওকি—ও যে মায়ের ভৈরবী মূর্ত্তি—!

মিত্র—ঐ—ঐ আমার স্বামী !

সমাধি—কোথায় সুরথ ! আমি দেখ্‌ছি আমার ভৈরবী মাকে। দেখ্‌ছ মায়ের মূর্ত্তি।

মিত্র—আমি দেখিনা, আমি দেখিনা—ত্রিসংসারে আমি আর কিছু দেখিনা...শুধু আমার স্বামী, আমার স্বামী—! নৌকা ভিড়াও···নৌকা ভিড়াও—নইলে আমি জলে ঝাঁপ দেবো।—

(নৌকা ভিড়িল, উভয়ে তীরে নামিল)

সমাধি—মা, মা, মহামায়া—

(ছুটিয়া প্রস্থান করিল)

মিত্র—স্বামী, স্বামী, আমার স্বামী !—

(মিত্রবিন্দ্যা যাইতেছিল ; সুরথের কণ্ঠস্বরে থামিল)

সুরথের প্রবেশ

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা ! মিত্রবিন্দ্যা !

মিত্র—স্বামী ! স্বামী ! ফিরে এসো শ্মশান হইতে !—

সুরথ—পারিব না ফিরে যেতে ; তুমি ফিরে যাও।
করিয়াছি পণ গৃহে ফিরিব না আর—যাবনা কর্ণাটে ;
ফিরে যাও, তুমি দেবী ;—

মিত্র—না—না, একা ফিরে নাহি যাবো,
হোয়ো না নিষ্ঠুর, ধরি পায়
হে আমার জীবন দেবতা,—
পার্শ্বে রাখো তব !

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা—মিত্রবিন্দ্যা,
বাণী মাত্র নয়,—ইষ্ট দেবী ভবানীরে

করিয়া স্মরণ…করিয়াছি প্রতিজ্ঞা কঠোর !
সত্য যদি বধূ হও মোর,—
সতীত্বের গর্ব্ব কর যদি,—
পাতিব্রত্য হয় যদি জীবনের ব্রত,
পতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রো না রমণী।

মিত্র—আমি সতী পতিব্রতা। (নৌকায় উঠিল)
পাতিব্রত্য ধর্ম্মে মোর সাক্ষ্য করিয়াছ
র'ব না শ্মশানে তবে, ফিরাবো না তোমা।
ভগ্ন তরী রন্ধ্রপথে সিন্ধু জল উঠিতেছে ঝলকে ঝলকে—
ঝঞ্ঝা মাঝে ডুবে যাবো অতল সাগরে—
সেই সিন্ধুতল হ'তে, অনাদি অনন্তকাল
উচ্চারিত হ'বে উর্ম্মিমুখে
মিত্রবিন্দ্যা সতী নারী—মিত্রবিন্দ্যা চির পতিব্রতা !

সুরথ—মিত্রবিন্দ্যা…মিত্রবিন্দ্যা, জীবন সঙ্গিনী,—

মিত্র—স্বামী, স্বামী, কাঁদিতেছ তুমি !
না, না কাঁদিও না।
প্রসন্ন হৃদয়ে মোরে—
দেহ আজ অন্তিম বিদায়।
অতল শীতল মৃত্যু পদতলে রাখি'
শুন তোমা বলে যাই বিদায়ের পরম মিনতি।
আমার মরণে তুমি নহ অপরাধী,—
আমি তব পিতৃঘাতী শত্রুর তনয়া,
তাই, তাই হে জীবন স্বামী,—
এই মৃত্যু বিধির বিধান।

সুরথ—না, না, বিধির বিধান নহে;
মিত্রবিন্দ্যা, জানি আমি
তুমি মোর শত্রুর তনয়া,
তাই আমি নিজহস্তে, এই মৃত্যু
দিলাম তোমারে।

নেপথ্যে-সমাধি—মা, মা, মহামায়া মা আমার,
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি মা!—

সমাধির প্রবেশ।

সমাধি—ওকি! তরণীতে ও কে! রাণী মিত্রবিন্দ্যা? না, না,—
ওই তো আমার মহামায়া মা!—মা—মাগো, ফিরে আয়—
ফিরে আয়···

মিত্র—বিদায়···বিদায়!

সমাধি—সুরথ! সুরথ!

সুরথ—আর কেন, আর কেন বিলম্ব এখন!
নয়ন সম্মুখে মোর, বিসর্জ্জিতা করিয়াছি
জীবনের সোনার প্রতিমা;
আর কেন এ ছার জীবনে?
মিত্রবিন্দ্যা···মিত্রবিন্দ্যা···
জন্ম জন্ম সঙ্গিনী আমার,—

(সুরথ জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত—আকাশে শ্রীদুর্গা মূর্ত্তির আবির্ভাব)

শ্রীদুর্গা—ক্ষান্ত হও হে সুরথ,
মিত্রবিন্দ্যা তরে তুমি হয়ো না কাতর।
মায়ারূপে আমি মাতা, আমি জায়া, আমিই ভগিনী;
আমারে অর্চ্চনা কর—ফিরে পাবে মিত্রবিন্দ্যা সতী!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মেধস্ আশ্রম সান্নিধ্য—

মেধস্ ও সুরথ।

মেধস্—বৎস, ধৈর্য্য ধর, চঞ্চলতা কর পরিহার ;
স্থির জেনো, সকলি মায়ের খেলা!
সুরথ—সবই বুঝি ঋষিবর,
তবু কেন এ অন্তর মানে না বারণ!
এখনও পরাণে জাগে, বেদনা বিহ্বল সেই
অন্ধ দুটী নয়ন তাহার!
আলোর ভিখারী সম
মিনতি জানা'ল আসি' আমারি দুয়ারে ;
মৃদুবায়ে কম্পমান বন-লতা সম
একান্ত বিশ্বাস ভরে,
আমারি জীবন তরু করিল আশ্রয়।
ঋষিবর, আমি তারে নিজ হস্তে উৎপাটিত করি'
বিসর্জ্জিতা করিলাম কাল সিন্ধু জলে।
মেধস্—বৎস, মিত্রবিন্দ্যা তরে আর হয়ো না কাতর।
নিশ্চিত জানিও মনে—
জীবনের শ্রেষ্ঠতমা বাঞ্ছিতা যে নারী,
তাহারে হরণ করি' দেখিছে জননী,
কত দূর বিশ্বাস তোমার—
কত তব অন্তরের বল!

সুরথ—গুরুদেব !

মেধস্—ক্লৈব্য পরিহর পুত্র।

অত্যাচারী সুষেণের করে
পরাজিত ঋতুপর্ণ, বীর চন্দ্রাপীড় !
বন্দী তা'রা সুষেণের লৌহ কারাগারে।
মায়া অধিশ্বর দুষ্ট ; তা'রে পরাজিতে
মহাশক্তি আরাধনা করিতে হইবে।
মাতার ইঙ্গিত শুনি'—
সাঙ্গ করি তীর্থ পর্য্যটন···তাই আমি—
পুনর্ব্বার আসিনু আশ্রমে !

নেপথ্যে করুণ গীত ধ্বনি উঠিল।

সুরথ—ওকি গীতধ্বনি গুরু !

কিম্বা শুনি করুণ ক্রন্দন !

মেধস্—নিপীড়িতা ধরার ক্রন্দন,

গীত-ছন্দে ওঠে মর্ম্ম ভেদি'।
ওই হের, মূর্ত্তিমতী হয়ে সেই বেদনা রূপিনী,
—বিবাগিনী বেশে ওই গান গেয়ে যায়।

ধরত্রীর প্রবেশ ও——গীত

নিপীড়িতা পৃথিবীকে কর কর ত্রাণ
অসুর সংহারী হে ভগবান॥
দৈত্য অত্যাচারে সন্তান তা'র
অন্ন বস্ত্রহীন করে হাহাকার—
নিরস্ত্র নির্জ্জিত শৃঙ্খল পায়
পাষাণ কারাগারে কাঁদে হতমান॥

(প্রস্থান)

মেধস্—বৎস, শুনিলে তো ধরার ক্রন্দন ?

সুরথ—শুনিলাম গুরুদেব, কহ ত্বরা
ধরণীর এ ক্রন্দন কেমনে ঘুচিবে ?

মেধস্—বাসন্তী-সপ্তমী-লগ্ন-আসন্ন এখন,
পূজা উপচার সনে,
প্রতীক্ষিছে আশ্রমে সমাধি।
জননীর কর পূজা,
হীনবল আর্ত্তজন শক্তি পাবে তাহে,
স্বাস্থ্য পাবে, বিত্ত পাবে, পাবে পরমায়ু,—
ধরণীর ঘুচিবে ক্রন্দন।
যাও বৎস, মায়ের মন্দিরে ; আসিতেছি আমি।

সুরথ—শিরোধার্য্য আজ্ঞা দ্বিজবর—

(প্রস্থান)

মেধস্ গমনোদ্যত···কোলাহল করিতে করিতে
কিরাতগণের প্রবেশ।

মংরু—ঠাকুর মশাই গো, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমাদের বাঁচাও তুমি।

মেধস্—একি ! কিরাতগণ, তোমরা কাঁদছ কেন ? কিসের দুঃখ তোমাদের ? শুনেছি রাজা তোমাদের প্রচুর অর্থ দিয়েছেন।

বিষাণ—দিয়েছিলেন গো, কিন্তু এখন আসল তো নিয়েছেনই, আমাদের ঘটী, বাটী, মান, প্রাণ, ঝি, বউ শুদ্ধ সুদ্ বলে টান দিয়েছেন।

মেধস্—সেকি ?—

মংরু—আমাদের টাকা পয়সা দিয়ে, অনেক মদ খাইয়ে, সে যাদু ক'রেছিল। আমাদের গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরগুলো ভাঙ্‌লে;—ব'ল্‌লে, এখানে তোদের জন্যে কোঠাবাড়ী তৈরী হবে। নিজেরাই আমরা শাবল, কোদাল ধ'রে বাপ পিতামহের ভিটে ভাঙ্‌লাম, নিজেরাই ইঁট পাথর বয়ে, কোঠাবাড়ী তৈরী কর্‌লাম। বাড়ীও শেষ হ'লো—আমাদের অম্‌নি রাজার সেপাইরা কুকুর বেড়ালের মত তাড়িয়ে দিলে।

মেধস—বল কি ? কিরাত পল্লীতে এখন তা হ'লে...

বিষাণ—রাজার প্রমোদ ভবন ঠাকুর...রাজার প্রমোদ ভবন! আমাদের বল্‌তে কিছু নেই···সব নিয়েছে!

মংরু—আছে কেবল, আমার এই একটা পিতলের ধুচুনি। তাও আরশুলা ভর্ত্তি।

বিষাণ—আমরা জ্যান্তে ম'রে আছি ঠাকুর—না—ম'রে জ্যান্ত মানুষের মত কথা কইছি তাই বোঝার ক্ষমতা নেই।

মেধস- হা অভাগ্যদল, সত্য বটে,

জীবন্মৃত তোমরা সকলে—

কিম্বা সবে গতআয়ু মানব-কঙ্কাল—

বুঝিবার সাধ্য নাহি আর।

মংরু—কি হবে ঠাকুর! শুনেছি সুরথ আপনার শিষ্য। সে আমাদের দুঃখ বুঝত'! আমাদের না হয় তার কাছে নিয়ে চলুন।

মেধস—তাই চল বন্ধুগণ,

মাতৃপূজা মগ্ন আজি সাধক সুরথ।

উজ্জীবিতা জননীর আশীর্ব্বাদ লভিবে সকলে।

ভেদাভেদ দূরে যাবে—

দৃপ্ততেজ পাবে সবে বাহুতে হৃদয়ে।
আয় আয় ওরে সর্ব্বহারা—
সর্ব্বজন লাঞ্ছিত—কাঙাল,—
আয় তোরা বিশ্বজয়ী বর লাভ তরে।

মংরু—অ্যাঁ, আমরা মায়ের বর লাভ করব, মায়ের প্রসাদ পাবো! কি আনন্দ, ভাব্‌তেও বুক যেন আনন্দে ফুলে উঠ্‌ছে। চল্ চল্…ভাই সব! মায়ের পুজা ক'রে মায়ের কাছে শক্তি ভিক্ষা কর্ব্ব! তারপর ঐ অত্যাচারী সুষেণের প্রমোদ গৃহ ধ্বংশ ক'রবো। ঐ অত্যাচারীকে আমরা বধ ক'রবো—বধ ক'রবো!

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কিরাত পল্লীতে সুষেণের প্রমোদ গৃহ।
সুষেণ সিংহাসনারূঢ়!
বন্দী অবস্থায় ঋতুপর্ণ ও চন্দ্রাপীড় দণ্ডায়মান।

সুষেণ—মনে পড়ে রাজা ঋতুপর্ণ, মনে পড়ে সেনাপতি চন্দ্রাপীড়, সুরথকে চৈত্রপুরীর রাজমুকুট প্রত্যর্পণ কর্‌বার জন্যে তোমরা আমায় উদ্ধত কণ্ঠে শাসন ক'রেছিলে ;—অন্যথায় বলেছিলে আমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হ'য়ে ধূলায় লোটাবে। মূর্খ তোমরা, জান্‌তে না যে মায়া বলে বলীয়ান সুষেণের সমক্ষে এরূপ স্পর্দ্ধা করা ও জীবন্ত মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা।

ঋতু—তোমার সম্মুখে বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে তোমার এ শক্তি গর্ব্ব শোন্‌বার চেয়ে সেই মৃত্যুই আমাদের কাম্য! তুমি আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কর অত্যাচারী!

সুষেণ—মৃত্যুদণ্ড ! সেনাপতি চন্দ্রাপীড়েরও কি সেই অভিমত ? একবার আমার কাছে করযোড়ে দয়া ভিক্ষাও ক'রে দেখ্‌বে না ?

চন্দ্রা—স্তব্ধ হও স্পর্দ্ধিত বর্ব্বর ! করযোড়ে দয়া ভিক্ষা ! মুক্ত কর্‌তে পার্‌তাম যদি এই শৃঙ্খলিত কর, তাহ'লে তোর পাপজিহ্বা উৎপাটিত ক'রে এর উত্তর দিতাম।

সুষেণ—হাঃ হাঃ হাঃ ! শৃঙ্খল উন্মুক্ত কর না বীর ? শক্তি নেই ?

ঋতু—শক্তি ! বার্দ্ধক্য-পীড়িত স্থবির আজ এই ঋতুপর্ণ ! তবু তার সে শক্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল সুষেণ, যার দ্বারা তোমার মত পাপীর মস্তক সে স্কন্ধচ্যুত করতে পারে। কিন্তু আমার পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। সুরথ আর মিত্রবিন্দ্যা আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

চন্দ্রা—মহারাজ ! মহারাজ !

সুষেণ—হাঃ হাঃ হাঃ ! তাদের জন্য কাতর হ'য়ো না রাজা ! মিত্রবিন্দ্যা আজ মৃত্যুর গহ্বরে...সুরথও শীঘ্রই যাবে তার কাছে,—আর যদি চাও—আমি তোমাদেরও অবিলম্বে তারই কাছে প্রেরণ করবার ব্যবস্থা কর্চ্ছি—
প্রতিহারী !—

প্রতিহারীর প্রবেশ।

ঋতু—তাই কর সুষেণ···তাই কর, তা যদি পার তা'হলে মৃত্যুর পূর্ব্বে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা ক'র্‌ব, পাষাণের বুকেও দয়া আছে—দয়া আছে।

(প্রতিহারী তাহাদের লইয়া প্রস্থান করিল)

মায়ার প্রবেশ।

মায়া—সুষেণ!

সুষেণ—মায়া! মায়া! এস, এস, আজ একি অপরূপ সাজে সেজেছ তুমি···এত রূপ, এত শোভা, এ যেন জীবনে দেখিনি!

মায়া—আজ আমার বড় সাধ তোমাকে আমার শেষ শোভা দেখাব, শেষ ঐশ্বর্য্য দেখাব; জীবনের পাত্র পূর্ণ ক'রে আজ তোমায় আনন্দ পরিবেশন করব!

নৃত্য ও গীত

একাকিনী বিরহিনী জাগি আধোরাতে,
বঁধু নাহি পাশে, নিদ নাহি আসে,
কণ্টক ফোটে হায় ফুল বিছানায়॥
আবার ফুটিবে ফুল উঠিবে চাঁদ,
আমারি মনের হায় মিটিল না সাধ,
যামিনীর ফুল যেন এ রূপ যৌবন,
নিশীথে ফুটিয়া লাজে ঝরে যায় প্রাতে।

সুষেণ—মায়া—মায়া, তোমার চোখে আজ একি আগুন···উর্বশীর চোখের আগুন···রতির চোখের আগুন···আমার বুক জ্ব'লে যায়···বুক জ্ব'লে যায়...! চন্দন পরশ...চন্দন পরশ দাও মায়া, বুকে এসো···বাহু ডোরে এসো···

মায়া—আমায় ছুঁয়োনা...পুড়ে যাবে।

সুষেণ—পুড়ে যাই ক্ষতি নাই···তোমায় বুকে না ধরতে পারলে আমি বাঁচবো না! ঐ নিটোল দেহ...ঐ লীলায়িত বাহু বল্লরী···ঐ রক্তিম মধুর ওষ্ঠপুট...

মায়া—না না...সর্ব্বনাশ হবে···ছুঁয়োনা...সর্ব্বনাশ হবে !

সুষেণ—সর্ব্বনাশে ভয় করি না...সর্ব্বস্ব নাও...তুমি বুকে এসো...

মায়া—পালাই···পালাই··· আমি পালাই··· ।

(ছুটিয়া পলায়ণ)

সুষেণ অনুসরণ করিতেছিল, ভট্টারক আসিয়া বাধা দিল ।

ভট্টা—মহারাজ, বলি ও মহারাজ···

সুষেণ—কে·?

ভট্টা—আমি আপনার ভট্টারক ! মেয়ে ছেলে ধরা বাইটা ছেড়ে— এখন কাজের কথা শুনুন...সমাধি বন্দী !

সুষেণ—সমাধি ! ওঃ—স্বীকার ক'র্‌লে ?

ভট্টা—কিছুতেই না !

সুষেণ—উত্তম, তাকে নিয়ে এস !— (ভট্টারকের প্রস্থান) মায়া চলে গেল ! আমায় ত্যাগ ক'রে গেল !—

সমাধিকে লইয়া ভট্টারকের পুনঃ প্রবেশ

ভট্টা—এখানো এসো দাদা ! মহারাজের সঙ্গে আলাপ কর, আমি আস্‌ছি । (প্রস্থান)

সুষেণ—সমাধি, তুমি সুরথের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ! দেবী পূজায় তার শ্রেষ্ঠ সহায় । তাই একমাত্র তুমিই পারো তার পূজা বন্ধ করতে ।—

সমাধি—পূজা—বন্ধ করতে ?—

সুষেণ—নির্ব্বিঘ্নে সে সপ্তমী, অষ্টমী দুর্গাপূজা ক'রেছে । শুনেছি, আজ নবমীর সন্ধিপূজা-সমাপ্ত করতে পারলেই, সে সর্ব্বজয়ী হবে । কিন্তু আমি তা' হ'তে দেব না । তোমাকে তাকে ব'ল্‌তে হবে,- দেবীর প্রত্যাদেশ শুনেছ,—সন্ধিপূজার প্রয়োজন নেই !

সমাধি—না, না,—আমি তো সে আদেশ শুনি নি!

সুষেণ—তবু ব'ল্‌তে হবে—

সমাধি—অসম্ভব—

সুষেণ—ব'ল্‌বে না?

সুষেণ ইঙ্গিত করিল, প্রহরী বন্দী যমুনা ও মুক্তিকে লইয়া আসিল

মুক্তি—মা, মাগো···একটু জল...একটু জল...

যমুনা—জল! কোথায় পাব বাছা! স্বামী ..স্বামী...

সমাধি—ওঃ—একি ভীষণ দৃশ্য! একি নিষ্ঠুরতা! মা মহামায়া, একি সমস্যায় ফেল্‌লি মা! জল···একটু জল···

সুষেণ—দেব জল, দেব মুক্তি, সঙ্গে দেব প্রচুর পুরস্কার···পরিবর্ত্তে···

যমুনা—পরিবর্ত্তে কি চায়...দেখ'-দেখ', বাছা আমার কথা কইতে পাচ্ছে না! একি, চোখদুটি এমন ক'চ্ছে কেন? স্বামী, স্বামী, যা চায়, তাই দাও! আমার বাছাকে বাঁচাও। বল—বল— কি চাও, তুমি কি চাও?

সমাধি—বল, কি চাও?

সুষেণ—পূজা বন্ধ কর, সুরথের পূজা বন্ধ কর!

সমাধি—না, না, আমি পার্‌বো না! পূজা বন্ধ কর্‌তে পার্‌বো না!

যমুনা—স্বামী-স্বামী!

সমাধি—অধীর হয়ো না যমুনা,···মাকে ডাক···এও আমার সেই মহামায়া মায়েরই পরীক্ষা!—

সুষেণ—উত্তম! দেখ' তবে, মা আজ কি চমৎকার পরীক্ষা নিতে তোমাদের টুটী ধরে এই মায়া কক্ষে টেনে এনেছেন। সুরথের

পরম সুহৃদ, মাতৃভক্ত সমাধি-বৈশ্য, স্বামী-স্ত্রীতে দাঁড়িয়ে দেখ, চোখ জুড়িয়ে যাবে; বুক্ শীতল হ'য়ে যাবে।—

(সুষেণ মুক্তিকে টানিয়া আনিল।)

যমুনা—একি! কোথায় নিয়ে চলেছ বাছাকে?

সুষেণ—আহুতি দিতে···আহুতি দিতে!

যমুনা—সে কি! কি ব'লছ' তুমি!

সুষেণ—শোন তবে, এই মায়াকক্ষের ভিত্তি গাত্রে রয়েছে এক গুপ্ত বাতায়ন; তার অবস্থান কোথায়, সে খবর আমি ছাড়া এ জগতে আর কেউ জানে না। সেই বাতায়নের উপর এক তীক্ষ্ণধার দৈব অস্ত্র স্থাপিত রয়েছে! বাতায়ন অভ্যন্তরে, যে কখনও প্রবেশ কর্‌বে, ভীষণ মৃত্যু তার পরিণাম। বজ্রপাত-ধ্বনিতে পৃথিবী কম্পিত করে, সেই অস্ত্রের ঘর্ষণে...দাঁড়াও··· তোমাদের আঁখির নিধিকে সেখানে স্থাপন করে, পরিণাম কি এখনি দেখাচ্ছি!

যমুনা—মুক্তি! মুক্তি!—(মূর্চ্ছা)

সমাধি—যমুনা···যমুনা, মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়লে! না, একে নিয়েই দেখছি আমার যত বিপদ!

মুক্তি—ছেড়ে দাও, আমায় একটিবার ছেড়ে দাও! আমি আর জল চাইবো না! আমার মা মুর্চ্ছিতা হয়ে প'ড়েছে! বাবার হাত বাঁধা, তিনি তাঁকে ধর্‌তে পাচ্ছেন না! একবারটি গিয়ে আমি শুধু আমার মাকে তুলে ধ'র্‌বো। সত্যি বলছি, মা সুস্থ হলেই আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আস্‌বো। ওগো, ছাড়ো, আমায় এই দয়াটুকু কর।

সুষেণ—দয়া! তোমার বাবা পরম দয়ালু, তাঁকেই বল না দয়া কর্‌তে!
নৃশংস পাষাণ আমি—আমার কাছে দয়া! হাঃ হাঃ হাঃ—

মুক্তি—ছাড়, ছাড়,—আমার মা বুঝি মরে গেল! বাবা! বাবা!
আমায় যে কিছুতেই ছেড়ে দেয় না!

সমাধি—ওরে...না, না, মা আছেন, তুই মায়ের পায়ে সমর্পিত!
ভয় কি বাবা মুক্তি! মাকে ডাক, তিনিই সব রক্ষা
ক'র্বেন!—মাকে ডাক মুক্তি!

মুক্তি—মা...মা...মা...!

যমুনা—(মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া) মুক্তি! মুক্তি! ফিরিয়ে দাও···ফিরিয়ে
দাও,—ওকে আমার বুকে! স্বামী! স্বামী!—

সুষেণ—এখনও বল—এখনও বল সমাধি, সুরথের সন্ধিপূজা তুমি
বন্ধ ক'র্‌বে কি না। নইলে এই সন্তানকে···

সমাধি—সন্তান! সন্তানের মৃত্যুভয় কি দেখাও মোরে;
দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ হ'তে—
ধরণীর অতি তুচ্ছ' কীট অনুকীট
সমতুল্য সন্তান যাঁহার—
চরণ আশ্রিত দাস আমি সেই জগৎ মাতার।
মায়া-পুত্রে কি দেখাও—
কি শোনাও পত্নীর ক্রন্দন?
সন্তান নাহিক মোর, নাহি জায়া,
নাহিক বান্ধব!
একমাত্র জীবন সম্বল,
জগন্মাতা অভয়া জননী!

হৃদপদ্মে ধ্যান করি সেই দুটী রাতুল চরণ,
যায় যাক্ মায়াপুত্র—মায়া পত্নী যাক্—
ছিঁড়ে যাক্ মিথ্যা যত মায়ার বন্ধন।
সম্মুখে জাগিছে অই—
তরঙ্গিত মহাব্যোমে অপূর্ব্ব আলোক!
হায় হায়, দেখা দেয়, পুনঃ কেন মেঘেতে লুকায়!
এস, এস হে পরমা-মুক্তি, স্থান দাও বুকে!

(ধ্যানস্থ হইলেন)

সুষেণ—তুমি বল…তোমার পাগল স্বামীকে এখনও বুঝিয়ে বল!

যমুনা—পাগল! পাগল আমার স্বামী!
কি আশ্চর্য্য! কাণে কাণে কে কহিছে যেন
কি ভয় পাগলে তোর! চেয়ে দেখ ওরে,
শ্মশান বিহারী এক দিগম্বর বিভোল পাগল
ড্রিমি ড্রিমি ডমরু বাজায়, বামে তার গিরিসুতা
আমি পাগলিনী! মরি, মরি, কি সুন্দর যুগল পাগল!
কপালের আধো চাঁদ আমার স্বামীর শিরে
অই ঢালে প্রেমের আলোক!
সে আলোকে স্বামী মোর হ'য়েছে পাগল!
আমি তাঁর হব পাগলিনী।
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও সন্তানেরে;
পাগল স্বামীর পাশে উচ্চশিরে র'ব চেয়ে নিস্পন্দ নয়নে।
আর তোমা নাহি ডরি আমি।

সুষেণ—উত্তম!—আয় তবে হতভাগ্য শিশু—

[মুক্তিকে লইয়া অগ্রসর হইল।]

(নেপথ্যে—সহসা কোলাহল উঠিল) আগুন, আগুন !

ভট্টারকের প্রবেশ ।

ভট্টা—মহারাজ, ও দিকে কর্ম্ম গয়া হয়ে গেছে। কিরাতেরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। তারা আমাদের এই প্রমোদগৃহ আক্রমণ ক'রেছে ! বন্দী চন্দ্রাপীড় ও ঋতুপর্ণকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ! এবার আপনি আপনার পথ দেখুন, আমিও আমার পথ দেখি। [প্রস্থান।]

সুষেণ—সে কি ! ওদের তোমরা বাধা দান কর—বাধা দান কর !

[প্রস্থান।]

সমাধি—যমুনা, চল এইবার আমরা যাই—আমরা যাই !—

যমুনা—কেমন করে যাবো ? আমাদের হাতে যে বাঁধন !

মায়ার প্রবেশ ।

মায়া—ভয় নেই···বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি ! (সকলের বাঁধন খুলিয়া দিল)

সমাধি—এসেছিস্ ! দে মা, আমাদের বাঁধন খুলে দে—খুলে দে !

মায়া—এইতো দিলুম। আর কি বাঁধন খুলে দেব ! আমি সুষেণের সঙ্গিনী ছিলুম, এই বাঁধন খুল্‌বার কৌশলই জান্‌তাম শুধু···

সমাধি—সুষেণকে ফাঁকি দিয়েছিস্ ব'লে সমাধির চোখে ধূলো দিতে পারবি নে মা ! আমায় মায়ার বাঁধন হ'তে মুক্তি দে তুই···

মায়া—(মুক্তিকে দেখাইয়া) এই তো দিলুম মুক্তি !

সমাধি—ও মুক্তি নয়, ও মুক্তি নয়, ও যে বাঁধন ! তুই আমায় চির মুক্তি দে মা !

মায়া—সে মুক্তি দেবার অধিকারী তো আমি নই সমাধি, আমি মায়া—অবিদ্যা ! যে লীলাময়ী কখনও বিদ্যা কখনও অবিদ্যারূপে,

কখনও সরলা কিরাতকন্যা কখনও বা বিশ্বমোহিনী মায়া মূর্ত্তিতে...কখনও জীবন দায়িনী কখনও বা মৃত্যুরঙ্গিনীরূপে বিরাজ করেন,—তিনিই দেবেন তোমায় বাঞ্ছিত মুক্তি! যাও—যাও মুক্তি সাধক, সেই ভুবন-আলো-করা মাতৃমূর্ত্তি দেখে এস' সুরথের পূজা মণ্ডপে—

[মায়া, যমুনা, মুক্তি ও সমাধির প্রস্থান।]

ভট্টারক ও সুষেণের পুনঃ প্রবেশ।

ভট্টা—চারিদিক থেকে কিরাত দল ঘিরে ফেলেছে! কিছুতেই বাধা দিতে পারলাম না...ওদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার কোন উপায় নাই···

সুষেণ—মূর্খ—অপদার্থ, শুধু তোমারই বুদ্ধি ভ্রংশের জন্য এই বিপদ জালে জড়িয়ে পড়লাম আমি। কিরাতদল উত্তেজিত... তারা সুরথের পূজায় যোগ দিয়েছে, কেন আমায় এ··· সংবাদ আগে দিলে না! কেন আমায় এই শত্রু বেষ্টিত পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ কর্‌লে তুমি? শুধু তোমার বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে—

ভট্ট—আমার বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে! ব'ল্‌ছেন তো বেশ...আর শোনাচ্ছেও বেশ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মহারাজ! কিরাতেরা উত্তেজিত কার নির্য্যাতনে? এই বিশ বৎসর ধরে কার অত্যাচারে— এ রাজ্যের প্রতি নরনারী মৃত্যু অভিশাপ দান ক'র্চ্ছে?

সুষেণ—ভট্টারক্—!

ভট্টা—চোখ রাঙাচ্ছেন কা'কে? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে··· আজ আর আপনার চোখ রাঙানি দেখে ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছি না! আমি যাবো...এখনো সময় আছে...ঋতুপর্ণ, চন্দ্রাপীড়ের পরিচালিত ঐ কিরাতদের কাছে আত্ম সমর্পন ক'র্‌ব।

সুষেণ—কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমায় গ্রহণ ক'র্‌তে হবে—এই প্রভু-
দ্রোহিতার শাস্তি— (অস্ত্রাঘাত করিতে গেল)

নেপথ্যে—জয় মহারাজ সুরথের জয় !—

(সুষেণ ভট্টারককে ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করিতে গেল। কিরাতগণ ধরিয়া ফেলিল···সঙ্গে ঋতুপর্ণ)

কিরাতগণ—কোথায় পালাবে তোমরা।

ভট্টা—ওরে বাবা সব, আমি পালাইনি...ওই সুষেণ পালায়···মহা-
রাজ সৌবলের হত্যাকারী পালায়—

(কিরাতগণ সুষেণকে ঋতুপর্ণের নিকট ধরিয়া আনিল)

ঋতু—কি...কি ব'ল্‌লে ! সৌবলের হত্যাকারী···সুষেণ !

সুষেণ—না,—না,—মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা...আমি নই...আমি নই···

ঋতু—ভট্টারক—ভট্টারক···

ভট্টা—ওই—ওই হত্যাকারী রাজা ! তোমার আলিঙ্গন-বদ্ধ সৌবলকে
পিছন থেকে গুপ্ত অস্ত্রে নিহত ক'রেছিল, তারই দেহ-
রক্ষী সেনানায়ক...রাজ্য লোলুপ সুষেণ !

সুষেণ—ক্ষমা...ক্ষমা···

ঋতু—ক্ষমা ক'রব ! আমার আবাল্য সুহৃদের হত্যাকারীকে আমি
ক্ষমা ক'র্‌ব !

চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ

চন্দ্রা—ক্ষমা নয় সম্রাট ! দেবী পূজায় পশু বলি বিধান ! পুণ্য লগ্নে
বলির পশু কবলে পেয়েছি ! ওকে আমার হাতে দাও·
আমার হাতে দাও—(অস্ত্রাঘাত)

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

বৈতালিকের প্রবেশ ও— গীত

এ দুর্দ্দিন রবে না তোর আসবে শুভদিন
নূতন আশায় বুক বাঁধ রে অন্ন বস্ত্র হীন ॥
রাত পোহাবে, এই আঁধারে রইবি না তুই ডুবে,
আশার সূর্য্য উঠবে আবার পূবে,
তুই সাহস ক'রে উঠে দাঁড়া, হবে দুঃখের আয়ু ক্ষীণ ॥
ধর্ম্ম জাগেন মাথার উপর, অসীম আকাশ তলে,
আজো তাহার চাঁদ সূরযের রুদ্র আঁখি জ্বলে।
এই সুখে রাখা দুঃখ দেওয়া যাহার হাতের খেলা,
তুই ধর দেখিরে তাহার চরণ-ভেলা,
তুই দেখ্‌বি সেদিন রইবি না আর এমন পরাধীন ॥

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

দৃশ্যান্তর

সম্মুখে পূজারত সুরথ।—মেধস্ মুনি

একপার্শ্বে করযোড়ে ঋতুপর্ণ, চন্দ্রাপীড়, কিরাতগণ

সুরথ—একি শুনি আশ্চর্য্য কাহিনী!
জনকে বধেছে মোর বর্ব্বর সুষেণ!
মহারাজ ঋতুপর্ণ, ক্ষমা কর
তব প্রতি অহেতুক আক্রোশ আমার!

ঋতু—অপরাধী নহ বৎস,
তুমি মোর স্নেহের ভাজন !
মেধস্—হে সুরথ,—তৃপ্তা মাতা পূজায় তোমার !
নিপতিত মহাশত্রু সুষেণ এখন…
পিতৃঘাতী, রাজ্যহারী সুষেণে বধিয়া
সমাগত চন্দ্রাপীড়, ঋতুপর্ণ রাজা !
হৃত রাজ্য সিংহাসন সনে ;
ফিরে পাবে সর্ব্ব অধিকার।
এইবার হে সুরথ,—
অন্য কোন বর লাভ বাঞ্ছা যদি থাকে,
জননীরে জানাও নির্ভয়ে।
সুরথ—দুর্গতি নাশিনী দেবী, হে দুর্গা জননী,
পরিতৃপ্তা তুমি যদি পূজায় আমার
ফিরে দাও বিসর্জ্জিতা মিত্রবিন্দ্যা মম!
গ্রহণ করিয়া তারে পিতৃসত্য পালিলাম যদি
কি কারণে কহো মাগো, পাব না তাহারে ?
তবুও নীরব মাতা !
কথা কহিবি না—দিবি না ফিরায়ে মোরে
আমার মানসী ! কি কাজ জীবনে তবে !
দেখ্, সর্ব্বনাশী, সন্তানের রক্তে তোর রাঙ্গা হ'ল
শিলাময় বেদী !
(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ; সহসা দেবী অন্তর্হিত হইল)
একি ! কোথা দেবী— !…আছে শুধু
মৃত্তিকার মঙ্গল কলসী !

কলসীর পুরোভাগে…
একি…মিত্রবিন্দ্যা—মিত্রবিন্দ্যা…

মিত্রবিন্দ্যার ছুটিয়া প্রবেশ

মিত্র—স্বামী…স্বামী…
সুরথ—অন্ধ নহ মিত্রবিন্দ্যা তুমি ?—
এমন কমল আঁখি কোথায় লভিলে ?
মিত্র—লভিয়াছি মার আশীর্ব্বাদে—
সুরথ—মা, মা, কোথা মাতা,
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি ?

শ্রীদুর্গার আবির্ভাব

দুর্গা—এই যে এসেছি বৎস।
পরিতুষ্টা তোমার পূজায়।
করি আশীর্ব্বাদ, সসাগরা ধরণীর আধিপত্য লভি—
রাজ্য কর মহা শান্তিময়।
বাসন্তী সপ্তমী আর অষ্টমী, নবমী
আমারে অর্চ্চিয়া তুমি হলে সিদ্ধকাম।
প্রতিবর্ষে এইকালে মাতৃপূজা করিবে যে জন
ধন, জন রাজ্যলাভ—সর্ব্বাভিষ্ট পূর্ণ হবে তার।

সমাপ্ত।

বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে
মনোগ্রাহী অথচ দামে
সস্তা বলেই লিপ্টনের
জাকুজা চা বাজারের
সব চেয়ে সেরা খরিদ

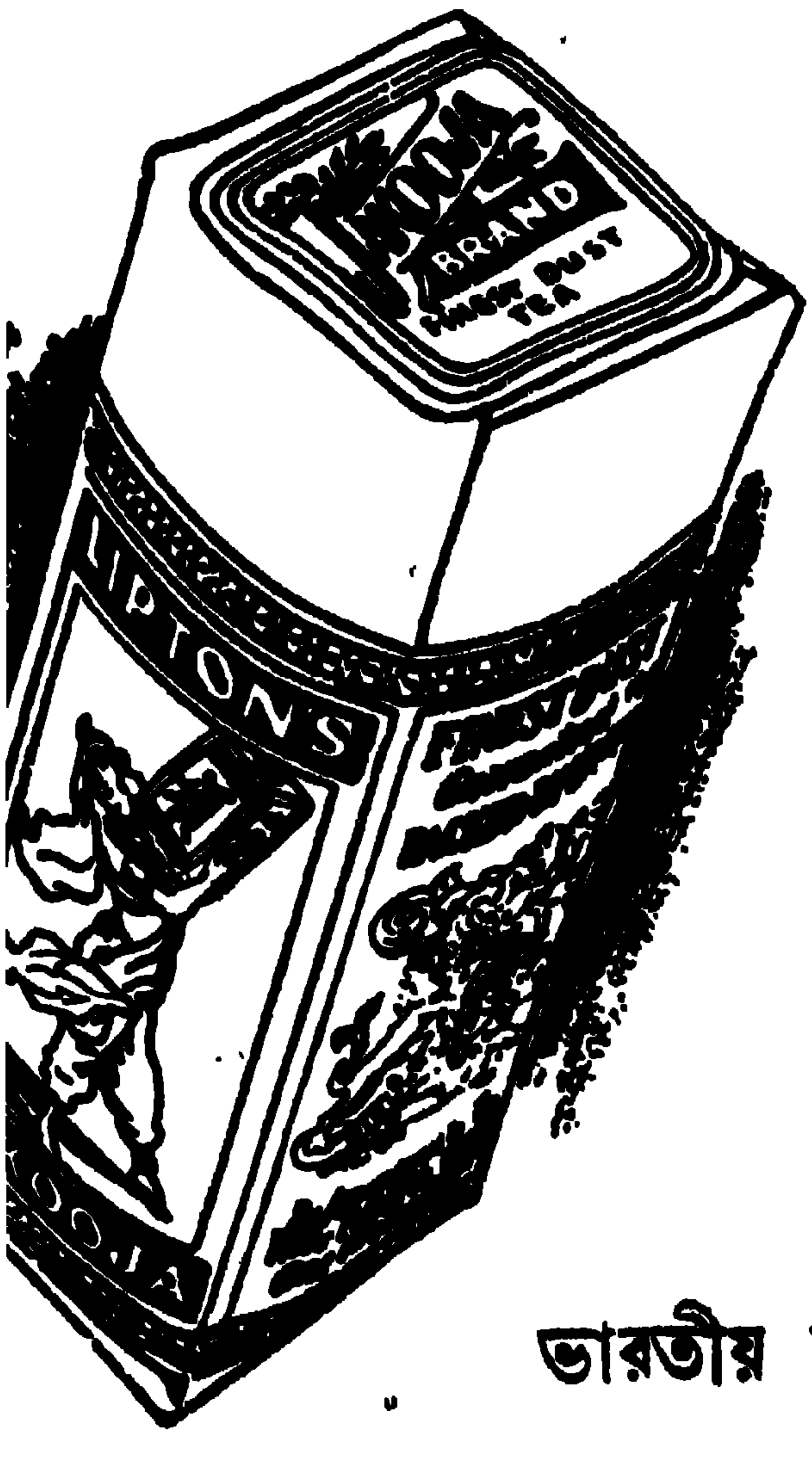

লিপ্টনের
জাকুজা চা

ভারতীয় চায়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট গুঁড়ো চা

LTK 84 J

ভারতীয় চায়ের অভিযান

বিশ্ববিজেতা

ভারত থেকে ইংলণ্ডে প্রথম ৩৫০ পাউণ্ড চায়ের চালান গিয়েছিলো ১৮৩৮ সালে। সেদিন থেকেই সুরু হয়েছিলো চায়ের বিশ্ববিজয় অভিযান। তখন থেকে মাত্র শ'খানেক বছরের মধ্যে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি আজ দশ লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে চায়ের জোগানদার হিসেবে ভারত সারা পৃথিবীতে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ-সব কথা বলে' তাঁদেরও চা খেতে অনুরোধ করুন; কারণ চায়ের চেয়ে ভালো পানীয় জগতে আর নাই।

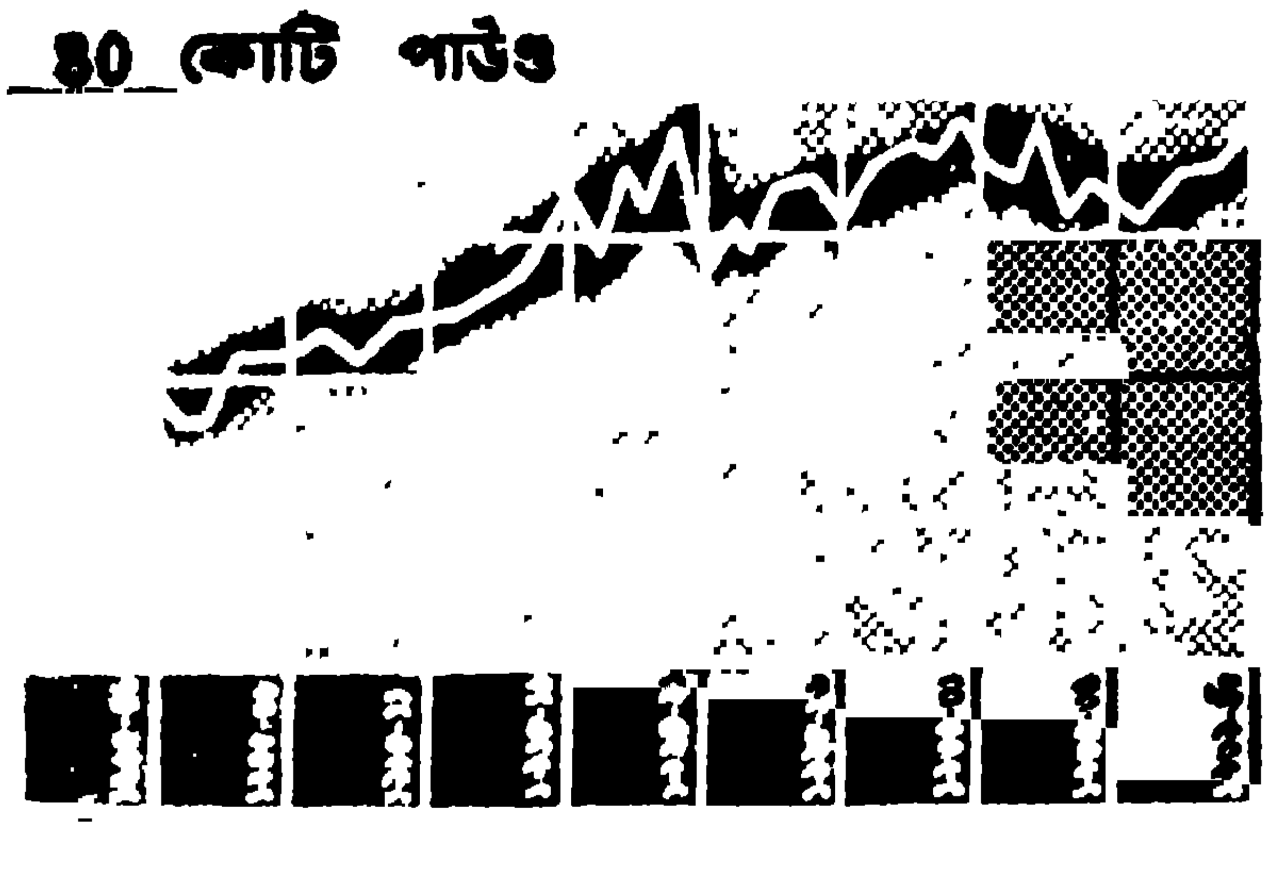

'ভারতীয় চায়ের অভিযান' নামক আমাদের নতুন সচিত্র পুস্তিকায় চা-শিল্পের অভ্যুত্থান, প্রসার ও প্রগতির মনোজ্ঞ কাহিনী বর্ণিত আছে। জাতীয় পানীয় এবং জাতীয় সম্পদ হিসেবে চা-শিল্পের বিস্তৃত বিবরণপূর্ণ এ-পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনা-মাশুলে পেতে হলে বিজ্ঞাপনটি কেটে আপনার নাম, ঠিকানা ও পেশা বড়ো অক্ষরে লিখে কমিশনার ফর্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান্ বোর্ড, পোঃ বক্স ২১৭২ কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠান।

ভারতীয়

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পানীয়

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 188